দিনে দিনে ছাড়ে মান, পুনঃ পায় পুণ্যবান
ভক্তিতে কেবল যাহা মিলে ॥
এমন নামের গুণ; নির্গুণের জন্মে গুণ,
গুণিগণে অধিক বাহুল্য।
অনায়াসে মুক্ত হয়, যেই তব নাম লয়,
পৃথিবীতে নাহি তার তুল্য ॥
এত বলি দ্রোণ পুত্র; স্তব করি সুবিচিত্র,
ভুলাইলা মহেশের মন।
সদয় হইয়ে হর; তাঁহাকে যাচেন বর
কি বাসনা বলহ এখন ॥
দ্রৌণী বলিলেন বর, দেও দেব দিগম্বর,
বাঞ্ছা পূর্ণ যেন মম হয়।
করি গিয়া শত্রুনাশ; দ্বার ছাড় কৃত্তিবাস;
এই বর চাহে কাশী কয় ॥

অশ্বত্থামার শিবিরে প্রবেশ ও
ধৃষ্টদ্যুম্নাদি বধ।

গিরিশ বলিল ইহা করিতে না পারি।
পুরী রক্ষা করি আমি হইয়াছি দ্বারী ॥
এ বর ছাড়িয়া আর যাহা লয় মন।
বলিলেন দ্রৌণি অন্যে নাহি প্রয়োজন।
যদি কদাচিত এই বর নাহি দিবা।
বলি দান গ্রহণ করহ আমা সবা ॥
দিব্য অস্ত্র যুড়ি অগ্রে জ্বালিয়া অনল।
পুড়িয়া মরিতে যান দ্রৌণি মহাবল ॥
বহু স্তব করিলেও না করিলে ত্রুটি।
নিবারিয়া বর মাগ বলিলা ধূর্জ্জটি ॥
বলিলেন দ্রৌণি বর দিবা ত্রিলোচন।
কৃপায় করহ মম প্রতিজ্ঞা পূরণ ॥
স্তবে বশ শঙ্কর দিলেন সেই বর।
পুনরপি বলিল যুড়িয়া দুই কর ॥
আর এক অনুগ্রহ কর শূলপাণি।
কৃপা করি দেও মোরে তব খড়্গ খানি ॥
খড়্গ দিয়া অন্তরে গেলেন পশুপতি।
কৃপে চাহি বলিলেন দ্রৌণি মহামতি ॥
দ্বার আগুলিয়া দোঁহে রহ এই খানে।
কাটিব তাহার মাথা যে আসে এ স্থানে ॥
খড়্গ হস্তে শিবিরে প্রবেশি বীরবর।
নিদ্রাগত ধৃষ্টদ্যুম্ন খট্টার উপর ॥
পিতৃ বৈরী দেখি বীর মহাকোপ মনে।
হাসিয়া ধরিলা পরে পঞ্চাল নন্দনে ॥
দ্রৌণিকে দেখিয়া বীর বিষণ্ণ বদন।
বলিল গদ গদ স্বরে পঞ্চাল নন্দন ॥
খড়্গেতে কাটিয়া মোরে না কর নিধন।
যুদ্ধ করি কর বীর স্বকার্য্য সাধন ॥
বলিলেন দ্রৌণি ব্রহ্মবধী দুরাচার।
পশু ন্যায় করি তোরে করিব সংহার ॥
এত শুনি ধৃষ্টদ্যুম্ন কহিল আবার।
বিনা যুদ্ধে না মারিবা দ্রোণের কুমার ॥
যুদ্ধেতে হইলে মৃত্যু স্বর্গেতে গমন।
এই কার্য্য কর বীর দ্রোণের নন্দন ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বচন না শুনিয়া তখনে।
বজ্র মুষ্টি করি ঘাত মারি ক্রোধ মনে ॥
হস্ত পদ উদরেতে করিল প্রবেশ।
পশুবৎ করিয়া ভাঙ্গিল মধ্যদেশ ॥
ভীম যেন কীচকেরে করিল সংহার।
সেইমত করিলেন কুষ্মাণ্ড আকার ॥
একেশ্বর দ্রোণ পুত্র মারে সবাকারে।
নিশিযোগে ঘোর রণ শিবির ভিতরে ॥
হাহাকার মহাশব্দ হয় আচম্বিতে।
প্রাণ ভয়ে পলাইতে চাহে দ্বারভীতে ॥
অসি হস্তে দুই জন রক্ষণার্থে দ্বার।
বাহির হইতে তারা করেন সংহার ॥
বিপাকে পড়িয়া তারা না দেখি নিষ্কৃতি।
ঘোর রণ করে সবে দ্রৌণির সংহতি ॥
দ্রোণ পুত্র অশ্বত্থামা রণেতে প্রচণ্ড।
কাটিল সকল সেনা করি খণ্ড খণ্ড ॥
দাবানলে বন যেন করয়ে দাহন।
এইমত কাটিলেন দ্রোণের নন্দন ॥
দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ছিল এক ঘরে।
এক ঠাই শয়নেতে পঞ্চ সহোদরে ॥
হাত দিয়া দেখিলেন দ্রোণের নন্দন।
ভাবিলা পাণ্ডব এই মহে অন্যজন ॥
মুখে বস্ত্র বান্ধিয়া কাটিল পঞ্চ শির।
একে২ পঞ্চ মুণ্ড নিলা দ্রৌণী বীর ॥
পঞ্চ মুণ্ড বসনে বান্ধিয়া দ্রোণ সুত।
পাণ্ডব জানিয়া মনে বড় হর্ষযুত ॥
জাগিয়া শিখণ্ডী নিল ধনুর্ব্বাণ হাতে।
করয়ে দারুণ যুদ্ধ দ্রৌণির সহিতে ॥
বাণে বাণ নিবারয়ে দ্রোণের নন্দন।
এই রূপে বহু যুদ্ধে রত দুই জন ॥
তীক্ষ্ণ অসি লয়ে বীর দ্রোণের কুমার।
মণ্ডলী করিয়া যুদ্ধ বীর অবতার ॥
ধরাধরি করি দোঁহে হয় মহারণ।
মুণ্ডে মুণ্ডে ভূজে ঝাঁকে চরণে চরণ ॥

মল্লযুদ্ধ করে দোঁহে ক্ষিতিতলে পড়ি।
করিয়া অতুল যুদ্ধ যান গড়াগড়ি॥
কখন উপরে দ্রৌণি শিখণ্ডি কখন।
দোঁহার প্রহারে দোঁহে অতি ক্রোধ মন॥
প্রাণপণে শিখণ্ডী মারয়ে দ্রোণ সুতে।
নাহি কাটে অঙ্গ তার দৈববল হতে॥
বজ্র মুষ্ট্যাঘাত মারি শিখণ্ডীর মাথে।
ভাঙ্গিল মস্তক তার বজ্র মুষ্ট্যাঘাতে॥
এই মত শিখণ্ডীকে করিয়া সংহার।
এক জন অবশেষ না রাখিয়া আর॥
পঞ্চ মুণ্ড নিয়া দ্রৌণি অতি হর্ষ ভরে।
দোঁহাকার সঙ্গে আসি মিলিলেন দ্বারে॥
বলিলেন দ্রৌণি মম প্রতিজ্ঞা পূরণ।
পাণ্ডব প্রভৃতি আর নাহি এক জন॥
পঞ্চ পাণ্ডবের মুণ্ড দেখহ সাক্ষাতে।
দুর্য্যোধনে দিব নিয়া চলহ ত্বরিতে॥
শুনিয়া হইল সবে আনন্দিত মন।
নির্ভয় হৃদয় পরে করিল গমন॥
মহানন্দে মগ্ন হয়ে দ্রোণের নন্দন।
দুর্য্যোধন চাহিয়া বেড়ান বহুক্ষণ॥
রাজা দুর্য্যোধন বলি ডাকে রণস্থলে।
ঘোর অন্ধকার নিশা দৃষ্টি নাহি চলে॥
রাজা রাজা বলিয়া ডাকিল বহুতর।
শব্দ শুনি কুরুবর দিলেন উত্তর॥
রাজার নিকটে আসি বীর তিন জন।
দর্প করি কহিলেন দ্রোণের নন্দন॥
অবধানে কথা শুন রাজা দুর্য্যোধন।
মারিলাম তব শত্রু পাণ্ডুর নন্দন॥
পঞ্চাল বিরাট আদি যত বীর ছিল।
সকলে আমার হাতে আজি প্রাণ দিল॥
যে প্রতিজ্ঞা করিলাম সাক্ষাতে তোমার।
আজি আমি করিলাম পালন তাহার॥
পঞ্চ পাণ্ডবের মুণ্ড দেখহ সাক্ষাতে।
এক জন না রহিল পাণ্ডব সৈন্যেতে॥
এত শুনি হরষিত হৈল দুর্য্যোধন।
সাধু২ বলি রাজা বলিল বচন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

হরিষ বিষাদে দুর্য্যোধনের মৃত্যু।

পড়িয়া আছিল রাজা ভূমির উপর।
বাহুযুগে ভর দিয়া উঠিল সত্বর॥
রিপু নাশ শুনি রাজা পরিতোষান্বিতে।
তবে পাণ্ডবের মাথা চাহিল দেখিতে॥
ধন্য মহাবীর তুমি গুরুর নন্দন।
আমার পরম কার্য্য করিলা সাধন॥
পঞ্চ মুণ্ড দেহ আমি দেখিব নয়নে।
ভীমের মস্তক আজি ভাঙ্গিব চরণে॥
শুনি পঞ্চমুণ্ড দ্রৌণি দিলা সেইক্ষণ।
হাত বুলাইল দেখি রাজা দুর্য্যোধন॥
কৃষ্ণার দ্বিতীয় পুত্র ভীমের আকৃতি।
ভীম বলি সেই মুণ্ড নিল কুরুপতি॥
দুই করে সেই মুণ্ড ভাঙ্গিলেন তায়।
তিল তুল্য সেই মুণ্ড গুঁড়া হয়ে যায়॥
দেখিয়া কৌরবপতি মানিল বিস্ময়।
পাণ্ডবের মুণ্ড নহে জানিল নিশ্চয়॥
একে২ পঞ্চ মুণ্ড ভাঙ্গি দুর্য্যোধন।
জানিল পাণ্ডব নহে এই পঞ্চজন॥
পর্ব্বত সদৃশ মম গদা গুরুতর।
কতবার মারিয়াছি মস্তক উপর॥
পর্ব্বত ভাঙ্গিতে পারে করিয়া আঘাত।
দুরন্ত রক্ষঃ রণে করিল নিপাত॥
মারে বক হিড়িম্ব কির্ম্মীর নিশাচর।
জটাসুর কীচক শতেক সহোদর॥
হেন বীরে কাটিবারে দ্রৌণির কি হাত।
এত বলি নিশ্বাস ছাড়িল কুরুনাথ॥
মনে দুঃখে কহিলেন দ্রোণের নন্দনে।
দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র এই পঞ্চ জনে॥
শিশুগণে সংহারিয়া কি কার্য্য করিলা।
কুরুকুলে জলপিণ্ড দিতে না রাখিলা॥
পাণ্ডবে মারিতে পারে হেন শক্তি কার।
যাহার সহায় হরি পতি কমলার॥
নির্ব্বংশ করিলা তুমি ভাই পঞ্চ জনে।
কুরুকুল বংশ হীন হৈল এত দিনে॥
এত বলি বিষাদ করিল বহুতর।
ত্যজিলেন হরিষ বিষাদে কলেবর॥
দেখিয়া ব্যাকুল হৈল বীর তিন জন।
হাহাকার করি বহু করিল রোদন॥
দ্রৌণি লক্ষে বলিলেন কৃপ মহামতি।
কি কর্ম্ম সাধিলা তুমি বধি কুরুপতি॥
হাহা দুর্য্যোধন রাজা বীর শিরোমণি।
তোমা হেন মহারাজ লোটায় ধরণী॥
মৃগমদ চন্দনে ভূষিত কলেবর।
হেন তনু দেখ এবে ধূলায় ধূসর॥

উঠ উঠ দুর্য্যোধন কুরুকুলপতি।
পাণ্ডবে জিনিয়া রণে ভুঞ্জ বসুমতি।
উঠিয়া সমর কর রাজা দুর্য্যোধন।
নিঃশব্দ হইয়া তুমি আছ কি কারণ॥
পূর্ব্বে যে প্রতিজ্ঞা কৈলা পাশরিলে মনে
রাজসূয় করিবে পাণ্ডবে জিনি রণে॥
প্রতিজ্ঞা পালন কর উঠ দুর্য্যোধন।
সমরে মারিব আজি পাণ্ডুপুত্রগণ॥
সূচাগ্রে যতেক ভূমি পারে বিন্ধিবারে।
ততোধিক ভূমি নাহি দিবা পাণ্ডবেরে॥
সকল পৃথিবী ত্যাগ করিলে এখন।
ভূমেতে লোটাও ত্যজি রত্ন সিংহাসন॥
সহস্রং রাজা বেড়িয়া চৌপাশে।
সভামধ্যে বসিতে যে মনোহর বেশে।
যত যত মহারাজ মুখ্য মন্ত্রীগণ।
ইহকালে অনুগ্রহ ছিল সর্ব্ব জন॥
অন্তকালে তাদিগকে সংহতি লইলে।
তোমা সম রাজা নাহি হয় ক্ষিতিতলে॥
তোমার জনক অন্ধ অম্বিকা নন্দন।
তোমা বিনা কি প্রকারে ধরিবে জীবন॥
কি বলিব মোরা গিয়া তাহার গোচরে।
শুনি কি বলিবে তবে আমা সবাকারে॥
গান্ধারী জননী তব ভানুমতি নারী।
অপর যতেক আর শত বহুয়ারী॥
তারা সবে কি করিবে তোমার বিহনে।
কোন মুখে যাব মোরা তাদের ভবনে॥
হায় বিধি কোন কর্ম্ম করিব এখন।
এই রূপে বিলাপ করয়ে তিন জন॥
দ্রৌণিকে বলিল পরে কৃপ মহাশয়।
আমি যাহা কহি তাহা শুন দুরাশয়॥
মতিচ্ছন্ন হয়ে তুমি দুষ্কর্ম্ম করিলা।
পাণ্ডবের পুত্র বন্ধু সকলি মারিলা॥
গোবিন্দ সাত্যকি আর পাণ্ডুপুত্রগণ।
না জানি কোথায় আছে তারা কয়জন॥
শিবিরে থাকিত যদি তারা এক জন।
তবে কি পাইত রক্ষা তোমার জীবন॥
সবারে রাখিয়া তারা শিবির ভিতরে।
পাণ্ডব গিয়াছে বুঝি হস্তিনানগরে॥
এ সকল কথা তারা শুনিয়া শ্রবণে।
পৃথিবী ভ্রমিয়া তোমা বধিবে জীবনে॥
তোর দোষে দোঁহে মোরা সঙ্কটে পড়িব।
পাণ্ডবের হাতে আজি প্রাণ হারাইব॥
দারুণ দুরন্ত ভীম সদা ক্রোধ তায়।
নিশ্চয় মারিবে সেই এক গদা ঘায়।
ঘোর রণ হৈতে সবে পাইয়া উদ্ধার।
পুন জন্ম বলি মনে করিনু বিচার॥
তোর দোষে মরিব এড়ান নাহি আর।
দুরন্ত ভীমের হাতে নাহি প্রতিকার॥
কাহার শরণ লব কে করিবে ত্রাণ।
তোর কর্ম্মদোষে আজি হারাইব প্রাণ॥
এই রূপে বিচার করয়ে বহুতর।
দম্ভ করি বলিলেন দ্রোণের কুমার॥
না বুঝিয়া ভয়যুক্ত হইলে অতিশয়।
পাণ্ডবের হেতু কিছু না করিবা ভয়॥
যদি পাণ্ডবের সহ হয় দরশন।
মোর সহ বিরোধে তরিবে কোন জন॥
রণ করি পাণ্ডবে পাঠাব যমালয়।
মারিব পাণ্ডবে আমি জানিবা নিশ্চয়॥
ব্রহ্মঅস্ত্র আছে যেই আমার সদনে।
কার শক্তি করিবেক তাহা নিবারণে॥
ব্রহ্ম অস্ত্র এড়িয়া মারিব পাণ্ডবেরে।
যদি রক্ষা করে তাহে দেব দামোদরে॥
বিনয় করিয়া আমি ধর্ম্মের নন্দনে।
তোমা দোঁহে রক্ষা করি মরিব আপনে॥
এইমত তিন জনে করিয়া বিচার।
ভাবিলেন রণ সিন্ধু কিসে হব পার॥
অভয় পঙ্কজ পদ চিন্তি মনে মন।
সুমতি কুমতি দাতা সেই নারায়ণ॥
এই রূপ তিন জন ভাবিতে লাগিল।
ইতি মধ্যে বিভাবরী প্রভাতা হইল॥
প্রাণ ভয়ে তিন জন না রহিল তথা।
চলিল সাগর মুখে শঙ্কা যায় যথা॥
ভারত সৌপ্তিক পর্ব্ব অপূর্ব্ব কথন।
পয়ার প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচন॥

ইতি সৌপ্তিক পর্ব্ব সমাপ্ত।

পঞ্চ পুত্র মৃত্যু শ্রবণে যুধিষ্ঠীরের খেদ।

জন্মেজয় বলিলেন কহ তপোধন।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বধি গেল দ্রোণের নন্দন॥
শুনিয়া কি করিলেন ধর্ম্ম পরায়ণ।
বিস্তারিয়া সেই কথা কহ তপোধন॥
মুনি বলিলেন শুন রাজার তনয়,
সর্ব্ব সৈন্য বধি গেল রজনী সময়॥
শোকাবেশে রজনী হইল সুপ্রভাত।
ডাকে কাক কোকিল উদিত দিননাথ॥
পৃথিবী পুর্ণিত সব রক্তে বহে নদী।
উড়িতেছে কাক চিল গৃধ্র কঙ্ক আদি॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সারথি আছিল নিশাকালে।
জীবন রাখিয়া ছিল মড়ার মিশালে॥
প্রলয় মানিয়া মনে পাইল সে ত্রাস।
দেখিল নিভৃতে নহি সকল বিনাশ॥
রবির কিরণ নিশা বিশ্রাম পাইয়া।
যুধিষ্ঠীরে বর্ত্তা দিতে চলিল ধাইয়া॥
ধর্ম্মরাজ প্রতি তার মনেতে ভাবনা।
উরুতে চাপড়ে চক্ষে রোদন বিমনা॥
কান্দিয়া২ গেল যথা ধর্ম্ম রাজ।
উপনিত হইয়া কহিল সভামাঝ॥
অবধান কর রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
নিশাকালে বধি গেল সব সেনাগণ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি করি যত বীর ছিল।
দ্রৌপদির পঞ্চপুত্র সহিতে মারিল॥
নিশাতে আসিয়া দুষ্ট দ্রোণের নন্দন।
অকস্মাৎ শিবিরেতে করিল গমন॥
নিদ্রায় কাতর ছিল যত সেনাগন।
একে একে বধিলেক নাহি এক জন॥
মৃত্যু সঙ্গে ছিনু আমি করিয়া প্রকার।
বার্ত্তা দিতে আসিয়াছি অগ্রেতে তোমার।
শুনিয়া করিলা খেদ ধর্ম্মের নন্দন।
সকল করিল নষ্ট দ্রোণি দুষ্ট জন॥
কিরূপে এমত যুদ্ধ হৈল কহ শুনি।
সুতপুত্র বলে অবধান নৃপমণি॥
ইহার বৃত্তান্ত রাজা কি কহিব আর।
গত নিশাকালে সৈন্য করিল সংহার॥
কোন দেব সহায় কি করিয়া আইল।
কোন দেবতার সাধি এ বর পাইল॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী প্রভৃতি বীরবর।
সংগ্রামের পরিশ্রমে শ্রান্ত কলেবর॥
শিবিরে নিশায় সবে আছিল শয়নে।
আসিয়া দ্রোণের পুত্র বধিল জীবনে॥
যার যত সেনা ছিল সুহৃদ বান্ধব।
একাকী বধিয়া গেল দেখি অসম্ভব॥
দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র সবার জীবন।
নিদ্রায় কাটিল শির দ্রোণের নন্দন॥
সংহীত বাহিনী যত ছিল সম্মোধিতে।
সকল মারিল শেষে শুন আচম্বিতে॥
রমণী আছিল যত যাহার সংহতি।
অঙ্গ ভঙ্গ করিয়া নাশিল মারি লাথি॥
মূর্চ্ছাপন্ন কেহ কেহ ভয়েতে বিনাশ
প্রহারে পড়িয়া কেহ ছাড়ে ঘনশ্বাস॥
অশ্বত্থামা দুষ্টমতি দয়া নাহি প্রাণে।
কাতর বচনে পড়ে তবু শিরে হানে॥
অস্ত্র শাস্ত্রে বিরাজিত ছিল যত সেনা।
কেহ বা শয়নে ছিল হয়ে অচেতনা॥
কেশে ধরি আনি তার শির ফেলে কাটি॥
নিদ্রায় কাতর অতি করে ছটফটি।
তোমাকে কহিতে বিধি রাখিল আমায়।
যে ছিল মারিল সব শুন ধর্ম্মরায়॥
শুনি রাজা ভুমিতে পড়েন অচেতনে।
যে মতে পড়য়ে বৃক্ষ সমূল ছেদনে॥
সম্বিত পাইয়া রাজা করিল বিলাপ।
কি করিতে কি হইল কত ছিল পাপ॥
এক্ষণ কি করি জীয়ে লইয়া ভুবন।
সর্ব্ব শূন্য দেখি এবে সব অকারণ॥
কি করিতে কি হইল জানিব কেমনে।
আসিলেক সম্পদে বিপদ দিনে দিনে॥
মুনিগণ সহ ভাল ছিলাম কাননে।
পাপ ভোগ পরে রাজ্যের কারণে॥
জ্ঞাতি বন্ধুগণ যত শশুর মাতুল।
মায়া হেতু আসি সবে হয় অনুকুল॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি হেন সহায় আমার।
কোথয়ে শিখণ্ডী সখা না দেখিব আর॥
অভিমন্যু মরে রণে মহাযুদ্ধ করি।
সেই মাহাশোক আমি পাসরিতে নারি॥
দ্রৌপদির পঞ্চ পুত্র নিদ্রায় আছিল।
মূঢ়মতি অশ্বথামা তাহা বিনাশিল॥
আমার হিতের হেতু ছিল যত জন।
গৃহেতে না গেল সবে হইল নিধন॥
জননী রমণী গৃহে আছে যার যার।
কান্দিয়া কতেক নিন্দা করিবে আমার॥

এ সব ভাবিয়া মন স্থির নহে মম।
হইল এমন দশা দৈবের ঘটন॥
বীর শূন্য হইলাম কিছু নাহি সেনা।
বৃথা রাজ্য কার্য্য নাহি সংসার বাসনা॥
বাঞ্ছা করি পুনঃ গিয়া বন বাস করি।
তপ আচরণ করি হয়ে ব্রহ্মচারী॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ মদ্রপতি আদি।
একেক বীর জানে পৃথিবী অবধি॥
সবারে করিয়া জয় কৃষ্ণ সহকারে।
কে জানে দুর্দ্দশা শেষে ঘটিবে আমারে॥
রাজার বিলাপ শুনি কান্দে সর্ব্বজন।
দ্রৌপদীর ক্রন্দন স্বর করুণ বচন॥
পিতৃ মাতৃ আদি করি যত বন্ধুগণ।
এক কালে অকস্মাৎ হইল নিধন॥
শুনিয়া নিষ্ঠুর বাক্য হইল চেতনা।
মস্তক উপরে যেন পড়িল ঝঞ্ঝনা॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দিলেন পড়ে অশ্রুজল।
ভাই ভাই বলি দেবী হইল বিকল॥
জয় হেন মানি চিত্তে আনন্দ বিশাল।
তার বিপরিত আজি ঘটাইল কাল॥
যেমন আনন্দ মনে তথা নিরানন্দ।
ভাবিয়া কি হবে এবে বিধি কৈল মন্দ॥
এমত করিবে বিধি জানিব কেমনে।
কৌরব সহিত দ্বন্দ্ব হইল যখনে॥
সকল করিয়ে নাশ আপনি বিনাশ।
পাপ রাজ্যে কার্য্য নাহি যাব বনবাস॥
উজ্জ্বল হইয়া দীপ্ত যেমন নির্ব্বাণ।
আমার বৈভব লাভ তাহার সমান॥
যেমন নক্ষত্র চন্দ্র আদি নিশাযোগে।
আকাশে উদয় করে দেখি চতুর্দ্দিগে॥
সেইরূপ সৈন্য ছিল যামিনী শোভন।
সকল বিনাশ কৈল করি প্রতারণ॥
এক কালে নানা শোক উপস্থিত আসি।
শোক সিন্ধু মধ্যে আমি,তৃণ হেন ভাসি॥
কষ্ট ভাগ্যে কষ্ট হয় নাহি দূর।
স্বয়ম্বরে পাই দুঃখ দ্রুপদের পুর॥
লক্ষ রাজা স্বয়ম্বরে করিলে গমন।
লক্ষ বিদ্ধি প্রাপ্ত হন ইন্দ্রের নন্দন॥
তাহাতে অনেক কষ্ট পাইনু অপার।
কৃষ্ণের কৃপায় তাতে হইল নিস্তার॥
ইন্দ্রপ্রস্থে নৃপতি হইলা ধর্ম্মরাজ।
ভুবন বিখ্যাত হইল রাজসুয় কায॥

ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ করিলেন সবারে।
কতশত রাজা আসি রহিল দুয়ারে॥
কুবের সম্পদ জিনি হইল বৈভব।
পৃথিবীতে এক ছত্র করিল পাণ্ডব॥
জনে জনে বিষয় দিলেন যুধিষ্ঠীর।
সম্পদের সংখ্যা নাহি পুর্ণিত মন্দির॥
দেখি দুর্য্যোধন রাজা করিল মন্ত্রণা।
শকুনি পাপিষ্ঠ আসি দিলেক মন্ত্রণা॥
পাশা খেলি রাজ্যধন হরিয়া লইল।
সভা মধ্যে আমাকেও চুলেতে ধরিল॥
বস্ত্র হরণেতে কষ্ট দিল দুঃশাসন।
কতেক কহিব তাহা না যায় কথন॥
আকর্ষণ করি কেশ টানে পুনঃ২।
কেহ কিছু নাহি বলে সকলি নিগুণ॥
দুর্য্যোধন পাপমতি দেখাইল উরু।
এজন্য ভাঙ্গিল ভীম মারি গদা গুরু॥
কর্ণ দুষ্ট বলিল আমাকে কুবচন।
মরণ অধিক তাহা না হয় কথন॥
যে কষ্ট হইল নাহি পারি কহিবারে।
অমঙ্গল দেখি অন্ধ চিন্তিল বিচারে॥
আমাকে ডাকিয়া অন্ধ দিল বরদান।
ধন রাজ্য দিয়া পুনঃ করিল সম্মান॥
ধন নিয়া নিজ রাজ্য করিনু গমন।
পুনঃ পাশা খেলি দুষ্ট পাঠায় কানন॥
পঞ্চস্বামী সঙ্গে করি চলিলাম বন।
কি করিব রহিলাম কাম্যক কানন॥
বনবাসে নানা কষ্ট হইল ভোগিতে।
কত দিনে দুর্য্যোধন বিচারি কুনীতে॥
পাঠাইলা দুর্ব্বাসা মুনিরে সেইজন।
শিষ্য ষাটি সহস্র লইয়া তপোধন॥
তবে কতদিনে জয়দ্রথে পাঠাইল।
আসিয়া আমার বাসে অতিথি হইল॥
শূন্যঘর দেখি দুষ্ট হরিল আমায়।
ধর্ম্ম রক্ষা করিলেন আমাকে সে দায়॥
নাজানি কি আছে আর বিধাতার মনে।
জটাসুর দিলদুঃখ কাম্যক কাননে॥
ধরি নিয়া যায় দুষ্ট পৃষ্ঠেতে করিয়া।
তাহাকে মারিল ভীম গদা প্রহারিয়া॥
অজ্ঞাতে গিয়া আমি বিরাট আলয়।
ভোগিলাম সৈরিন্ধ্রী হইয়া দুঃখচয়॥
তবে কত দিনে দুষ্ট কীচক দুর্ম্মতি॥
আমাকে দিলেক দুঃখ অতি পাপমতি॥

প্রকারে মারিল ভীম রজনী সময়।
করিলেন তাহে রক্ষা কৃষ্ণ কৃপাময়॥
তাহাতে পাইনু রক্ষা কৃষ্ণের কৃপায়।
কত দুঃখ কব আর কহা নাহি যায়॥
এই সব দুঃখ স্মরি জলে বহ্নিজ্বালা।
কত আর নিভাইব হইয়া অবলা॥
এবে শত্রু বিনাশিয়া মনে হৈল আশ।
গত নিশি আমার ঘটিল সর্ব্বনাশ॥
এখন জীবন ধরে এই পাপ তনু।
আমাকে উচিত হয় প্রবেশি কৃশানু॥
পিতৃ ভ্রাতৃ পুত্র শোকে জ্বলে কলেবর।
যেমন গরল জ্বালা জ্বলিছে অন্তর॥
কান্দিয়া শত্রুর নারী মনে পায় ব্যথা।
তাহার অধিক মোরে করিল বিধাতা॥
দ্রৌপদীর ক্রন্দন শুনি ভীম ধনঞ্জয়।
বিষণ্ণে দেখেন সর্ব্বদিগ শূন্যময়॥
বিহ্বলেতে পড়িলেন মাদ্রীর নন্দন।
দ্রৌপদী হইতে করি অধিক ক্রন্দন॥
শোকেতে আকুল হয়ে ধর্ম্মের নন্দন।
শিবির দেখিতে রাজা করিল গমন॥
কাক চিল উড়ে পড়ে শিবা কঙ্ক আদি।
খরস্রোতে বহিতেছে শোণিতের নদী॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরামদাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অশ্বত্থামার মুণ্ডচ্ছেদনার্থ
ভীমের যাত্রা।

শিবির দেখিয়া রাজা দুঃখী অসম্ভব।
অশ্রুপাতে ভাসিলেন সমস্ত পাণ্ডব॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি যত দেখি যুধিষ্ঠির।
বিলাপ করেন কত নেত্রে বহে নীর॥
সকল মরিল রাজ্যে কিবা প্রয়োজন।
করিলাম বৃথা এত অসাধ্য সাধন॥
ভীম বলিলেন রাজা শোক অনুচিত।
আপনার কর্ম্মভোগ কে করে খণ্ডিত॥
আপনি থাকিলে সর্ব্ব পাইবেন তায়।
অকারণে কর শোক ইতরের প্রায়॥
কর্ম্ম বশে জন্ম মৃত্যু হয় পুনঃ পুনঃ।
কোথা ছিলা কোথা যাবে তাহা নাহি গুণ।
কর্ম্মবশে আসি মিলে কেহ নহে কার।
জন্মিলেই মৃত্যু আছে নহে খণ্ডিবার॥
যে মরিল সে চলিল যথা কর্ম্মভোগ।
কেবল শরীর ছাড়ে দেবের সংযোগ॥

কাল পূর্ণ হৈল পরে কে রাখিতে পারে।
কত শত মহারাজ গেলেন সংহারে॥
অষ্ট দশ দিন যুদ্ধ করি ভালে ভালে।
সকল জিনিয়া মৃত্যু হয় নিশাকালে॥
কালপূর্ণ হৈলে মরে বিধির নির্ব্বন্ধ।
কালেতে সংহার করে শাস্ত্রীয় প্রবন্ধ॥
এত শোক অনুচিত ভাবিয়া কি কায।
শাস্ত্র বিজ্ঞ হয়ে কেন চিন্ত মহারাজ॥
অতঃপর দ্রৌপদী কহেন শোকাবেশে।
অশ্বত্থামা মুণ্ড আনি দেও মম পাশে॥
দ্রৌণির মস্তকে বদ্ধ আছে মণি।
মুণ্ড কাটি সেই মণি যদি দেও আনি॥
তবে শোক নিবারণ হইবে আমার।
নহে ভ্রাতৃ পুত্র শোকে না বাঁচিব আর॥
শুন ভীম মহাবীর তোমা সম নাই।
বিক্রমে বিশাল তোমা করিল গোসাই॥
সুগন্ধি কুসুমোদ্যানে জিনি যক্ষরাজ।
হিড়িম্বে মারিলা তুমি অরণ্যের মাঝ॥
ব্রাহ্মণে রক্ষণে বকে করিলে বিনাশ।
কির্ম্মিরে বধিয়া কৈলে কাননে নিবাস॥
জয়দ্রথ ভয় হৈতে করিলা উদ্ধার।
কিচকে বধিয়া মান রাখিলে আমার॥
এখন এ শোকসিন্ধু মধ্যে ডুবি মরি।
রক্ষাকর আমাকে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করি॥
দুঃশাসন রক্ত পান কৈলে রণমাঝে।
উরু ভাঙ্গি ভূমিতে পাড়িলে কুরুরাজে॥
প্রতিজ্ঞা পূরণে পদাঘাত কৈলে শিরে।
সমুদ্র তরিয়া মরি গোষ্পদের নীরে॥
আমার বচন ধর ধর অশ্বত্থামা।
সকল নিস্ফল হৈল তোমার মহিমা॥
এখন উচিত হয় এই সব কথা।
শীঘ্র মোরে আনি দেও দ্রোণ পুত্র মাথা॥
ব্রাহ্মণ হইয়া সে রাক্ষসী মর্ম্ম করে।
নিদ্রাগত কালে দুষ্ট সবারে সংহারে॥
তাহার বিনাশে নাহি ব্রহ্ম বধ ভয়।
অধর্ম্ম করিল সেই দুষ্ট দুরাশয়॥
কান্দিতেহ এত দ্রৌপদী কহিল।
অনুমতি হেতু ভীম ধর্ম্মে জানাইল॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন ইহাই উচিত।
কর্ম্ম অনুসারে শাস্তি শাস্ত্রেস বিহিত॥
এত শুনি ভীম বীর রথ আরোহিয়া।
নকুলে সারথি করি চলিল ধাইয়া॥

ভীমের এতেক সজ্জা আরম্ভ দেখিয়া।
গোবিন্দ হলেন ধর্ম্মরাজ সম্বোধিয়া॥
অশ্বত্থামা নাশিতে পাঠাও বৃকোদরে।
বিচার করিয়া রাজা যুক্তি দিবে পরে॥
অসাধ্য সাধন তাহা সিদ্ধি অসম্ভব।
সংসার বিজয়ী তার নাহি পরাভব॥
পরাক্রম তাহার কি না আছ বিদিত।
না বুঝিয়া হেন কর্ম্ম কর বিপরীত॥
ত্রিলোকেতে এক বীর মহাধনুর্দ্ধর।
পরাক্রম করি জিনে সর্ব্ব চরাচর॥
কি করিবে ভীম তারে করি মহারণ।
ভীম হৈতে না হইবে তাহার দমন॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত কহি যবে ছিলা বনে।
অশ্বত্থামা নিরবধি ভ্রমিত কাননে॥
দৈবে এক দিন গেল দ্বারকা ভুবনে।
দেখিতে যাদবগণে হরষিত মনে॥
বিক্রম করিয়া চলে আমার সাক্ষাতে।
ব্রহ্মশির অস্ত্র মোর জান ভালমতে॥
তাহা লৈয়া চক্র মোরে দেও চক্রপাণি।
ত্রৈলোক্য জিনিতে পারি হেন অস্ত্র জানি॥
অব্যর্থ আমার অস্ত্র জানে ত্রিভুবন।
ইহা লৈয়া চক্র মোরে দেও নারায়ণ॥
উপরোধ হেতুক বিলম্ব না করিয়া।
দ্রৌণিকে দিলাম চক্র তখনি ধরিয়া॥
তুলিতে নারিল শক্ত রাখে চক্রবর।
কহিল না লব চক্র রাখ চক্রধর॥
ইহার অধিক মম আছে ব্রহ্মশির।
বজ্রদণ্ডে জিনি আমি শুন যদুবীর॥
পৃথিবী সংহার সেই করে এই বাণে।
কাহারে না দিয়া অস্ত্র দিল মম স্থানে॥
করিলাম জিজ্ঞাসা সে দ্রোণের নন্দনে।
তবে চক্র চাহ কেন আমার সদনে॥
অশ্বত্থামা বলে তোমা জিনিবার মনে।
অস্ত্র হৈতে শ্রেষ্ঠ চক্র জানি এইক্ষণে॥
কার্য্য নাহি তোমা সহ বিবাদে আমার।
এত বলি তথা হৈতে হৈলে অগ্রসার॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই শুন মহাশয়।
বুঝিয়া করিবা কার্য্য যেবা মনে লয়॥
দ্রৌণ পুত্র দুরাত্মা সে ক্রোধেতে চঞ্চল।
ব্রহ্মশির অস্ত্র তার সদা কর তল॥
আমার বচনে তুমি রাখ ভীম বীর।
শুনিয়া চিন্তিত অতি রাজা যুধিষ্ঠির॥

সকল গজিল রাজ্য কি কার্য্য বিশেষ।
নিশ্চয় মরিব আমি শুন হৃষীকেশ॥
অগ্রে ভীম চলি গেল না শুনি বারণ।
এখন উচিত যাহা কর নারায়ণ॥
তোমা বিনা গতি আর নাহি ত্রিভুবনে।
বল বুদ্ধি পরাক্রম নাহি তোমা বিনে॥
যে হয় ইহার কার্য্য করিবা উচিত।
তোমা বিনা পাণ্ডবের অন্য নাহি হিত॥
গোবিন্দ বলেন চল ভীমের পশ্চাৎ।
বিলম্ব না কর আর শুন নরনাথ॥
অর্জ্জুন সহিতে হরি করেন গমন।
তাহার পশ্চাতে যান ধর্ম্মের নন্দন॥
রথ রথী পদাতিক চলিল অপার।
নানা বাদ্য কোলাহলে হয় অগ্রসার॥
অশ্বত্থামা সর্ব্ব সৈন্য করিয়া বিনাশ।
ভয়ে পলাইয়া রহে যথা মুনি ব্যাস॥
তথা উপনীত হৈল ভীম মহাবাহু।
অশ্বত্থামা দেখি যেন চন্দ্র গিলে রাহু॥
বাদ্য শব্দে অশ্বত্থামা কম্পিত হইল।
ভীমের গর্জ্জন শুনি বিস্ময় মানিল॥
ভীম দেখি অশ্বত্থামা করিল সাহস।
মরণ চিন্তিল মনে রাখিবারে যশ॥
অশ্বত্থামা অশ্ব ধনু নাহি নিল পরে।
মুষ্টি করি লইয়া ঈষিকা সবে করে॥
মন্ত্র পড়ি পরে দ্রৌণি দিল হুহুঙ্কার।
নিষ্পাণ্ডবা ক্ষিতি হয় প্রতিজ্ঞা তাহার॥
ক্রোধ করি অস্ত্র ছাড়ি করিল গর্জ্জন।
বাণের মুখেতে অগ্নি হয় বরিষণ॥
হেনকালে তথা পার্থ গোবিন্দ আসিয়া।
প্রলয় অনল উঠে সম্মুখে দেখিয়া॥
পার্থকে কহেন কৃষ্ণ কিবা দেখ আর।
ক্ষণেক থাকিলে সর্ব্ব করিবে সংহার॥
সম্বরণ শস্ত্র জান দ্রোণ উপদেশে।
সত্বরে সন্ধান পূর অস্ত্রের বিনাশে॥
ক্ষণেক থাকিলে হবে অসাধ্য হে সখা।
প্রলয় অনল উঠে নাহি যাবে রাখা॥
অর্জ্জুন শুনিয়া পরে ধান ক্রোধভরে।
করতলে ধরি অস্ত্র সাহসী অন্তরে॥
অগ্র হৈয়া রথ হৈতে নামে ধনঞ্জয়।
দাণ্ডাইয়া রহিলেন কিছু নাহি ভয়॥
যোড হস্তে গুরুপদে করি নমস্কার।
ধনুক টঙ্কার দেন লোকে চমৎকার॥

এড়িলেন এক বাণ উঠিল আকাশে ।
গর্জ্জন করিয়া যায় দ্রোণ পুত্র পাশে ॥
তন্ত্রে মন্ত্রে এড়িলেন বাণ ধনঞ্জয় ।
হইল প্রলয় যুদ্ধ উভয়ে দুর্জ্জয় ॥
তিন লোকে শব্দ হয় কাঁপে চরাচর ।
যেন কালদণ্ড বাণ জ্বলে বৈশ্বানর ॥
উল্কাপাত নির্ঘাত সে বাণ হৈতে খসে ।
হইল প্রলয় বড় পৃথিবী বিনাশে ॥
ঝাঁকে২ অগ্নি বৃষ্টি হয় ঘনেঘন ।
প্রলয় দেখিয়া স্থান ত্যাগি দেবগণ ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল কাঁপিল সর্ব্বলোক ।
মহাশব্দে বন যেন পোড়ায় পাবক ॥
বাণ যুদ্ধে দুই সম কেহ নহে ঊন ।
মহাবীর দুই জন সমরে নিপুণ ॥
গিরি বৃক্ষ পোড়ে তাহে প্রাণী কিসে গণি ।
অকালে প্রলয় হয় মাবে সর্ব্ব প্রাণী ॥
মহাশব্দে পুড়ি যায় সব অগ্নিময় ।
সমুদ্র মন্থনে যেন বিষের উদয় ॥
দ্বাদশ সূর্য্যের দীপ্তি প্রলয়ের কালে ।
সেইমত দীপ্তি শত শত সূর্য্য জ্বলে ॥
জল স্থল পুড়ি যায় যেমন ঝঞ্ঝনা ।
দোঁহে নাহি সম্বরেন সে অস্ত্র আপনা ॥
সর্ব্ব সৃষ্টিনাশ হয় দেখে অস্ত্র পাশ ।
হেনকালে আসিল নারদ আর ব্যাস ॥
রহিলেন দুই বাণ মধ্যে মহামুনি ।
জগতের নিতান্ত বিনাশ অনুমানি ॥
দোঁহায় বলেন ডাকি দুই তপোধন ।
সৃষ্টিনাশ কর কেন কর সম্বরণ ॥
উভয়ে বিবাদ কেন সৃষ্টি কর নাশ ।
কিবা মনে করিয়াছ কহ এক ভাষ ॥
শুনিয়া দোঁহার বাক্য দুজন তখন ।
করিলেন আপনার অস্ত্র সম্বরণ ॥
কহিলেন দ্রৌণি শক্য নহে নিবারণ ।
ক্রোধে অস্ত্র ছাড়িলাম কি করি এখন ॥
উপরোধ রাখি যদি তোমা দোঁহাকার ।
পাণ্ডবে মারিয়া অস্ত্র আসুক আমার ॥
তবে যদি ক্ষমা করি দোঁহা অনুরোধে ।
উত্তরার গর্ভপাত করিব বিবাদে ॥
যেই পুত্র আছে উত্তরার গর্ভবাসে ।
চলিবে আমার অস্ত্র তাহার বিনাশে ॥
অর্জ্জুন বলেন কাটি দ্রোণ পুত্র শির ।
নহিলে না হবে ক্ষমা জান ফাল্গুনীর ॥

বলিলেন ব্যাস শুন বীর অশ্বত্থামা ।
শিরোমণি দিয়া পার্থে তুমি চাহ ক্ষমা ॥
তব বাণে মরে যদি শিশু গর্ভবাসে ।
তারে জীয়াইব আমি চক্ষুর নিমিষে ॥
মণি দিলে শিরে ক্ষত হইবে তোমার ।
বৎসর সহস্র হৈলে নাহি প্রতিকার ॥
শিরের পীড়ায় তুমি করিবে ভ্রমণ ।
যেমন তোমার কর্ম্ম হইল তেমন ॥
এত শুনি অশ্বত্থামা করিয়া ছেদন ।
শিরোমণি ধনঞ্জয়ে করিল অর্পণ ॥
হেথা দ্রৌণি বাণ বেগে উঠিল আকাশে ।
বায়ুবেগে উত্তরার গর্ভেতে প্রবেশে ॥
গর্ভে প্রবেশিয়া গর্ভ করিল নিধন ।
প্রবেশ করেন গর্ভে কৃষ্ণ সেইক্ষণ ॥
গর্ভ বিনাশিয়া বাণ হইল বাহির ।
পুনঃ গর্ভ জীবিত করিল যদুবীর ॥
এই রূপে শান্ত হৈল অস্ত্র বরিষণ ।
জলেতে নিবৃত্ত যেন হয় হুতাশন ॥
মহাভারতের কথা অমৃতের সার ।
কাশী কহে শুনিলে হইবে ভবে পার ॥

অশ্বত্থামার শিরোমণি পাইয়া দ্রৌপদীর সন্তোষ ।

মস্তক জ্বলনে দুঃখ অশ্বত্থামা পায় ।
দেখি মুনি ব্যাসদেব কহিলেন তায় ॥
যাবৎ তোমার দেহে থাকিবে জীবন ।
শিরোমণি তোমার না হবে কদাচন ॥
পৃথিবীতে নরে তৈল মাখিবার কালে ।
তব নামে তিন বার অগ্রে দিবে ফেলে ॥
সেই তৈল পাড়বেক পৃথিবী উপরে ।
তোমার মস্তকে তাহা যাবে মম বরে ॥
তাহাতে নিবৃত্ত হবে তোমার জ্বলনি ।
নিজ স্থানে যাও ভয় না করিহ দ্রৌণি ॥
তব নামে অগ্রে তৈল যে জন না দিবে ।
ব্রহ্মবধ পাতক তাহাতে পরশিবে ॥
এই রূপে অশ্বত্থামায় দিয়া মুনি বর ।
বিমনা হইয়া গেল আপনার ঘর ॥
ব্যাস নারদেরে লয়ে পাণ্ডু পুত্রগণ ।
কৃষ্ণ সহ করিলেন শিবিরে গমন ॥
পুনঃ জন্ম হৈল মনে করি ভীম বীর ।
গোবিন্দের সাহায্যে সুস্থির যুধিষ্ঠির ॥
জানিলেন হরি হৈতে তরিনু সঙ্কটে ।
সুচিত্ত রাখেন কৃষ্ণ বিঘ্ন যদি ঘটে ॥

দ্রৌণির মস্তক মণি লইয়া সত্বর।
দ্রৌপদীর নিকটে গেলেন বৃকোদর॥
অগ্রে শিরোমণি রাখি কহিল বৃত্তান্ত।
ভাগ্যে রক্ষা পাইলাম এবারে নিতান্ত॥
দ্রৌপদী বলেন মম গেল পরিতাপ।
দুঃখের কারণ মম গেল পূর্ব্ব পাপ।
মণি আনি দিয়া তুষ্ট করিলা আমারে।
মম প্রতি স্নেহ বড় জানিনু তোমারে॥
এই মণি মহারাজ করুণ ধারণ।
তবে ভীম আরো মম তুষ্ট হয় মন॥
দ্রৌপদীর অভীষ্ট জানিয়া ধর্ম্মরায়।
করিলেন সমস্তক ভূষিত তাহায়॥
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করেন নারায়ণে।
অন্তর্যামি ভগবান জানহ আপনে॥
না হইল না হইবে এমন মন্ত্রণা।
তোমার রক্ষিত আমি জানে সর্ব্বজনা॥
কার বরে দ্রোণ পুত্র রাত্রিতে আসিয়া।
একত্র সকল সৈন্য গেল বিনাশিয়া॥
পূর্ব্বে যদি এমত হইত জনার্দ্দন।
সংহার করিত দ্রৌণি যত সৈন্যগণ॥
কহ শুনি জগন্নাথ ইহার কারণ।
কি কারণে অশ্বত্থামা করিল হরণ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন রাজা জানিলে কি হয়।
কালে করে কালে হরে কাল সর্ব্বময়॥
পরাক্রমে দ্রোণ পুত্র পারে কি তোমায়।
সাধিল দুষ্কর কর্ম্ম শিবের কৃপায়॥
ভক্তি হেতু মহাদেব অর্জ্জুনের বশ।
সর্ব্ব রক্ষা করিলেন দিন অষ্টাদশ॥
ক্ষণকালে উপনীত দ্রোণের নন্দন।
পাইল শিবির দ্বারে শিব দরশন॥
ভক্তিভাবে স্তব করে দেব মহেশ্বরে।
পাইলেক বর দ্রৌণী যে ছিল অন্তরে॥
দয়ার সাগর হর না ভাবি বিবাদ।
দ্রৌণিরে আপন অসি দিলেন প্রসাদ॥
বর দিয়া শঙ্কর গেলেন নিজালয়।
মারিল সকল সৈন্য দ্রোণের তনয়॥
পরম কৃপালু হর দেবের দেবতা।
সংহার কারণে রুদ্র প্রলয় বিধাতা॥
পূর্ব্বে দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করেন মহেশ।
পুনঃ তারে তুষ্ট হয়ে দেন ব্যোমকেশ॥
ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু অগ্নি আদি দেবগণ।
শিব সেবি কার্য্য তবে করিলা সাধন॥
যাহার আজ্ঞায় জয় হয় ত্রিভুবনে।
ভক্ষণ করিলা বিষ সমুদ্র মন্থনে॥
শিব বরে দ্রৌণি সব করিল বিনাশ।
নহিলে কাহার শক্তি এ রূপ প্রকাশ॥
সৃষ্টির সংহার কর্ত্তা যেই দেবরাজ।
তাঁর আজ্ঞা বিনা নাহি হয় কার কায॥
জন্মাইয়া ত্রিজগত করেন পালন।
কাল পরিপূর্ণ হৈলে করেন নিধন॥
আদ্য দেব মহাগুরু সর্ব্বদেব গুরু।
ভক্তের অধীন সদা বাঞ্ছা কল্পতরু॥
এতেক মহত্ব তব শিব প্রসাদাৎ।
অর্জ্জুনে তোষেন দেব হইয়া কিরাত॥
যত বীর মরিলেক ভারত সমরে।
কুরুক্ষেত্রে পড়িয়া চলিল স্বর্গপুরে॥
তুমি আমি যথাকালে যাব অনায়াসে।
পূর্ব্বাপর আছে হেন শাস্ত্রেতে বিকাশে॥
এত শুনি ধর্ম্মরাজ বলেন বচন।
বুঝিয়া না বুঝে মন মায়ার কারণ॥
তোমা বিনা নাহি কেহ শুন জগদীশ।
সর্ব্ব শূন্য দেখি আমি না পাই উদ্দেশ॥
দৈব হেতু সব হয় খণ্ডিতে কে পারে।
কর্ম্মদোষে গতায়াত সদা প্রাণী করে॥
তথাপি তোমাকে কহি মনের মানসে।
জয় পরাজয় হয় স্বস্ব কর্ম্ম বশে॥
দেখহ গোবিন্দ মম অতি অমঙ্গল।
বন্ধু বান্ধবাদি গেল তনয় সকল॥
বিলাপ করুণা যত কি করি এখন।
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি বিধির লিখন॥
তোমার চরণে মতি রহে অনিবার।
জীবন যৌবন ধন মিথ্যা পরিবার॥
গোবিন্দ বলেন রাজা ত্যজ শোক মন।
রাজ ধর্ম্ম সদাচার কর অনুক্ষণ॥
যুদ্ধে মৃত্যু ক্ষত্রকুলে প্রধান এ কায।
প্রজার পালন কর পৃথিবীর মাঝ॥
জয় পরাজয় হয় না যায় এড়ান।
পূর্ব্বাপর সংসারেতে আছে এ বিধান॥
শ্রীকৃষ্ণের বচনে রাজার স্থির মন।
দ্রৌপদী করিলা চিন্তা পরে নারায়ণ॥
গোবিন্দ মায়াতে সবে সুস্থির হইলা।
অনুক্ষণ কৃষ্ণনাম জপিতে লাগিলা॥
মহাভারতের কথা কাশী বিরচিল।
ইহাতে ঐষিক পর্ব্ব সমাপ্ত হইল॥

মহাভারত

নারীপর্ব্ব ।

বৈশম্পায়ন প্রতি জন্মে-
জয়ের প্রশ্ন।

জন্মেজয় বলিলেন কহ মহাশয় ।
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ শুনি ঘুচিল সংশয় ।।
পরে কি হইল মুনি বলিবা আমারে ।
আদ্যোপান্ত যত কথা জিজ্ঞাসি তোমারে ।।
কি করিল ধৃতরাষ্ট্র রাজা পুত্রশোকে ।
শান্তনা করিল কত কোন কোন শোকে ।।
দুর্য্যোধন হেন পুত্র মরিল যাহার ।
কেমনে শোকেতে প্রাণ রহিল তাঁহার ।।
বাঁচিলেন গান্ধারী কেমনে পুত্রশোকে ।
বিবরিয়া সেই সর্ব্ব বলিবা আমাকে ।।
মৃত তনু কি প্রকারে হইবে সৎকার ।
কুরুক্ষেত্রে হইল যত ক্ষত্রিয় সংহার ।।
বলিলেন মুনি শুন সে সব কথন ।
যে কর্ম্ম করিলা শোকে কৌরব নন্দন ।।
সঞ্জয় কহিল ধৃতরাষ্ট্র নৃপবরে ।
সেই সর্ব্ব বিবরণ কহিব তোমারে ।।
শ্লোকছন্দে রচিলেন ব্যাস মুনিবরে ।
ভাষা অর্থ করি কাশী বুঝাইলা নরে ।।

শত পুত্র নাশে ধৃতরাষ্ট্রের খেদ ও
তাঁহার শান্তনা।

দীর্ঘ-ত্রিপদী ।

দুর্য্যোধন মৃত্যু কথা, সঞ্জয় কহিল তথা,
ধৃতরাষ্ট্র শুনিল প্রভাতে ।
যেন হৈল বজ্রাঘাত, আকাশের চন্দ্র পাত,
কর্ণ যেন রুদ্ধ হইল বাতে ।।
সকল পৃথিবী পতি, দুর্য্যোধন মহামতি,
বলে ইন্দ্র না হন সমান ।
হেন পুত্র যার মরে, সে কেমনে প্রাণ ধরে,
শোকেতে হইল কম্পমান ।।
পুত্র শোকে নরপতি; বিহ্বল পড়িল ক্ষিতি,
নয়নে গলয়ে জলধার ।
বায়ুভগ্ন যেন তরু, শোক হৈল অতি গুরু,
পড়িয়া ধরায় হাহাকার ।।
শত শত পুত্র আর, মরিলেক পরিবার,
সঞ্জয় কহিল নৃপতিরে ।
আহা পুত্র২ করি; পড়ি কুরু অধিকারী,
বজ্রাঘাত পড়ে যেন শিরে ।।
বিধি কৈল সর্ব্বনাশ, মনোগত ছিল যত আশ;
দূর হৈল দৈবের ঘটন ।
শত পুত্র বিনাশিল, এক জন না রহিল;
শ্রাদ্ধ শান্তি করিতে তর্পণ ।।
হাহা পুত্র দুর্য্যোধন, কোথা গেল দুঃশাসন,
শোকে মম না রহে শরীর ।
সঞ্জয় আমাকে কহ, কোথা তাত পিতামহ,
কোথা গেল দ্রোণ মহাবীর ।।
কোথা কর্ণ মহাশূর, রিপুদর্প করি চূর,
কোথা গেল শকুনি দুর্ম্মতি ।
কুমন্ত্রণা দিল মোরে, সে কারণে পুত্র মরে,
না শুনিল সুহৃদ ভারতি ।।
এত বলি কুরুপতি, বিলাপ করয়ে অতি,
দুই চক্ষু পূর্ণ জলধারে ।
যতেক দুঃসহ শূল, নাহি শোক অমঙ্গল,
এত শোক কে সহিতে পারে ।।
আর্ত্তনাদ করি বীর, ভূমেতে লোটায় শির,
হাহা পুত্র দুর্য্যোধন স্মরি ।
শূন্য হৈল রাজপাট, মাণিক্য মন্দির বাট,
কোথা গেল কুরু অধিকারী ।।
বৃদ্ধকালে পুত্রশোক, পড়িল অমাত্য লোক,
মরিল সুহৃদ বন্ধুজন ।
কর পুটে ভিক্ষা কার, হৈ গিয়া দেশান্তরে,
পৃথিবী করিল পর্য্যটন ।।
আমার ললাট তটে, এ লিখন ছিল বটে,
কুরুকুল হবে ছারখার ।
সকল পৃথিবী শাসি, ভুঞ্জিয়া বিভব রাশি,
পরিচর্য্যা করিব কাহার ।।
হইনাম অতি দীন, যেন পক্ষী পক্ষহীন,
জরাতে হারাই রাজ্যসুখ ।
নয়ন বিহীন তনু; যেন তেজ হীন ভানু,
কেমনে সহিব এত দুঃখ ।।

আমাকে যে হিত কাম, প্রবোধ দিলেন রাম,
তাহা আমি না ধরিয়া মনে।
ভূপতি সভাতে আসি, কহিল নারদঋষি,
তাঁর বাক্য নাহি শুনি কাণে॥
ভীষ্মদেব কুরু গুরু; মহামন্ত্র কল্পতরু,
হিত কথা কহিল বিস্তার।
না শুনি তাঁহার বোল, বিপদে দিলাম কোল,
হাতে হাতে ফল পাই তার॥
দুর্য্যোধন বধ ধ্বনি, দুঃশাসন মৃত্যু বাণী,
কর্ণ বধ কর্ণে নাহি সয়।
হৈল দ্রোণ বিনাশন, দগ্ধ হয় মম মন,
মম বাক্য শুনহ সঞ্জয়॥
পুর্ব্বে করিয়াছি পাপ, সেকারণে পাই তাপ,
বিচারিয়া বল তুমি মোরে।
আপনার কর্ম্মভোগ, সুত বন্ধু বিধি যোগ,
কর্ম্ম বন্ধে ভোগ সব করে॥
শুনহ সঞ্জয় তুমি; ইহা নাহি জানি আমি,
কখন ভীষ্মের পরাজয়।
সেজনে অর্জ্জুন মারে, একথা কহিব কারে,
মনে বড় জন্মিল বিস্ময়॥
যার সনে ভৃগুরাম, করি রণ অবিশ্রাম;
প্রশংসা করিয়া গেল ঘরে।
তাহার হইল নাশ, শুনি মনে পাই ত্রাস;
হে সঞ্জয় কি কহিলা মোরে॥
দ্রোণ মহাবলবান, পৃথিবী না ধরে টান,
তাহাকে মারিল ধনঞ্জয়।
এবড় আশ্চর্য্য কথা, কাটিল কর্ণের মাথা,
অর্জ্জুন করিল কুলক্ষয়॥
আমা হেন দুঃখিজন, নাহি রহে ত্রিভুবন,
আমার মরণ সমুচিত।
শীঘ্র মোরে নিয়া রণে, দেখাও পাণ্ডবগণে,
আমি সবে মারিব নিশ্চিত॥
ধনুকে যুড়িয়া বাণ; বধিব ভীমের প্রাণ,
পুত্রশোক সহিতে না পারি।
অর্জ্জুনের কাটি মাথা, ঘুচাইব মনব্যথা,
ধর্ম্মে দিব হস্তিনানগরী॥
রাজার বচন শুনি, সঞ্জয় মনেতে গণি,
যোড়হাতে করে নিবেদন।
শুন শুন মহারাজ, সকল বিধির কায,
বুঝিয়া না বুঝ কি কারণ॥
বেদশাস্ত্র মহাজ্ঞান, আগমেতে অবধান,
আর যত পুরাণ আছয়।
সমস্তই জ্ঞাত তুমি, কি নীতি বুঝাব আমি,
বিচারিয়া আপন হৃদয়॥
তোমার সমান গুণী; পৃথিবীতে নাহি শুনি,
সংসারেতে তোমার ব্যাখ্যান।
বৃদ্ধ হৈতে বৃদ্ধতম, নাহি কেহ তোমা সম,
শোকে কেন হও হতজ্ঞান॥
নরপতি পুণ্যধাম, সঞ্জয় তাহার নাম,
পুত্রশোকে ছিলেন পীড়িত।
নারদের উপদেশ, পাইলেন সবিশেষ;
তাহে তাঁরে হইল সুনিতি॥
আপনি সে সব কথা, অবশ্য আছয়ে জ্ঞাতা,
তবে কেন শোকে তব মতি।
জীবন মরণ যোগ; সুখ দুঃখ ভোগাভোগ,
কর্ম্মফলে সকল সঙ্গতি॥
সহজে দুর্ম্মতি জন, রাজা হয়ে দুর্য্যোধন,
সাধুজন বচন না শুনে।
দুঃশাসন মহাবীর, শকুনি পাপেতে ধীর;
বুদ্ধি দিল কৌরব নন্দনে॥
বলিলেক কর্ণ যত, তাহে মাত্র অভিরত,
কার বোল না শুনিল কাণে।
ভীষ্মদেব বুঝাইল, কর্ণে তাহা না শুনিল,
গান্ধারির বাক্য নাহি শুনে॥
গুরু জন বলে যত, উপহাস করে তত,
এ জন বাঁচিবে কোন গুণে॥
দ্রোণ কৃপ বিধিমতে, বুঝাইল বিদুরেতে
ভৃগুরাম বাক্য নাহি শুনে॥
পাণ্ডবে মাগিল গ্রাম, আইলেন ঘনশ্যাম,
বুঝাইতে নীতি নারায়ণ।
অসম্মত দুর্য্যোধন, কেবল মাগয়ে রণ,
কেন নাহি ত্যজিবে পরাণ॥
না শুনে ব্যাসের বাণী, অহঙ্কার মনে মানি,
ধর্ম্মপথ পরিহরি দূরে।
আপনি মধ্যস্থ ছিল, কত তারে বুঝাইল,
দৈবে যাবে শমনের পুরে।
পাশা খেলাইয়া যবে, শকুনি কহিল তবে,
সর্ব্বধন হারিল পাণ্ডব।
কিংজিত কিংজিত বলি, হয়েছিল কুতূহলী;
কেন তাহা না ভাব কৌরব॥
করিলা ক্ষিতির ক্ষয়; শত্রুপক্ষে দিলা জয়,
পুত্রগণ মরিল অকালে।
তুমি কেন শোক কর, আমার বচন ধর;
কি কারণে লোটাও ভূতলে॥

জানিয়া করিলে পাপ, শেষে কর মনস্তাপ,
অনুশোচ না কর তাহাতে ।
আপনার কর্ম্ম যত, ফল হয় অনুগত,
বিজ্ঞ জন মুগ্ধ নহে তাতে ।।
জলন্ত অনল কেন, বসনে বান্ধিয়া আন
অগ্নিতে যে দহিবে শরীর ।
এ সব আপন দোষে, কহি রাজা তব পাশে,
তাহে দোষ না দিব বিধির ॥
পুত্র তব মহাবলী; সুহৃদ বচন ঠেলি,
রাজ্য লোভে করিল দুর্জ্জয় ।
পূর্ব্বাপর না ভাবিল; অগ্নিতে পতঙ্গ হৈল,
তাহাতে হইল বংশ ক্ষয় ।।
সঞ্জয়ের বাক্য শুনি, স্তব্ধ হৈল নৃপমণি,
ছাড়িলেন অতি দীর্ঘ শ্বাস ।
বিদুর পণ্ডিত গুরু, উপদেশ কল্পতরু,
নৃপতিরে করিলা আশ্বাস ।
উঠ উঠ মহারাজ, সকলি বিধির কায
সবার মরণ মাত্র গতি ।
যে দিন নিয়ত যার, সেই দিনে মৃত্যু তার,
তাহা নাহি ঘুচে মহামতি ।।
মহা মহা বীর মরে, নিত্য যার ঘরে ঘরে,
মৃত্যুবশ-সকল সংসার ।
সকল সংহারে কাল; নাহি তার কালাকাল,
অনুশোচ করহ অন্তর ॥
পূর্ব্ব কথা মনে কর, শুন বলি নরবর,
শকুনি খেলিল যবে পাশা ।
সেই অনর্থের মূল, বিনাশিল কুরুকুল,
হাসি তুমি করিলা জিজ্ঞাসা ।
পাসরিলে; সেই বাণী, শুন অন্ধ নরমণি,
সে কথা কি নাহি তব মনে ।।
এখন ভাবিয়া শোক, নিন্দিলেক সর্ব্বলোক,
এই দশা হইল এখনে ।।
ক্ষত্রিয় নিধন করি, সন্মুখ সংগ্রামে মরি,
সবে গেল ঈশ্বর ভবনে ।
এখন ত্যজহ শোক, হাসাওনা শত্রুলোক
দুঃখ ভাব কিসের কারণে ।।
যেমন কদলী তরু, প্রশস্ত দেখিয়া গুরু,
ভিতরেতে কিছু নাহি সার ।
নব নব স্তম্ভ ধর, দেখি অতি মনোহর,
জন্ম জন্ম শরীরে সঞ্চার ।
জীর্ণ বস্ত্র পরিহরে, যেন নব বস্ত্র পরে,
তেমতি শরীর পরিবর্ত্ত ।

কেহ মোরে গর্ব্ভবাসে, কেহ মরে দশমাসে,
ক্ষিতিস্পর্শ হইয়া নিবর্ত্ত ॥
কেহ মরে বাল্যকালে, সকলি কর্ম্মের ফলে,
কেহ কারে মারিতে না পারে ।
আমার বচন শুনি, শান্ত হও নরমণি,
শোক আর না ধর অন্তরে ।।
বিদুরের বাক্য শুনি; স্তব্ধ তবে নৃপমণি,
বিস্তু শোকে দহিছে শরীর ।
না ভাবেন বাক্য হিত, না ধরেন বিজ্ঞনীত,
ধৈর্য্যকে না ধরিলেন ধীর ॥
তবে আসি ব্যাস মুনি, বিদুর সঞ্জয় গুণী,
আর যত সুহৃদ সকলে ।
শীতল সলিল দিয়া, তাল জটা বুলাইয়া
চেতন করান মহীপালে ॥
সম্বিত পাইয়া পুনঃ, শোক করি চতুর্গুণ,
ধিক ধিক নর জাতিগণ ।
পাই এত দুঃখ সব, পুত্রশোকে পরাভব;
ছার তনু নাহি যায় কেন ।।
শত পুত্র বিনাশিল; এক জন না রহিল,
শ্রাদ্ধ শান্তি করিতে তর্পণ ।
অনিত্য এ সব দেহ; চিরজীবি নহে কেহ,
প্রাণ রাখি কিসের কারণ।।
ধৃতরাষ্ট্র নরপতি; বিলাপ করয়ে অতি,
পুত্রশোক সহিতে অসাধ্য ।
ভাবয়ে বান্ধব শোক, ভাবিয়া পরলোক
নির্ণয় করিবে কার সাধ্য ॥
আহা পুত্র দুর্য্যোধন, কোথা গেল দুঃশাসন,
দুর্ম্মুখ প্রভৃতি শত পুত্র ।
ধরিতে না পারি মন, দও মোরে বন্ধুগণ,
শোকেতে দহিছে মোর গাত্র ।।
শকুনি গান্ধার সুত, মোরে দুঃখ দিল এত,
বংশ না রহিল পৃথিবীতে ।
কাহার আশ্রয়ে রব, আমি কোন দেশে যাব
যুক্তি নহে জীবন রাখিতে ॥
ভারতের পুণ্যকথা, শুনিলে ঘুচয়ে ব্যথা,
কলির কলুষ হয় নাশ ।
গোবিন্দ চরণে মন, সমর্পিয়া অনুক্ষণ,
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি ব্যাসের
হিতোপদেশ ।

নরপতি বিষাদ করেন পুত্রশোকে ।
রাজারে লইয়া কান্দে যত পুরলোক ॥

তবে ব্যাস কহিলেন শুন নরবর।
মৃত জীব হেতু শোক তুমি কেন কর॥
আর শোক না করিবে শুনহ রাজন।
মন দিয়া শুন দুর্য্যোধনের কথন॥
এক দিন যাই আমি ব্রহ্মার সভায়।
নারদাদি মুনিগণ আছয়ে তথায়॥
হেনকালে পৃথিবী করিল নিবেদন।
পরিত্রাণ আমাকে করহ পদ্মাসন॥
করিলেন হরি যত দানব সংহার।
ক্ষত্রকুলে তাহারা জন্মিল পুনর্ব্বার॥
পৃথিবীর বাক্য শুনি দেব প্রজাপতি।
আশ্বাস করিয়া তাঁরে কহিল ভারতী॥
ধৃতরাষ্ট্র তনয় ভূপতি দুর্য্যোধন।
কুরুবংশে জন্মিবেক বড়ই দুর্জ্জন॥
সে তোমার খণ্ডাইবে ভার গুরুতর।
শুন বসুমতি তুমি আমার উত্তর॥
শুনিয়া কশ্যপ স্তব অনেক করিলা।
যোড় হাত করি পুনঃ বলিতে লাগিলা॥
বল প্রভু কি প্রকারে ঘুচিবেক ভার।
কহ পিতামহ তাহা করিয়া বিস্তার॥
কহিলেন ব্রহ্মা কুরু পাণ্ডু দুই জন।
চন্দ্রবংশে উৎপন্ন হইবে বিচক্ষণ॥
পাণ্ডুর তনয় পঞ্চজন তুল্য দেব।
ধর্ম্ম ভীম অর্জ্জুন নকুল সহদেব॥
ধৃতরাষ্ট্র ভূপতির হইবে নন্দন।
দুর্য্যোধন দুঃশাসন আদি যত জন॥
রাজ্য হেতু বিবাদ হইবে দুইজনে।
পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির ভূপতির সনে।
আপনি সহায় কৃষ্ণ হবেন তাহার।
কুরুক্ষেত্রে হইবেক ঘোর মহামার॥
কুরুক্ষেত্রে ক্ষত্র যত সংহার হইবে।
শুন বসুমতি তব ভার না রহিবে॥
যাও যাও বসুমতি আপন র স্থান।
দুর্য্যোধন হেতু তব হবে পরিত্রাণ॥
এত বলি পৃথিবীকে করিল বিদায়।
শুনিলাম এ সকল কথন তথায়॥
সেই দুর্য্যোধন হৈল তোমার তনয়।
কলি প্রবেশিল অংশে শুন মহাশয়॥
মহামহীপাল হৈল মহাক্রোধবলী।
গান্ধারী উদরে জন্ম সাক্ষাৎ সে কলী॥
সবে হইল দুর্নিবার শত সহোদর।
কর্ণ হৈল সখা আর শকুনি বর্ব্বর॥

ক্ষত্রিয় বিনাশ হেতু অনর্থ অঙ্কুর।
শুন মহারাজ সব শোক কর দূর॥
কৌরব পাণ্ডবে হৈল ঘোরতর রণ।
কুরুক্ষেত্রে সর্ব্বজন হইল নিধন॥
এই পূর্ব্ব কথা আমি জানাই তোমারে।
এত বলি ব্যাসদেব বুঝাইল তারে॥
হেনকালে সঞ্জয় করিয়া যোড় হাত।
কহিলেন নিবেদন করি নরনাথ॥
নানা দেশ হইতে অনেক নরপতি।
অভ্যর্থিয়া আসিলেক তোমার সম্প্রতি॥
সব ক্ষয় কুরুক্ষেত্রে হইল নিধন।
তাহাদের প্রেতকর্ম্ম করহ রাজন॥
সঞ্জয়ের বাক্যে রাজা নিশ্বসি পড়িলা।
মৃত প্রায় হৈয়া রাজা ধরণী পড়িলা॥
বিস্তর প্রবোধ তারে করি আরবার।
রথ সজ্জ হৈল কুরুক্ষেত্রে যাইবার॥
ধৃতরাষ্ট্র আপনি কহিল বিদুরেরে।
স্ত্রীগণে আনহ শীঘ্র গিয়া অন্তঃপুরে॥
এত বলি ধৃতরাষ্ট্র রথেতে উঠিল।
স্ত্রীগণে আনিতে তবে বিদুর চলিল॥
বিদুর বলিল শুন গান্ধার নন্দিনী।
কুরুক্ষেত্রে করিলেন যাত্রা নৃপমণি॥
ভীষ্ম দ্রোণাচার্য্য আর কর্ণ মহাজন।
একাদশ অক্ষৌহিণী ত্যজিল জীবন॥
শত ভাই দুর্য্যোধন ত্যজিল পরাণ।
প্রেত কর্ম্ম হেতু রাজা করিল প্রস্থান॥
রাজার আদেশে আসি তোমাদের নিতে।
কুরুক্ষেত্রে কুলবধুগণ সমন্বিতে॥
পুত্রশোক শুনি মুনি হইল বিমনা।
অন্তঃপুরে কান্দি উঠিছিল যত জনা॥
অন্তঃপুরে উঠিল ক্রন্দন কোলাহল॥
হার ছিঁড়ে বস্ত্র ছিঁড়ে লোটায় ভূতল॥
কপালে কঙ্কণাঘাত শুনি গণ্ডগোল।
প্রলয়ের কালে যেন জলের কল্লোল॥
বিদুর বলেন ইহা শোভা নাহি পায়।
কুরুক্ষেত্রে চল সবে রাজার আজ্ঞায়॥
বিদুরের বাক্য শুনি গান্ধারী তখন।
বধুগণ সঙ্গে করি রথ আরোহণ॥
ঘরে ঘরে মহাশব্দে উঠিল ক্রন্দন।
বাল বৃদ্ধ তরুণ কান্দয়ে সর্ব্বজন॥
দেবগণ না দেখেন যে সব সুন্দরী।
রণস্থলে যায় তারা এক বস্ত্র পরি॥

সাধারণ জন সবে দেখিয়া অবাক।
এড়াইতে নারে কেহ দৈবের বিপাক॥
সমান সমান দিন নাহি যায় কার।
দেখিয়া শুনিয়া লোক না করে বিচার॥
হ্রাস বৃদ্ধি কৌতুক সৃজিল নারায়ণ।
দেখিয়া না মানে তাহা যত মূঢ়জন॥
এক বস্ত্র-পরিল রাজার পাটেশ্বরী।
পুত্রগণ শোকে মুক্ত হইল কবরী॥
শত শত দাসীগণ যার সেবা করে।
সে জন পড়িয়া কান্দে ভূমের উপরে॥
গলাগলি করি কান্দে যতেক সতিনী।
আহা মরি কোথা গেল কুরু নৃপমণি॥
ধৃতরাষ্ট্র সম্মুখে কান্দয়ে সর্ব্বজন।
শোকেতে কাতর হয়ে ফেলে আভরণ॥
কেহ দুগ্ধপোষ্য শিশু ফেলাইল দূরে।
হা নাথ বলিয়া কেহ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
মুক্তকেশে কান্দে কেহ শ্বশুরের আগে।
যোড় হাত করি কেহ স্বামী দান মাগে॥
কেহ বলে রাজা দেও পাণ্ডুর নন্দনে।
কেহ বলে শ্রীকৃষ্ণ তোমার বিদ্যমানে॥
কেহ বলে মিথ্যা কথা কোথায় সংগ্রাম।
কৌরবে পাণ্ডবে প্রীতি হৈল পরিণাম॥
মিথ্যা কথা কে কহিল রাজার গোচর।
কুশলে আছেন কুরু সংগ্রাম ভিতর॥
এত বলি নারীগণে করয়ে করুণা।
তা শুনি রাজার মনে লাগিল বেদনা॥
চারিভিতে বেড়িয়া কান্দয়ে যত নারী।
নগর বাহিরে যান কুরু অধিকারী॥
গান্ধারী চাপিল রথে শত বধূ সঙ্গ।
শোকাকুল সবাকার বস্ত্র নাহি অঙ্গ॥
বিচার না ছিল আর শোকেতে বিমনা।
হত পতি নারীগণ হইল উন্মনা॥
পরিল বসন কেহ করিয়া যতন।
অঙ্গেতে তুলিয়া দিল যত আভরণ॥
চরণে নূপুর পরে দোসর মুকুতা।
সিন্দুর পরিল কেহ করি পূর্ণ সিঁতা।
চন্দনের বিন্দু তার চারিদিকে দিল।
সুন্দর অলকা তাহে বেষ্টিত করিল॥
তাম্বুল ভক্ষণ করে নানা গীত গায়।
চরণে নূপুর কেহ নাচিয়া বেড়ায়॥
কেহ অসিচর্ম্ম করে বীর বেশ ধরি।
ধায়ে যায় কুরুক্ষেত্রে পতি অনুসারি॥

মুক্তকেশ আঞ্চলাখা হয়ে কত জনা।
কেহ পথে পড়ে কেহ শোকে অচেতনা।
চলিল অনেক নারী পতি পুত্র শোকে।
প্রবোধ করিতে তারে নারে কোন লোকে॥
হইল হস্তিনা শূন্য কেহ না রহিল।
রাজার সঙ্গেতে রাজ বধূগণ গেল॥
প্রথম বয়স্ক কেহ দেখিতে উপমা।
মুক্তকেশী হয়ে যেন সোণার প্রতিমা॥
হেনমতে কুরুক্ষেত্র যান নরপতি।
সঙ্গে ত না ছিল রথ সৈন্য ঘোড়া রথী॥
যুবতী সমূহ সঙ্গে চলিল রাজন।
শূন্য হৈতে কৌতুক দেখিল দেবগণ॥
শোকাকুল হয়ে পথে যান নরপতি।
হেনকালে অশ্বত্থামা কৃপ মহামতি॥
কৃতবর্ম্মা সহ পথে হৈল দরশন।
নিরখিয়া রাজাকে আইল তিন জন॥
পরিচয় ভূপতিকে দিল আপনার।
ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন কহ সমাচার॥
কৃতাঞ্জলি হইলেন সেই তিন জন।
অবধানে শুন রাজা সর্ব্ব বিবরণ।
মুখে না আইসে বাক্য কহিতে ডরাই।
কহিবার যোগ্য নহে শুনে দুঃখ পাই॥
কেমনে সে সব কথা কহিব তোমারে।
বিধাতা দিলেন দুঃখ বিবিধ প্রকারে॥
শুন কহি মহারাজ সর্ব্ব সমাচার।
কুরুক্ষেত্রে হৈল যত ক্ষত্রিয় সংহার॥
একাদশ অক্ষৌহিণী সকল মরিল।
অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা কৃপ এড়াইল॥
দৈবেতে না হৈল তিন জনার মরণ।
শত ভাই সহিতে মরিল দুর্য্যোধন॥
করিল দুষ্কর কর্ম্ম ভীম দুরাচার।
একেলা মারিল তব শতেক কুমার॥
শুনহ গান্ধারী দেবী করি নিবেদন।
করিলেন ভীম কুরু বংশের নিধন॥
যত কর্ম্ম করিলেক দুঃশাসন বীর।
যত কর্ম্ম করিলেক দুর্য্যোধন ধীর॥
শত পুত্র তোমার করিল যত কর্ম্ম।
যে মত আছিল যত ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম॥
পরাক্রম করিয়া পড়িল ঘোর রণে।
সুরপুরী গেল সবে চাপিয়া বিমানে।
শোক পরিহর দেবী না কর বিলাপ।
দুর্য্যোধন প্রাণপণে করিল প্রতাপ।

অন্যায় করিয়া ভীম ভাঙ্গিলেক উরু।
সেই ক্রোধে করিলাম মোরা কর্ম্ম গুরু॥
সবাকারে পঞ্চালেরে করিয়া সংহার।
বধিলাম দ্রৌপদীর পঞ্চটি কুমার॥
পাণ্ডবের রণে অবশেষে সাত জন।
শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন॥
শুনহ সকল কথা না করিবা ভয়।
অবিলম্বে কুরুক্ষেত্রে চল মহাশয়॥
আজ্ঞা দেও আমরা আপন স্থানে যাই।
কুরুক্ষেত্রে আছয়ে পাণ্ডব পঞ্চ ভাই॥
এত বলি রাজার লইয়া অনুমতি।
প্রদক্ষিণ করিয়া চলিল শীঘ্রগতি॥
হস্তিনাপুরেতে গেল কৃপ মহাশয়।
কৃতবর্ম্মা চলিলেন আপন আলয়॥
ব্যাসের আশ্রয়ে গেল দ্রোণের নন্দন।
কুরুক্ষেত্রে গেল যেথা অন্ধক রাজন॥
ধৃতরাষ্ট্র আইল শুনিয়া পঞ্চ ভাই।
শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুক্তি করেন সবাই॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন যদুনাথ।
কুরুক্ষেত্রে আইলেন দেখ জ্যেষ্ঠতাত॥
কিমতে তাঁহাকে আমি মুখ দেখাইব।
জিজ্ঞাসিলে সমাচার কি কথা কহিব॥
গান্ধারীর ক্রোধে আজি না হবে নিস্তার।
কি উপায় করি কৃষ্ণ বল এইবার॥
শত পুত্র মরিয়াছে ভীমের প্রহারে।
এ শোক কেমনে সবে মায়ের অন্তরে॥
অব্যর্থ সতীর বাক্য শুন নারায়ণ।
আজি প্রাণ হারাইবে ভাই পঞ্চ জন॥
বৃথা যুদ্ধ করিলাম বৃথা পরাক্রম।
বৃথা গুরু হত্যা আর জ্ঞাতির বিনাশ॥
বধিলাম বৃথা পুত্র সুহৃদ বান্ধব।
বৃথা যুদ্ধ করি মোরা কি জন্য মাধব॥
আজি গান্ধারীর ক্রোধে না পাব নিস্তার।
অপাণ্ডবা হইবেক সকল সংসার॥
শুন কৃষ্ণ তব অগ্রে করি নিবেদন।
প্রাণ লয়ে পলাউক ভাই চারিজন॥
ভীমার্জ্জুন সহদেব নকুল কুমার।
পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করুক এবার॥
আমি যাব ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী গোচরে।
শাপ দিয়া ভস্মরাশি করুক আমারে॥
আমার জীবনে কৃষ্ণ নাহি প্রয়োজন।
লোকের সাক্ষাতে না দেখাব এ বদন॥

যুধিষ্ঠির বচন শুনিয়া চক্রপাণি।
বলিলেন তাঁর প্রতি সুধাময় বাণী॥
শুন রাজা তুমি দুঃখ কর কি কারণে।
রাখিতে মারিতে কেহ নাহি আমা বিনে।
সবাকার আত্মা আমি পুরুষ প্রধান।
আমা বিনা রাখিতে মারিতে নারে প্রাণ॥
সবে মিলি চল যাই ভূপতির স্থানে।
দূর কর ভয় তুমি আমার বচনে॥
গান্ধারী না দিবে শাপ আমি ইহা জানি।
হরষিত চিত্তে তুমি চল নৃপমণি॥
কৃষ্ণের বচন শুনি রাজা যুধিষ্ঠির।
হাসিয়া বলেন পরে শুন যদুবীর॥
তোমার আজ্ঞাতে তবে সবে চলি যাব।
লঘুগতি চল তবে সবে দেখা পাব॥
অনুমতি দিল কৃষ্ণ রাজার বচনে।
হরষিতে চলিলেন অন্ধ সম্ভাষণে॥
পঞ্চ ভাই কুরুক্ষেত্রে যান দ্রুতগতি।
রাজার চরণে সবে করিল প্রণতি॥
আমি যুধিষ্ঠির বলি পরিচয় দিতে।
রথ হৈতে ধৃতরাষ্ট্র নামিল ভূমিতে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক লৌহ ভীম চূর্ণ করণ।

সঞ্জয় রাজারে ধরি বসান আসনে।
বসিলেন পঞ্চভাই রাজা বিদ্যমানে॥
সাত্যকি সহিত কৃষ্ণ বসিলা আপনি।
হেনকালে বলিলেন অন্ধ নৃপমণি॥
কোথা ভীম আয় তোরে দিব আলিঙ্গন।
তুই মম ঘুচাইলি পিণ্ড প্রয়োজন॥
উরু ভাঙ্গি মারিলি ভূপতি দুর্য্যোধনে।
একে২ সংহারিলি শতেক নন্দনে॥
আয় আলিঙ্গন দিয়া করিব প্রসাদ।
শুনিয়া হইল মনে হরিষে বিষাদ॥
এতেক বলিয়া রাজা বাড়াইল হাত।
ভূপতির অভিপ্রায় জানি রমানাথ॥
আছিল লোহার ভীম দিলেন গোচরে।
ধৃতরাষ্ট্র নৃপতির আনন্দ অন্তরে॥
পাইয়া লোহার ভীমে চাপিলা ঠকালেতে
অযুত হস্তীর বল রাজার দেহেতে॥

ভাঙ্গিল লোহার ভীম মহাশব্দ শুনি।
চূর্ণ হয়ে পৃথিবীতে পড়িল অমনি॥
শোকেতে নিশ্বাস ছাড়ি পাইলেন সুখ।
পড়িল ভূমেতে রাজা মনে পায়ে দুঃখ॥
কপটে কান্দেন রাজা হৃদয়ে উল্লাস।
মনেতে জানিল ভীম হইল বিনাশ॥
পুত্রশোকে নরপতি না শুনেন কর্ণে।
ভীম মরিলেক বলি চর্বিত মনে॥
নৃপতির অভিলাষ বুঝি নারায়ণ।
হাসিয়া বলেন সুধা মধুর বচন॥
শুন অন্ধ নরপতি না কান্দহ আর।
কুশলে আছেন ভীম পাণ্ডুর কুমার॥
তোমার জন্মিবে ক্রোধ ইহা অনুমানি।
গঠিত লোহার ভীম দিল নৃপমণি॥
বিষাদ না কর রাজা শান্ত হও মনে।
ভীমেরে মারিলে নহি পাবে দুর্য্যোধনে॥
আর কেন অপযশ রখিবা ঘুষিতে।
শুদ্ধ চিত্ত হও রাজা জানাই তোমাতে॥
আপনি বলিলা পূর্ব্বে শুনহ রাজন।
আপন তনয় যেন পাণ্ডুর নন্দন॥
তবে কেন হেন কর্ম্ম করিলা এখন।
বুঝিলাম খল কভু নহে শুদ্ধ মন॥
কোন অংশে পাণ্ডবের নাহি অপরাধ।
আপনি করিলে তুমি নিজ অপবাদ॥
ভীমে বিষ খাওয়াইল রাজা দুর্য্যোধন।
জতুগৃহে রাখিলেক পাণ্ডুর নন্দন॥
তবে শকুনিরে আজ্ঞা দিল নরপতি।
পাশা খেলাইল যুধিষ্ঠিরের সংহতি॥
প্রতিজ্ঞায় সর্ব্ব ধন হারিল রাজন।
দ্রৌপদীর চুলেতে ধরিল দুঃশাসন॥
করিলেক আপনি অনীতি দুর্য্যোধন।
জয়দ্রথ দিয়া করে দ্রৌপদী হরণ॥
তথাপিও পাণ্ডবের ক্রোধ না জন্মিল।
দুর্য্যোধন দুর্ব্বাসারে তবে পাঠাইল॥
আপনি সকল জান তুমি মহাশয়।
কিছু দোষ নাহি করে পাণ্ডুর তনয়॥
অন্যায় করিল যুদ্ধ তোমার নন্দন।
অভিমন্যু মারিল বেড়িয়া সপ্ত জন॥
পশ্চাতে পাণ্ডব পরাক্রম প্রকাশিল।
প্রতিজ্ঞা করণে সর্ব্ব কৌরবে মারিল॥
বেদ শাস্ত্র জান তুমি আগম পুরাণ।
সজ্ঞানি না দেখি কেহ তোমার সমান॥

আপনি সমস্ত জান পাণ্ডবে কি দোষ।
তবে কি লাগিয়া কর এ সব আক্রোশ॥
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর বহুেক বুঝাইল।
দুষ্টমতি দুর্য্যোধন বাক্য না শুনিল॥
অধিক সকল গুণে হয় পঞ্চ ভাই।
আপনি সকল জান কি হেতু বুঝাই॥
জানিয়া না জান তুমি আছিলা উদার।
কি কারণে নাহি বুঝি উচিত বিচার॥
কেবল পুত্রের চাহি কর অপকর্ম্ম।
ভীমেরে মারিয়া কেন বিনাশিবে ধর্ম্ম॥
কি দোষ করিল ভীম বলনা রাজন।
না বুঝিয়া কেন কর হেন আচরণ॥
কদাচিৎ পাণ্ডবেরে ক্রোধ না করিবা।
অধর্ম্ম না হবে মম বচন ধরিবা॥
পাণ্ডবে শাপিলে তুমি পুত্র না পাইবা।
তবে কি লাগিয়া রাজা অধর্ম্মে যাইবা।
শুন দেবী গান্ধারী স্মরহ পুর্ব্ব কথা।
সতির বচন কভু না হয় অন্যথা।
যত্রাকালে তোমাকে জিজ্ঞাসে দুর্য্যোধন।
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেতে জিনিবে কোন জন॥
পাণ্ডবের সঙ্গে যাই যুদ্ধ করিবারে।
জয় পরাজয় কার বলনা অমারে॥
তবে তুমি সত্য কথা কহিলা তখন।
যথা ধর্ম্ম তথা জয় শুন দুর্য্যোধন॥
তোমার বচন যদি অন্যথা হইবে।
তবে কেন চন্দ্র সূর্য্য আকাশে রহিবে॥
সে সব বচন সত্য মম মনে লয়।
অতএব যুদ্ধ জিনে পাণ্ডুর তনয়॥
ত্যজহ সকল ক্রোধ আমার বচনে।
পুত্রস্নেহ কর পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দনে॥
এত যদি বাসুদেব কহিলেন বাণী।
যোড় হাতে বলিলেন অন্ধরাজরাণী॥
যত কিছু মহাশয় বলিলা বচন।
বেদের সমান ইহা করিনু গ্রহণ॥
কিন্তু হৃদয়ের তাপ সহিতে না পারি।
একশত পুত্র মোর গেল যম পুরি॥
এক পুত্রশোক লোক পাশরিতে নারে।
অতএব আছে দুঃখ পাণ্ডুর কুমারে॥
ত্যজিলাম সব ক্রোধ তোমার বচনে।
পুত্র স্নেহ হইল সে পাণ্ডুর নন্দনে॥
এত যদি বলিলেন গান্ধার কুমারী।
পুনঃ বুঝাইল তারে আপনি শ্রীহরি॥

পাণ্ডু সেবা যেমন করিল যুধিষ্ঠির।
কুরুবরে তেমতি সেবিবে মহাবীর॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশী কহে পান কর খণ্ডিবেক ক্ষুধা॥

গান্ধারীর নিকটে পাণ্ডবদের গমন ও উক্তি প্রত্যুক্তি।

বসিলেন পঞ্চ ভাই গোবিন্দ লইয়া।
গান্ধারী বলিলা পুনঃ সদয় হইয়া॥
মনোযোগ কর ভীম আমার বচনে।
মারিয়াছ অন্যায় করিয়া দুর্য্যোধনে॥
নাভির অধোতে নাহি গদার প্রহার।
তবে কেন করিলে এমন অবিচার॥
ভয়ে কাঁপে ভীমসেন শুনিয়া বচন।
অগ্র হয়ে যোড় হস্তে কহিল তখন॥
পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা ছিল শুন মাতা কহি।
এ কারণে করিয়াছি ধর্ম্মচ্যুত নহি॥
যুদ্ধে তারে জিনিতে না পারি মোরা সবে।
অন্যায় করিয়া যুদ্ধ মারিয়াছি তবে॥
দেশ ধন যত মম নিল দুর্য্যোধন।
কদাচিত না রাখিল সুহৃদ বচন॥
পঞ্চ গ্রাম মাগিলাম আমি দুর্য্যোধনে।
জান মাতা সেই কথা শুনিয়াছ কর্ণে॥
আপনি মধ্যস্থ হয়ে আসি নারায়ণ।
দুর্য্যোধনে বুঝাইল করিয়া যতন॥
না শুনিল কৃষ্ণবাক্য তনয় তোমার।
যুদ্ধ বিনা নাহি দিব বলিল আমার॥
কৃষ্ণকে বান্ধিতে চাহে তোমার নন্দন।
বল দেখি এমন করয়ে কোন জন॥
বুঝাইল যত ভীষ্ম দ্রোণ মহামতি।
না শুনিল দুর্য্যোধন কাহার ভারতী॥
নিজে বুঝাইলা তুমি কত দুর্য্যোধনে।
পাসরিলা সে সকল না পড়ে কি মনে॥
কৃষ্ণমুখে সে সকল শুনিয়াছি আমি।
পঞ্চ গ্রাম নাহি দিল দুষ্ট মন্দকামী॥
আমরা প্রতিজ্ঞা তবে করিলাম রণে।
করিয়া অজ্ঞাত বাস বিরাট ভবনে।
দ্বাদশ বৎসর বনে পায়ে নানা দুঃখ।
সে কথা কহিতে মাতা ম্লান হয় মুখ॥
অপরাধ করিয়াছে অনেক প্রকারে।
এ কারণে মারিলাম সমরে তাহারে॥

তোমার চরণে মাতা কহিব কতেক।
দুর্য্যোধন দুষ্ট কর্ম্ম করিল যতেক॥
যখন ছিলাম মোরা কাম্যক কাননে।
জয়দ্রথ পাঠাইল দ্রৌপদী হরণে॥
অনন্তরে দুর্ব্বাসাকে পাঠাইয়া দিল।
গোবিন্দ প্রসাদে ব্রহ্মশাপে রক্ষা হৈল॥
তুমি থাক অন্তঃপুরে নাহি জান মাতা।
দুর্য্যোধন করিয়াছে অনেক দুষ্টতা॥
অনেক হিংসিতে লজ্জা পাইলাম আমি।
লোক মুখে সে সকল শুনয়াছ তুমি।
দুর্য্যোধন না মারিলে রাজ্য নাহি পাই।
তারে না মারিলে আমি সকল হারাই॥
শুনি মাতা দুঃখ লাজে নাহি করে মন।
সুখ্যর লাগিয়া লোক করে পর্য্যটন॥
এই তত্ত্ব বলিলাম তোমার গোচরে।
যে যেমন বুঝে ইহা আপন অন্তরে॥
এ কারণে ধর্ম্মাধর্ম্ম না করি বিচার।
যাতে হয় করিলাম তাহার সংহার॥
সভামধ্যে দ্রৌপদীরে দেখাইল উরু।
এ কারণে ক্রোধ মম উপজিল গুরু॥
এই হেতু দুষ্ট উরু ভাঙ্গিয়া গদায়।
ক্ষত্রিয় প্রতিজ্ঞা ধর্ম্ম রাখিলাম তায়॥
বড় দুষ্ট বলবন্ত রাজা দুর্য্যোধন।
কহিতে না পারি মাতা তাহার লক্ষণ॥
করিতাম শিশুকালে খেলা তার সনে।
বিষ খাওয়াইল মাতা মারিবার মনে॥
জতুগৃহ সজ্জা করি অগ্নি তাহে দিল।
পরমায়ু ছিল সেই তায় প্রাণ ছিল॥
দিয়াছে অনেক দুঃখ ছিল মম মনে।
একারণে মারিলাম আমি দুর্য্যোধনে॥
তোমার চরণে মাতা করিনু গোচর
আজি সে হইল মম হরিষ অন্তর॥
গান্ধারী এতেক শুনি নিশ্বাস ছাড়িলা।
মহাসতী পতিব্রতা ভীমের কহিলা॥
যতেক কহিলা বাপু সব কথা সার।
আপনার দোষেতেই মরণ তাহার॥
সকল মরিল বাপু ঘোর মহারণে।
কোন অপরাধেতে মারিল দুঃশাসনে।
তুমি তারে মারিয়া করিলা রক্ত পান।
বিশেষ কনিষ্ঠ ভাই জ্ঞাতি বিদ্যমান।
বলিলেন ভীম শুন করি নিবেদন
এতেক তোমার গর্ভে সব অভাজন॥

দ্রৌপদীর চুলে সেই ধরিল যখন।
করিলাম সভাতে প্রতিজ্ঞা সেইক্ষণ ॥
ক্ষত্রিয় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে হয় বড় দোষ।
ভাই দুঃশাসনে মারি পরিহরি রোষ ॥
ভার্য্যার শরীর হয় আপন শরীর।
শুন মাতা সেই দুঃখে পীয়েছি রুধির ॥
অমৃত সমান রক্ত খাইয়াছি আমি।
অপরাধ ক্ষমা কর এইক্ষণে তুমি ॥
সভাতে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বে আছিল আমার।
একারণে মারিনু তব শতেক কুমার ॥
ভীমের বচন শুনি বলিলেন দেবী।
বিষম পুত্রের শোক মনে মনে ভাবি ॥
ভীমসেন শুন তুমি আমার বচন।
পুত্রশোকে আর মম না রহে জীবন ॥
কুপুত্র সুপুত্র হকু মায়ের সমান।
পাসরিতে নাহি পারে মায়ের পরাণ ॥
গান্ধারীর এত বাক্য শুনি যুধিষ্ঠির।
কহিল পুনশ্চ তাঁরে ধার্ম্মিক সুধীর ॥
পুত্র সব তোমার হইয়া দুরাচার।
নিজ নিজ পাপে তারা হইল সংহার ॥
আপনার দোষেতে মরিল কুরুস্বামী।
নিমিত্তের ভাগীপাত্র হইলাম আমি ॥
আপনার কর্ম্মদোষে প্রাণী সব মরে।
বধের নিমিত্ত মাত্র অন্য জনে করে।
কেহ সর্পাঘাতে কেহ জলেতে ডুবিয়া।
শার্দ্দূল ভক্ষণে কেহ গলে দড়ি দিয়া ॥
আত্মঘাতী হয় কেহ মরে নানা পাকে।
ইহার নিমিত্ত ভাগী অন্যে হয়ে থাকে ॥
সেইমত অপযশ হইল আমার।
নিজ দোষে পুত্র শত মরিল তোমার ॥
শিশুকালে মরে পিতা আমরা পৌগণ্ড।
কৃপাকরি জ্যেষ্ঠ তাত দিল রাজ্যখণ্ড ॥
সুশিক্ষা দিলেন রাজ্য খণ্ড পালিবার।
শুন গো জননি সব গোচর তোমার ॥
যদি লোক বিষ বৃক্ষ করয়ে রোপণ।
আপনি কাটিলে দোষ বিধি নিরূপণ ॥
এসব শাস্ত্রের কথা না করিল মনে।
দুর্য্যোধন আমাকে হিংসিল প্রাণপণে ॥
অবশ্য সে সব কথা শুনেছ আপনি।
কৌরবে কুযুক্তি যত দিয়াছে শকুনি ॥
পাশা খেলাইয়া মম নিল দেশ ধন।
তথাপি সে সব কথা না করি স্মরণ ॥
প্রতিজ্ঞায় বনবাসে বঞ্চিলাম আমি।
অবশ্য সে সব কথা শুনেছ আপনি ॥
তবে পুরোহিত পাঠাইয়া তার স্থানে।
চাহিলাম নিজ রাজ্য সৌজন্য বিধানে ॥
না দিলেন রাজত্ব করিল প্রবঞ্চনা।
সে কথা শুনিয়া আমি হইনু উন্মনা ॥
করিলাম চিত্তে তাই নাহি দিল রাজ্য।
ভাইহ বিসম্বাদে নাহি কোন কার্য্য ॥
ভীমার্জ্জুন মাদ্রীসুত প্রবোধ না মানে।
তবে আমি যুক্তি করি গোবিন্দের স্থানে ॥
বিসম্বাদে নাহি কার্য্য শুন গুণধাম।
আপনি রাজাকে গিয়া মাগ পঞ্চ গ্রাম ॥
পঞ্চ গ্রাম বিনা আমি আর নাহি চাই।
লউক সকল রাজ্য দুর্য্যোধন ভাই ॥
পাঠাইনু আমি এইরূপে ভগবানে।
সে কথা তোমার পুত্র না শুনিল কাণে ॥
তবে ভীষ্ম বুঝাইল বিবিধ প্রকারে।
সবে যত বুঝাইল নাহি কর্ণে ধরে ॥
বুঝাইল নারদাদি আর ভৃগুরাম।
বুঝাইল বিদুরাদি কত কব নাম ॥
বলিলেন এসকল বার্ত্তা চক্রপাণি।
লোকমুখে সব তত্ত্ব শুনিয়াছ রাণী ॥
যুদ্ধ যুক্ত আপনি করিল দুর্য্যোধন।
যত যত মহারাজে করে আবাহন ॥
ভীমার্জ্জুন শুনিয়া হইল ভিন্ন মন।
অবশেষে অল্প সৈন্য করিনু বরণ ॥
এক দশ অক্ষৌহিণী বড়বড় বীর।
লইল তোমার পুত্র সমরে সুধির ॥
ভিষ্মদেব দ্রোণাচার্য্য কর্ণ হতাবলী।
সমরে পাণ্ডব সখা মাত্র বনমালি ॥
সাত অক্ষৌহিণী সেনা হইল আমার।
ভীমার্জ্জুন নিল মুখ্য সংগ্রামের ভার ॥
ক্ষত্রিয় প্রতিজ্ঞা ধর্ম্ম বিদিত তোমারে।
ভীম আচরিল তাহা সংগ্রাম মাঝারে ॥
কহিলাম এই আমি আদ্যন্ত কথন।
দোষ নাহি করি কিছু মোরা পঞ্চজন ॥
তবে যদি এত দুঃখ হইল অন্তরে।
শুন গো জননি অভিশাপ দেহ মোরে ॥
আমি অভিশাপ যোগ্য করেছি কুকর্ম্ম।
স্বগোত্র বিনাশ করি হইল অধর্ম্ম।
জ্ঞাতি বধ করি রাজ্য বড় অভিলাষ।
আমাধিক পাপি নাহি করিয়াছে আশ ॥

নিন্দিত এ সব কর্ম্ম শুন গো জননি।
ভাল হয় মোরে দেও অভিশাপ বাণী॥
ভাই মারি রাজ্য সুখ চিন্তিলাম মনে।
অভিশাপ দেও মোরে কি কায জীবনে॥
বলিলেন এত যদি ধর্ম্ম যুধিষ্ঠীর।
তাহা শুনি গান্ধারীর পুলক শরীর॥
কিছু না দেখিয়া দেবী ছাড়িল নিঃশ্বাস।
হৃদয়ে রাখিল সব না করি প্রকাশ॥
পলাইয়া যায় পার্থ গোবিন্দের পাশে।
মাদ্রীর তনয় দুই পলাইল ত্রাসে॥
গান্ধারী ত্যজিয়া ক্রোধ বলিল বচন।
আপন তনয় যেন পাণ্ডুর নন্দন॥
আর ভয় নাহি শুন কুন্তির কুমার।
সেই কর্ম্ম কর যাহা যুক্তিতে তোমার॥
এই সব কথা যদি গান্ধারী কহিল।
গুরু শাপ হৈতে সবে উদ্ধার পাইল॥
আজ্ঞাদিল গান্ধারী কুন্তিরে দেখিবারে।
প্রণমিয়া পঞ্চ ভাই যান বন্দিবারে॥
শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি সঙ্গে করেন গমন।
আসিয়া বন্দেন সবে মাতার চরণ॥
অশীর্ব্বাদ দিয়া কুন্তি করিলেন কোলে।
পঞ্চ ভাই তিতিলেন নয়নের জলে॥
চিরদিনে কুন্তীদেবী দেখি পুত্রমুখ।
বদনে চুম্বন দিয়া পাসরিল দুঃখ॥
হেনকালে শ্রীকৃষ্ণ দিলেন দরশন।
আশীর্ব্বাদ দিয়া রাণী মুছিল বদন॥
হরিষে বহিছে দুই নয়নের নীর।
অবিশ্রান্ত কান্দিলেন নাহি হন স্থির॥
সতত বহিছে তাঁর নয়নের জল।
বস্ত্রেতে মুছিল তাহা শ্রীভক্তবৎসল॥
কুন্তীরে প্রবোধ দিয়া কহিল আপনি।
কি লাগিয়া ক্রন্দন করিছ ঠাকুরাণী॥
রাজা হবে যুধিষ্ঠীর হস্তিনানগরে।
কৌরব নন্দন সব গেল যমঘরে॥
পাণ্ডবের শত্রু আর নাহি কোন জন।
হর্যচিত্ত থাক তুমি না কর ক্রন্দন॥
কহিলাম আমি যত হইল প্রমাণ।
শুন শুন মহাদেবী যুদ্ধের বিধান॥
দ্রোণ ভীষ্ম কর্ণ আদি যত কুরুসেনা।
অর্জ্জুনের বাণেতে পড়িল সর্ব্বজনা।
ভীম মারে গান্ধারীর শতেক নন্দন।
আর ভয় নাহি মাতা কি কর ক্রন্দন॥

আমি যত কহিলাম হইল প্রমাণ।
এই দেখ ধৃতরাষ্ট্র শোকেতে অজ্ঞান॥
এই দেখ গান্ধারী কান্দয়ে পুত্রশোকে।
দুর্য্যোধন কামিনী আছয়ে অধোমুখে॥
পতি হীন যুবতী কান্দয়ে শোকানলে।
এই দেখ পড়িয়া লোটায় ভূমিতলে॥
কৌরব বনিতা যত লখিতে না পারি।
আসিয়াছে কুরুক্ষেত্রে নানা বেশ ধরি॥
ঘরের বাহিরে যারা না যায় কখন।
কুরুক্ষেত্রে দেখ তারা করয়ে ক্রন্দন॥
নানা আভরণ অঙ্গে শ্রশাখা হাতে।
কাখে স্বর্ণ কুম্ভ যায় অনুমৃতা হৈতে॥
বীরবেশ ধরি পতিহীনা যত নারী।
এই দেখ নৃত্য করে হাতে অস্ত্র ধরি॥
গান করে পতিহীনা নারিগণ কত।
আপনি চাহিয়া দেখ নহে অন্যমত॥
যখন গেলাম আমি হস্তিনানগরে।
পঞ্চ গ্রাম হেতু ধৃতরাষ্ট্রের গোচরে।
আমার গমন তুমি শুনিয়া শ্রবণে।
কুপুত্র বলিয়া গালি দিলেন পঞ্চজনে॥
তাহাতে আশ্বাস আমি দিয়াছি তোমারে।
সে সব এখন দেখ নয়ন গোচরে॥
আর না করিবা ভয় শুনগো জননি।
হস্তিনাতে যুধিষ্ঠির হবে নৃপমণি॥
কহিলাম যাহা মাতা দেখিলা নয়নে।
বিষাদ করহ দুর হরষিত মনে॥
এত বলি তুষিলেন শ্রীকৃষ্ণ কুন্তিকে।
কিন্তু তাঁর মলিন বদন পুত্র শোকে॥
একে একে পুত্রগণে করি নিরীক্ষণ।
দেখিয়া স্বগণ মৃত ব্যাকুলিত মন॥
বাণাঘাত পুত্র অঙ্গে দেখিল বিস্তর।
হস্ত বুঝাইল দেবী অঙ্গের উপর॥
তবে কুন্তি বলিলেন দেব নারায়ণ।
কোথা মম অভিমন্যু সুভদ্রা নন্দন॥
অর্জ্জুনের প্রিয় পুত্র সমরে সুধির।
কোথা মম অভিমন্যু কহ যদুবীর॥
পুত্র বধ করিয়াছে রাজ্য ধন লোভে।
এ কথা শুনিয়া আমি মরিতেছি ক্ষোভে॥
শুন কৃষ্ণ এক কথা জিজ্ঞাসি তোমারে।
পাণ্ডবের সখা তুমি বিদিত সংসারে॥
তোমার মহিমা দেখ পুরাণে বাখানে।
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি তোমার বচনে॥

তোমার আজ্ঞায় চন্দ্র সূর্য্যের উদয়।
তুমি এক অনেক আপনি মহাশয়॥
নিরীহ নির্গুণ তুমি সবাকারোপর।
বিহার কারণ তুমি ধর কলেবর॥
তুমি মন্ত্র প্রাণী মন্ত্র এতে নাহি আন।
জীবন মরণ তুমি দেব ভগবান॥
শুনিয়াছি এ সকল কথা ব্যাস মুখে।
তবে কেন নারায়ণ ভাণ্ডাও আমাকে॥
প্রধান পুরুষ তুমি বিদিত পুরাণে।
তবে কেন অভিমন্যু মরিয়াছে রণে॥
প্রাণ মম বহির্গত অভিমন্যু বিনে।
হেন বুঝি ত্যজিয়াছ অর্জ্জুন নন্দনে॥
অভিমন্যু মরণেতে হইনু উন্মনা।
শুন কৃষ্ণ সে যে ছিল তোমার ভাগিনা॥
মোহেতে আকুল কুন্তী দেখিল শ্রীহরি।
প্রবোধ দিলেন তারে যোড় হস্ত করি॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন মাতা না বলিহ আর।
বিধি লিপি ঘুচাইতে নাহি অধিকার॥
কর্ম্ম অনুরূপ ফল লিখিলেন ধাতা।
আমা হৈতে সে সকল না হয় অন্যথা॥
যাতায়াত করে প্রাণী আপন কর্ম্মেতে।
কাহার কি শক্তি তাহা পারে খণ্ডাইতে॥
জীবন মরণ ভোগ নিজ কর্ম্মে হয়।
না ঘুচে অন্যের বাক্যে এ কথা নিশ্চয়॥
চিরজীবি হয় প্রাণী নিজ কর্ম্ম ফলে।
আপনার কর্ম্ম ফলে মরে অল্পকালে॥
কাল প্রাপ্তে প্রাণী মরে ইথে নাহি আন।
সত্য কথা কহিলাম তব বিদ্যমান॥
পাপেতে না মরে লোক পুণ্যে নাহি জীয়ে।
যশ অপযশ মাত্র সংসার ঘোষয়ে॥
প্রবোধ পাইয়া কুন্তী কিছু না বলিল।
দ্রৌপদী আসিয়া হেনকালে প্রণমিল॥
সুভদ্রা প্রণাম করে কৃষ্ণের চরণে।
অভিমন্যু শোকেতে কান্দয়ে রাত্রি দিনে॥
দ্রৌপদী বলিল দুঃখ শুন ঠাকুরাণী।
বধিলেক দ্রৌণি মম পুত্রের পরাণি॥
শয়নেতে আছে পুত্র শিবির ভিতরে।
নিশাকালে অশ্বথামা মারিল সবারে॥
পরম সুন্দর মম পুত্র পঞ্চ জন।
দ্রোণের তনয় সব করিল নিধন॥
গুরুপুত্র বলি রক্ষা করিলাম তাকে।
পুত্রশোকে জর্জ্জরাঙ্গ করিল আমাকে॥
মহাবলবন্ত পুত্র মরিল আমার।
শুন ঠাকুরাণী পায় নিবেদি তোমার॥
বরং পুত্রশোক মম নিবারণ হয়।
পাসরিতে নারি দুঃশাসনের দুর্ণয়॥
শূল যেন তার বাক্য আছয়ে অন্তরে।
সত্য কথা কহিলাম তোমার গোচরে॥
ছিল মুক্তকেশ আমার দ্বাদশ বৎসর।
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিনু সভার ভিতর॥
দুঃশাসন রক্ত পিবে পবননন্দন।
তবে সে করিব আমি কবরী বন্ধন॥
দুঃশাসনে বধিয়া আইল বৃকোদর।
তার রক্ত আনিলেন আমার গোচর॥
তৈল সনে রুধির ঢালিয়া দিল কেশে।
ভাবিলাম আমি তাহে যাই স্বর্গবাসে॥
রুধির পাইয়া আমি আনন্দিত মন।
করিলাম আমি তাহে কবরী বন্ধন॥
পূর্ব্ব কথা কহিলাম শুন মহাদেবী।
বহু দিন তোমার চরণ নাহি সেবি॥
যে পাপ হইল তাহে ক্ষম মহারাণী।
আমি তব পুত্রবধূ তুমি ঠাকুরাণী॥
হেনমতে সম্ভাষ করিয়া সর্ব্বজন।
রণ ভূমি গান্ধারী চলেন দুঃখমনে।
বধূগণ সঙ্গে দেবী লাগিল কান্দিতে।
কৃষ্ণ সহ পঞ্চ ভাই লাগিল ভাবিতে॥
ধৃতরাষ্ট্র মহারাজ করিল গমন।
সঞ্জয় রাজারে ধরি চলিল তখন॥
যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুন চলিল ত্বরিতে।
উপনীত হন গিয়া সমর স্থানেতে॥
মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
কাশীরাম দাস কহে শুনে সাধুনর॥

গান্ধারী প্রভৃতি স্ত্রীগণের যুদ্ধস্থলে গমন ও পতি পুত্র মৃত দর্শনে খেদ।

মহাভয় উপজিল দেখি রণস্থল।
শকুনি গৃধিনী শিবা করে কোলাহল॥
হাতে মুণ্ড করিয়া নাচয়ে ভূতগণ।
কুকুর করিছে মাংস শোণিত ভক্ষণ॥
রক্তের কর্দ্দমে শীঘ্র চলিতে না পারে।
শোকাকুলা নারীগণ যান ধিরে২॥
কেহ কেহ না পাইয়া পতি দরশন।
ভূমিতে পড়িয়া তারা করয়ে ক্রন্দন॥
আভরণ ফেলে কেহ শোকাকুল হৈয়া।
পতি অন্বেষণে কেহ ফিরয়ে ধাইয়া॥

ভ্রময়ে সমর স্থলে যত কুরুনারী।
শিবা শ্বান পক্ষিগণে ভয় নাহি করি॥
অনেক যতনে কেহ নিজ পতি পায়।
স্কন্ধে মুণ্ড যোড়া দিতে মহাব্যগ্র তায়॥
দুই হস্তে ধরে কেহ পতির চরণ।
বিলাপয়ে মুখে মুখ করিয়া মিলন॥
পাসরিলে পূর্ব্বকার প্রেমরস যত।
হাস্য পরিহাস তাহা স্মরাইব কত॥
সমর করিতে গেলে কেমন কুক্ষণে।
পুনঃ না হইল দেখা এ অভাগী সনে॥
হেনমতে পতি লয়ে যতেক সুন্দরী।
বিলাপ করয়ে যত নানামত করি॥
তা দেখি গান্ধারী প্রাণ ছটফট করে।
পতি কোলে বধূগণ কান্দে উচ্চৈস্বরে॥
রণ ভূমি দেখি দেবী অতি ভয়ঙ্কর।
কপালে কঙ্কণ মারি কান্দিল বিস্তর॥
হেন কেহ নাহি তথা প্রবোধ জন্মায়।
সবে শোকে অচেতন পড়িয়া তথায়॥
কেবা কোথা পড়িয়াছে দেখিয়া হুতাশ।
রণ ভূমি দেখি লাগে দেবগণে ত্রাস॥
মড়ার উপরে মড়া লেখা নাহি তার।
দেখিয়া গান্ধারী চিত্তে লাগে চমৎকার॥
গজবাজী পড়িয়াছে রথ বহুতর।
নানা অলঙ্কার বস্ত্র অস্ত্র মনোহর॥
মাথার মুকুট পড়িয়াছে রণ ভূমে।
মকর কুণ্ডল পড়িয়াছে নানা ক্রমে॥
ধ্বজ ছত্র চামর পড়িয়া রণস্থলী।
ডাকিনী যোগিনীগণ তাহে কুতূহলী॥
স্বামী পুত্র পৌত্র আর বন্ধু সহোদর।
পড়িয়া আছয়ে যত মৃত কলেবর॥
দুর্য্যোধন অন্বেষণে ব্যাকুল গান্ধারী।
কতদূরে দেখিলেন কুরু অধিকারী॥
ধূলায় পড়িয়া তথা রাজা দুর্য্যোধন।
গান্ধারী দেখিল সঙ্গে লৈয়া বধূগণ॥
পুত্র দরশনে দেবী অজ্ঞান হইল।
গান্ধারী মরিল বলি সকলে ভাবিল॥
পঞ্চ পাণ্ডবেতে তারে তুলিয়া ধরিল।
শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি আদি বহু প্রবোধিল॥
সম্বিত পাইয়া তবে গান্ধার তনয়া।
কৃষ্ণকে বলিল অতি শোকাকুলা হৈয়া॥
দেখ কৃষ্ণ পড়িয়াছে রাজা দুর্য্যোধন।
সঙ্গেতে না দেখি কেন কর্ণ দুঃশাসন॥
শকুনি সঙ্গেতে কেন না দেখি রাজন।
কোথা ভীষ্ম মহাশয় শান্তনু নন্দন।
কোথা দ্রোণাচার্য্য কোথা কৃপ মহাশয়।
একেলা পড়িয়া কেন আমার তনয়॥
কোথা সে কুণ্ডল কোথা মণি মুক্তাস্রজ।
কোথা গেল হস্তী ঘোড়া কোথা রথধ্বজ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী যার সঙ্গে ধায়।
হেন দুর্য্যাধন রাজা ধূলাতে লোটায়॥
সুবর্ণের খাটে যার সতত শয়ন।
হেন তনু ধূলার উপরে নারায়ণ॥
জাতি যূথী পুষ্প আর চম্পক নাগেশ্বর।
রঙ্গণ মালতী আর মল্লিকা সুন্দর॥
এসকল পুষ্পে পুত্র থাকিত শুইয়া।
হেন তনু লোটে ধূলি দেখ না চাহিয়া॥
অগুরু চন্দন গন্ধ কুসুম কস্তুরী।
লেপন করেন সদা অঙ্গের উপরি॥
শোণিতে সে তনু আজি হইল শোভন।
আহা মরি কোথা গেল রাজা দুর্য্যোধন॥
অলস্য ত্যজিয়া কেন না দেও উত্তর।
যুদ্ধ হেতু তোমাকে ডাকেন বৃকোদর॥
উঠ পুত্র ত্যজ নিদ্রা অস্ত্র লও হাতে।
গদাযুদ্ধ কর গিয়া ভীমসেন সাথে॥
কৃষ্ণার্জ্জুন ডাকিছেন যুদ্ধের কারণ।
প্রত্যুত্তর নাহি কেন দাও দুর্য্যোধন॥
এত বলি গান্ধারী হইল অচেতনা।
প্রিয়ভাষে কৃষ্ণচন্দ্র করেন শান্তনা॥
শোক না করিবে আর শুন কুরুরাণী।
সকল দৈবের ক্রিয়া জানহ আপনি॥
দৈবের অধীন দেখ সকল সংসার।
শুন দেখি অন্যের না আছে অধিকার॥
দেব দ্বিজ গুরু এই সকল সুকর্ম্ম।
দৈব বুঝাইল ইহা করিলে সে ধর্ম্ম॥
দুষ্কর্ম্ম দুঃসহ ত্যজি থাকিলে সুপথে।
ইহ সুখভোগ অন্তে যায় সে স্বর্গেতে॥
না জানিয়া কুকর্ম্ম করেছে যেইজন।
পরিণামে দুঃখ পায় বেদের বচন॥
অহঙ্কারে অধর্ম্ম করয়ে নিরন্তর।
অবশেষে কর্ম্ম তার ফলয়ে দুষ্কর॥
না শুনে সুজন বাক্য মত্ত অহঙ্কারে।
অবশেষে সেই জন যায় ছারখারে॥
কিন্তু এ সকল ঘটে নিজ কর্ম্ম গুণে।
শোক দূর কর দেবী কান্দ অকারণে॥

শুভাশুভ কর্ম্ম যত বিধির ঘটন।
ভোগ বিনা ক্ষয় হয় শাস্ত্রের লিখন।
কালে আসি জন্মে প্রাণী কালেতেই মরে।
কাল বশ এই সব জানাই তোমারে॥
বিচার করিয়া দেখ শুন নৃপনারী।
অজ্ঞলোক বৃথা শোক করে না বিচারি॥
না কর,বেদনা মনে শুন নৃপজায়া।
বুঝিতে না পারে কেহ বিধ তার মায়া॥
কাশীরাম দাসের সর্ব্বদা এই মন।
নিরবধি রচে মহাভারত কথন॥

মৃতপতি পুত্রাদি দর্শনে গান্ধারী প্রভৃতি স্ত্রীগণের বিলাপ ও কৃষ্ণের প্রতি গান্ধারীর অনুযোগ।

জন্মেজয় বলিলেন শুন মহামুনি।
গান্ধারী কি কহিলেন কহ তাহা শুনি॥
কেমনে ধরিলা প্রাণ শত পুত্র শোকে।
ক্রোধ করি কোন কথা বলিল কৃষ্ণকে॥
পুর্ণব্রহ্ম অবতার দেব নারায়ণ।
জানিয়া শাপিল দেবী কিসের কারণ॥
এইত আশ্চর্য্য অতি মম মনে লয়।
বিস্তারিয়া সেই কথা কহ মহাশয়॥
কহিলা বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
এক চিত্ত হয়ে শুন ভারত কথন॥
কৃষ্ণের প্রবোধ বাক্য মনেতে করিয়া।
উঠিয়া বসিল দেবী চেতন পাইয়া॥
কহিলেন কৃষ্ণকে গান্ধারী পতিব্রতা।
বিচিত্র বীর্য্যের বধু রাজার বনিতা॥
দেখ কৃষ্ণ এক শত পুত্র মহাবল।
ভীমের গদায় তারা মরিল সকল॥
দেখ কৃষ্ণ বধুগণ উচ্চৈঃস্বরে কান্দে।
দেখিতে না পায় কভূ সুর্য্য আর চাঁদে॥
শরীর কুসুম জিনি সুকোমল তনু।
দেখিয়া তাদের রূপ রথ রাখে ভানু॥
হেন সব বধুগণ দেখ কুরুক্ষেত্রে।
ছিন্ন কেশ মস্ত বেশ দেখ তুমি নেত্রে॥
এই দেখ নৃত্য করে পতিহীনা নারী।
মুখ অতি সুশোভন অকলঙ্কধারী॥
এই দেখ গান করে নারী পতি হীনা।
কণ্ঠ শব্দ শুনি যেন নারদের বীণা॥
পতি হীনা কত নারী দীন বেশ ধরি।
ঐই দেখ নৃত্য করে হাতে অস্ত্র করি॥
সহিতে না পারি শোক শান্ত নহে মন।
আমা ত্যজি কোথা গেল পুত্র দুর্য্যোধন॥
হে কৃষ্ণ দেখহ মম পুত্রের দুঃখতা।
যাহার মস্তকে ছিল সুবর্ণের ছাতা॥
নানা আভরণে যার তনু সুশোভন।
সে তনু ধূলায় এই দেখ নারায়ণ॥
সহজে কাতর বড় মায়ের পরাণ।
সুপুত্র কুপুত্র দুই মায়ের সমান॥
এককালে এত শোক সহিতে না পারি।
কি বলিয়া বুঝ ইবে আমাকে মুরারি॥
পুত্রশোকে শাল যেন বাজিছে হৃদয়।
দেখাবার হইল দেখিতে মহাশয়॥
সংসারের মধ্যে শোক আছয়ে যতেক।
পুত্রশোক তুল্য শোক নহে তার এক॥
হইয়া গর্ব্ভধারিণী যে করে পালন।
সেই সে বুঝিতে পারে পুত্রের মরণ॥
এ শোক সহিবে কেবা আছয়ে সংসারে।
বিবরিয়া বাসুদেব কহ দেখি মোরে॥
সহিতে না পারি আমি হৃদয়ের তাপ।
ভাবিতে উঠয়ে মনে মহা মনস্তাপ॥
মহাবলবন্ত মম শতেক নন্দন।
বুঝাইবা কি দিয়া আমাকে নারায়ণ॥
মহারাজ দুর্য্যাধন লোটায় ভুতলে।
চরণ পুজিত যার পৃথিবী মণ্ডলে॥
ময়ূরের পাখে যার চমর ব্যজন।
কুকুর শৃগাল তারে করয়ে ভক্ষণ॥
সহিতে না পারি আমি এ সব যন্ত্রণা।
শকুনি দিলেক যুক্তি খাইয়া আপনা॥
যাত্রাকালে পুত্র মোরে জিজ্ঞাসিল জয়।
কহিয়া ছিলাম যাহা শুন মহাশয়॥
যথা ধর্ম্ম তথা কৃষ্ণ জয় সেই স্থানে।
এই কথা আমি কহিলাম দুর্য্যোধনে॥
না শুনিল মম বাক্য করি অনাদর।
রাখিল ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম করিয়া সমর॥
কাতর না ছিল রণে আমার নন্দন।
সমর করিয়া সবে ত্যজিল জীবন॥
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম মৃত্যু সন্মুখ সংগ্রামে।
তাহাতে না দুঃখ ভাবি আমি কোন ক্রমে॥
কিন্তু এক হৃদয়ে রহিল বড় ব্যথা।
সংগ্রামে আইল দুর্য্যোধ নর বনিতা॥
এই দুঃখ নারায়ণ না পারি সহিতে।
ঐ দেখ বধূগণ আত্রশাখা হাতে॥

অতএব ব্যগ্র বড় হইয়াছি আমি।
আর এক নিবেদন শুন অন্তর্যামি॥
দুর্য্যোধন না মানিল হিত উপদেশ।
তাহার উচিত ফল পাইল বিশেষ॥
তাহার বুদ্ধিতে হৈল বংশের সংহার।
শকুনি আমার ভাই বড় দুরাচার॥
মারিলেক শত পুত্র না আছে সন্তুতি।
বৃদ্ধকালে রাজার হইবে কিবা গতি॥
পাণ্ডুর নন্দন রাজ্য নিলে আপনার।
পুত্র নাহি কেবা আনি যোগাবে আহার॥
জলাঞ্জলি দিতে কেহ নাহি পিতৃগণে।
এই হেতু ক্রন্দন করিব রাত্র দিনে॥
এত বলি গান্ধারী হইল অচেতনা।
করুণাসাগর কৃষ্ণ করেন সান্ত্বনা॥
কৌরব বনিতা কান্দে পতি পুত্র শোকে।
না দেখিয়া পাণ্ডব রহিল অধোমুখে॥
মৃত পতি কোলে করি করয়ে বিলাপ।
যুধিষ্ঠির রাজার বাড়িল মনস্তাপ॥
এমন সময়ে আসি দ্রৌপদী সুন্দরী।
পুত্রশোকে কান্দিলেন শিরে ঘাত করি॥
বিরাটনন্দিনী কান্দে শোকে অচেতনা।
তাহা দেখি হইলেন অর্জ্জুন বিমনা॥
উত্তরা ধরিয়া অভিমন্যুর চরণ।
লাজ ভয় ত্যাগ করি যুড়িল ক্রন্দন॥
উত্তরা বলিল মোরে বিধি প্রতিকূল।
হেন জন মরে যায় গোবিন্দ মাতুল॥
ধনঞ্জয় যার পিতা হেন জন মরে।
এ বড় দারুণ শোক রহিল অন্তরে॥
শোকেতে আকুল বড় রাজা যুধিষ্ঠির।
বিলাপিয়া ভূমিতে পড়িল ভীমবীর॥
শোকেতে অর্জ্জুন বীর করেন রোদন।
বিলাপিয়া কান্দিলেন মাদ্রীর নন্দন॥
কুন্তী যাজ্ঞসেনী দোঁহে শোকে অচেতন।
মহাশোক সিন্ধুতে পড়িলা সর্ব্ব জন॥
ফুকরিয়া কুন্তী নাহি পারেন কান্দিতে॥
হইল অন্তর দগ্ধ কর্ণের শোকেতে॥
বিলাপি উত্তরা নারী যায় গড়াগড়ি।
প্রাণনাথ কোথা গেলে অভাগিরে ছাড়ি॥
গোবিন্দ তোমার মামা পিতা ধনঞ্জয়।
আহা মরি কোথা গেল অর্জ্জুন তনয়॥
মরিব তোমার সঙ্গে এতে নাহি আন।
তোমাকে ছাড়িয়া না রহিবে মম প্রাণ॥

অস্থির পাণ্ডবগণ দেখি নারায়ণ।
করিলেন শান্ত কহি মধুর বচন॥
কুরুক্ষেত্রে উঠিলে ক্রন্দন কোলাহল।
অশ্রুতে পূর্ণিত হৈল সংগ্রাম ভূতল॥
না হয় শোকের অন্ত পুনঃ২ বাড়ে।
হা নাথ বলিয়া পতিহানা ডাক ছাড়ে॥
পড়িয়া গান্ধারী রাণী অচেতনা শোকে।
দুর্য্যোধন বিনা অন্য শব্দ নাহি মুখে॥
কি বলিবে বল কৃষ্ণ মুকুন্দমুরারী।
আজি হৈতে শূন্য হৈল হস্তিনানগরী॥
না ধরিল আমার বচন দুর্য্যোধন।
তাহার কারণে শত পুত্রের নিধন॥
শান্তনুতনয় কত বুঝাইল নীত।
দ্রোণ কত বুঝাইল শাস্ত্রের বিহিত॥
বিদুর কহিল কত বিবিধ প্রকারে।
না শুনিল কদাচিত গুরু অহঙ্কারে॥
না শুনিল কারু কথা যুদ্ধ কৈল পণ।
সকল জীবের গতি তুমি নারায়ণ॥
শুনিয়াছি আমি সব সঞ্জয়ের মুখে।
আর কত অনুযোগ করিব তোমাকে॥
সমাধান কর তুমি কর্ম্মভোগ বলি।
ইহার নিদ্ধন্দ্ব নাহি শুন বনমালী॥
কহিতে২ ক্রোধ বাড়িলেক অতি।
পুনরপি কহিলেন গোবিন্দের প্রতি॥
তোমা হৈতে হৈল মোর সবংশে সংহার।
ওহে কৃষ্ণ জনার্দ্দন দেবকী কুমার॥
অনর্থের মূল তুমি দেব নারায়ণ।
কর্ম্ম দেখাইয়া কর দোষ প্রলাপন॥
তোমাতে সংসার হয় মিলয়ে তোমাতে।
জীবের কারণ নাহি হয় তোমা হৈতে॥
সকলি তোমার মায়া তুমিই প্রধান।
দোষ গুণ ধর্ম্মাধর্ম্ম তুমি ভগবান॥
থাকিয়া প্রাণীর ঘটে না বলাও যারে।
প্রাণী করে সেই কর্ম্ম দোষ কেন তারে॥
অসাধুর মতে কোথা ধর্ম্মের বাসনা।
সাধু ব্যক্তি তব পদ করয়ে ভাবনা॥
সাধুমত প্রশংসার তুমি অনুকূল।
সংসার যতেক দেখি তুমি তার মূল॥
অতএব কহি নাথ কর অবধান।
করাইলা কৌরবে পাণ্ডবে যুদ্ধাহ্বান॥
ভেদ জন্মাইলে দুই দিকে রম্যাপতি।
না পারি কহিতে দেব তোমার প্রকৃতি॥

কৌরব পাণ্ডব তব উভয়ে সমান।
তাহে ভেদ যুক্ত নহে শুন ভগবান॥
আত্ম পর যুধিষ্ঠির কভু নাহি জানে।
সংগ্রামে প্রবৃর্ত্ত ধর্ম্ম তোমার সন্ধানে॥
না আছে হিংসার লেশ ধর্ম্মের শরীরে।
ভেদ জন্মাইলে তুমি কহি যুধিষ্ঠিরে॥
যদি বিসম্বাদ হৈল ভাই দুই জনে।
তোমার উচিত নহে উপস্থিত রণে॥
তারে বন্ধু বলি যেই করয়ে সমতা।
তুমি দিলে শিক্ষাইয়া বিবাদের কথা॥
কহিতে তোমার কথা দুঃখ উঠে মনে।
সমান সম্বন্ধ তোমা কুরু পাণ্ডু সনে॥
বরণ করিতে তোমা গেল দুর্য্যোধন।
পালঙ্কে আছিল তুমি করিয়া শয়ন॥
জাগিয়া আছিলা তুমি দেখি দুর্য্যোধনে।
কপটে মুদিয়া আঁখি নিদ্রা গেল মনে॥
পশ্চাতে অর্জ্জুন গেল সে কথা শুনিয়া।
উঠিয়া বসিলে মায়ানিদ্রা উপেক্ষিয়া॥
নারায়ণীসেনা দিলা কৌরব সম্মুখে।
ছলেতে অর্জ্জুন বাক্য শুনিলা প্রথমে॥
সারথি হইলা তুমি অর্জ্জুনের রথে।
সমান সম্বন্ধ তবে রহিল কিমতে॥
তাহে এক যুক্তি ছিল শুন যদুপতি।
সৈন্য নাহি দিতে তুমি হইতে সারথি।
তবে সে হইত ব্যক্ত সমান সম্বন্ধ।
তোমার উচিত নহে কপট প্রবন্ধ॥
তার পর এক কথা শুনহ অচ্যুত।
করিলা দারুণ কর্ম্ম শুনিতে অদ্ভুত॥
মধ্যস্থ হইয়া যবে গিয়াছিলে তুমি।
চাহিলে যে পঞ্চগ্রাম শুনিয়াছি আমি॥
না দিলেক পুত্র মম কি ভাবিয়া মনে।
আসিয়া কহিলে তুমি পাণ্ডুর নন্দনে॥
সদাচারি পাণ্ডুপুত্র রাজ্য নাহি মনে।
তাহে তুমি ভেদ করি কহিলা বচনে॥
আপনি করিল ভেদ কৌরব পাণ্ডবে।
নহে তুমি প্রবৃত্ত হইলে কেন তবে॥
সেইকালে ঘরেতে যাইতে যদি তুমি।
সম স্নেহ বলি তবে জানিতাম আমি॥
যুদ্ধ যুক্তি দিল তুমি পাণ্ডুর কুমারে।
প্রবঞ্চনা করি কৃষ্ণ ভাণ্ডিলে আমারে॥
জানিলাম তুমি সর্ব্ব অনর্থের মূল।
করিলা বিনাশ তুমি যত কুরুকুল॥

কহিতে তোমারা কর্ম্ম বিদরয়ে প্রাণ
তবে কেন তুমি বলি উভয় সমান॥
আমি সব শুনিয়াছি সঞ্জয়ের মুখে
না কহিলে সুস্থ নাহি জানাই তোমাকে॥
কি কহিতে পারি আমি তোমার সম্মুখে।
উচিত কহিতে পাছে পুড়ি মনোদুঃখে॥
দুঃখ সুখ হিবেক সবাকার স্থান।
আর কিছু নিবেদন শুন ভগবান॥
অনাদি পুরুষ তুমি দেব গুণধাম।
বিশ্বেশ্বর হও তুমি পুরুষ প্রধান॥
জগতের চিন্তা তুমি দেব জগন্নাথ।
আমিত অবলা জাতি কি কব সাক্ষাৎ॥
কর্ণের যে শক্তি ছিল অর্জ্জুন নিধনে।
সে শক্তিতে বিনাশিলা ভীমের নন্দনে॥
যুধিষ্ঠির সহ যুক্তি করি যদুপতি।
সমরে প্রবৃত্ত হেতে তুমি দিলা মতি॥
ভীমসুত ঘটোৎকচ মায়াযুদ্ধ করে।
ক্রোধে কর্ণ সেই অস্ত্রে ঘটোৎকচে মারে॥
জানি কৃষ্ণ এ সকল তোমার মন্ত্রণা।
কি করিয়া পাসরিব এ সব যন্ত্রণা॥
তোমার যতেক কর্ম্ম কহিতে না পারি।
কুরু পাণ্ডু সম কেন কহ চক্রধারী॥
দ্রোণাচার্য্য চক্রব্যূহ রচনা করয়।
চক্রব্যূহ যুদ্ধ মাত্র জানে ধনঞ্জয়॥
আর কেহ নাহি জানে পাণ্ডব সভাতে।
অভিমন্যু শুনেছিল থাকিয়া গর্ভেতে॥
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধু মত।
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালী সম্মত॥

প্রসঙ্গতো জয়দ্রথ বধোপাখ্যান ও
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গান্ধারীর
মনোদুঃখ।

জিজ্ঞাসসেন জন্মেজয় মুনির গোচরে।
বিস্তারিয়া সেই কথা কহিবে আমারে॥
প্রবেশ জানয়ে শিশু না জানে নিগম।
শুনিতে আশ্চর্য্য বড় কহ সেই ক্রম॥
বলিলেন মুনি তাহা কহিতে বিস্তর।
সংক্ষেপে কহিব কিছু শুন নরবর॥
যেই কথা গান্ধারী কহিল কৃষ্ণ প্রতি।
সেই কথা কহি রাজা কর অবগতি॥
এক দিন নিজ-গৃহে সুভদ্রা সুন্দরী॥
পার্থ অগ্রে কহিলেন করযোড় করি।

চক্র ব্যূহ কথা কহ কি তাহার ক্রম।
কিমতে প্রবেশ হয় কিমতে নিগম॥
ধনঞ্জয় কহিলেন দেবী তাহা শুনে।
গর্ভেতে থাকিয়া সব অভিমন্যু শুনে॥
কহিলা প্রবেশ কথা সুভদ্রা গোচরে।
হেনকালে নিদ্রা আসি ধরিল তাহারে॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডনে।
না শুনিল শেষ কথা নিদ্রা আকর্ষণে॥
পার্থের নন্দন বীর মহাপরাক্রম।
জননীর দোষে নাহি শুনিল নিগম॥
দ্রোণাচার্য্য চক্রব্যূহ করিল রচনা।
শুনিয়া পাণ্ডবগণ হইল উন্মনা॥
নারায়ণীসেনা সহ যুঝিল অর্জ্জুন।
মুহূর্ত্তেকে বিশ্রাম না পান কদাচন॥
শুনিয়া দুঃখিত হৈল ধর্ম্ম নৃপমণি।
এবার সঙ্কটে রক্ষা কর চক্রপাণি॥
অভিমন্যু বলে তথা করি যোড়হাত।
কি কারণে চিন্তা কর দেখি জ্যেষ্ঠতাত॥
যখন ছিলাম আমি মায়ের গর্ভেতে।
শুনিয়াছি প্রবেশন পিতার মুখেতে॥
এত শুনি ধর্ম্মরাজ অতি হৃষ্টমন।
আলিঙ্গন দিয়া দেন বদনে চুম্বন॥
ভীম বলিলেন যদি পার প্রবেশিতে।
কদাচিত নাহি পারি নির্গত হইতে॥
নিগম উপায় আমি করিব পশ্চাতে।
ভাঙ্গিব সকল ব্যূহ গদার আঘাতে॥
এত বলি শান্ত্বনা করিল ভীম বীর।
চলিল সুভদ্রা সুত প্রফুল্ল শরীর॥
ব্যূহেতে প্রবেশ করি অর্জ্জুন কুমার।
এক রথে জয়দ্রথ আবরিল দ্বার॥
পাণ্ডবের সৈন্য না পারিল প্রবেশতে।
অভিমন্যু সংগ্রাম করিল সাহসেতে॥
বিক্রমে বিশাল বীর মহাধনুর্দ্ধর।
সপ্তরথী বিন্ধিয়া করিল জর জর॥
মহা আস্ফালন করি ছাড়ে সিংহনাদ।
শুনিয়া কৌরবদলে গণিল প্রমাদ॥
মহাবল ধরে বীর সুভদ্রা কুমার।
দেখিয়া হইল ভয় অন্তরে সবার॥
কৃপাচার্য্য দ্রোণাচার্য্য গুরুর নন্দন।
জয়দ্রথ কর্ণ বীর রাজা দুর্য্যোধন॥
ব্যূহ মধ্যে ছয় জন ছিল দ্বারে দ্বারে।
বিন্ধিয়া জর্জ্জরীভূত করিল সবারে॥
কাহার কাটিল চক্র কাহার সারথি।
কাহার কাটিল অশ্ব কাহার পদাতি॥
কাহার কাটিল ধনু কবচ কাহার।
এইমত যুদ্ধ করে সুভদ্রাকুমার॥
হইল ক্ষত বিক্ষত সবার শরীর।
ভেদিয়া কবচ অঙ্গে বহিছে রুধির॥
ধনঞ্জয় পিতা যার মাতুল মাধব।
একে২ সবারে করিল পরাভব॥
আকাশে প্রশংসা করে যত দেবগণ।
ধন্য ধন্য মহাবীর সুভদ্রা নন্দন॥
এই রূপে মহাবীর করি মহামার।
নির্গত হইতে বীর না পাইল দ্বার॥
জ্যেষ্ঠতাত২ বলি করে শব্দ।
শুনিয়া সে বৃকোদর হইলেন স্তব্ধ॥
পরাক্রম করি বীর গদা লৈয়া ধান।
হেনকালে জয়দ্রথে দেখিবারে পান॥
যমের সমান বীর হাতে ধনুঃশর।
দ্বার রুদ্ধ করিয়া সে রথের উপর॥
হস্ত হৈতে খসিয়া পড়িল গদাবর।
শমনসমান তারে দেখে বৃকোদর॥
দুর্ব্বল হইল বীর অঙ্গে হয় জ্বর।
মুখেতে না সরে বাক্য ভয়েতে কাতর॥
রহিতে না পারিলেন দৈবের ঘটন।
আশুয়ে শিবের আজ্ঞা কে করে লঙ্ঘন॥
হেথায় সুভদ্রাসুত না পাইল পথ।
ফ ফরে পড়িয়া হয় ভঙ্গ মনোরথ॥
দ্রোণাচার্য্য বলিলেন কিবা দেখ আর।
মহাযুদ্ধ করে বীর সুভদ্রাকুমার॥
দেখিতে বালক বটে মহাতেজ ধরে।
প্রায় বুঝি সবারে পাঠায় যমঘরে॥
কোমল শরীর বীর সহজে সুন্দর।
সদা স্নেহ যাহারে করেন দামোদর॥
না করে কাহারে ভয় প্রকাণ্ড শরীর।
কোন জন ইহার অগ্রেতে হবে স্থির।
শুনিয়া গুরুর বাক্য সবে সিংহনাদে।
অরুণ সদৃশ বাণ বসাইল চাপে॥
মুষল মুদ্গর শেল পরিঘ তোমর।
আষাঢ় শ্রাবণে যেন বর্ষে জলধর॥
এইমত ছয় রথী শরজালোপরে।
না দেখিল কোন দিক চন্দ্র চন্দ্রোপরে॥
যেই দিকে যায় বীর সেই দিকে শর।
একাকী সমরে শিশু হইল কাতর॥

কবচ ভেদিয়া পড়ে রুধির ধার ।
রক্ষা কর জগন্নাথ বলে বার বার ॥
অনাথের নাথ তুমি আপদভঞ্জন ।
তোমা বিনা ত্রাণকর্ত্তা নাহি কোন জন ॥
দেবের দেবতা তুমি অখিলের পতি ।
কৃপা করি হইয়াছ পিতার সারথি ॥
এই বড় মন দুঃখ রহিল আমার ।
পুনরপি না দেখিব চরণ তোমার ॥
নাহি দেখি জ্যেষ্ঠ তাত পিতার বদন ।
না দেখিতে পাইলাম মাতার চরণ ।
এত বলি পুনরপি নিয়া শরাসন ॥
করিল তুমুল যুদ্ধ ঘোর দরশন ॥
ছয় রথী এককালে বরিষয়ে শর ।
একাকি সমরে শিশু হইল ফাঁফর ॥
ব্যাকুলিত কেশপাশ সমরে মজিল ।
গোবিন্দ২ বলি শরীর ত্যজিল ॥
সাধু সাধু প্রশংসা করয়ে দেবগণ ।
ধন্য ধন্য মহাবীর সুভদ্রানন্দন ।
চক্রব্যূহে অভিমন্যু হইল সংহার ।
শুনিয়া পাণ্ডবকুল পড়ে হাহাকার ॥
অর্জ্জুন সম্বাদ পান অনুচর মুখে ।
পড়িলেন মূর্চ্ছাপন্ন পুত্রশোক দুঃখে ॥
শোকেতে গোবিন্দ অতি নিরানন্দ মন ।
কহিল চেতনা লাভে কুন্তীর নন্দন ॥
অভিমন্যু মহাবীর আমার নন্দন ।
বধিলেক হেন মহাবীর কোন জন ॥
দূত বলে মহাশয় করি নিবেদন ।
তব পুত্রে জয়দ্রথ করিল নিধন ॥
অর্জ্জুন বলিলা পাপী কি কর্ম্ম করিল ।
অন্যায় করিয়া মম পুত্রকে মারিল ॥
আজি তারে বিনাশিব করিলাম পণ ।
অবশ্যই পাঠাইব যমের সদন ॥
শুন কৃষ্ণ নিবেদন চরণে তোমার ।
দিবসের মধ্যে তারে করিব সংহার ॥
জয়দ্রথে বিনাশিব থাকিতে ভাস্কর ।
শর্ব্বরী হইলে না ধরিব ধনুশর ॥
এমত প্রতিজ্ঞা করি আইলেন রণে ।
দ্রোণাচার্য্য জয়দ্রথে রাখিল গোপনে ॥
সমরেতে শক্তি নাহি দেখে জয়দ্রথে ।
হেথা পার্থ করিলা বীরত্ব নানা মতে ॥
তৃতীয় প্রহর বেলা ছাড়িলেন বাণ ।
তথাপি না জয়দ্রথের হইল সন্ধান ॥
চারি দণ্ড বেলা আছে যবে শেষ দিন ।
ভাবিয়া অর্জ্জুন বীর হইলেন ক্ষীণ ॥
তুমি কৃষ্ণ মন্ত্রণা করিলে সেই কালে ।
জয়দ্রথ বধ হেতু চক্র আরোপিলে ॥
তাহাতে সূর্য্যের তেজ হয় আচ্ছাদন ।
দেখিলেন পার্থ দিন হয় অবসান ॥
সন্ধ্যাকাল হইয়াছে মানে সর্ব্বজন ।
ভূমিতে নামিয়া বীর ত্যজিল বিমান ॥
অগ্নিকুণ্ড করিলেক মরিবার তরে ।
তাহা শুনি জয়দ্রথ যায় দেখিবারে ॥
চক্র ঘুচাইলা দীপ্ত হইল ভাস্কর ।
অর্জ্জুন আইল পরে হাতে ধনুঃশর ॥
সন্ধান পুরিয়া তারে করিল সংহার ।
কহ দেখি বাসুদেব এ চক্র কাহার ॥
সঞ্জয়ের মুখে আমি শুনিয়াছি সব ।
উপকার করিয়াছে যথেষ্ট মাধব ॥
না ঘুচে মনের দুঃখ কহি সেই কথা ।
প্রবোধিলে কর্ম্ম জন্ম সব লেখে ধাতা ॥
বিধির বিধাতা তুমি সর্ব্ব শাস্ত্রে কয় ।
ভাণ্ডিতে নারিবা মোরে শুন দয়াময় ॥
যত উপকার কৈলে আমার নন্দনে ।
এক মুখে সেই কথা কহিব কেমনে ॥
তবে কেন বল তুমি দুকুল সমান ।
তোমাকে এ যুক্তি নহে শুন ভগবান ॥
কেবল পাণ্ডব পক্ষ তুমি নারায়ণ ।
অতএব যুদ্ধ জয়ী ভাই পঞ্চজন ॥
আপনি করিলা তুমি কুরুকুল ক্ষয় ।
ত্রিভুবনে কে আছে করিতে পারে জয় ॥
ভীষ্ম দ্রোণ দুই জন মহা ধনুর্দ্ধর ।
শমন সভয়ে যারে মানিল সত্বর ॥
কি করিবে পাণ্ডুপুত্র আগ্রেতে তাহার ।
আপনি করিলা নষ্ট দেবকী কুমার ॥
এক শত পুত্র মম রণে মহাবলী ।
কপটে সবাকে নাশ কৈলে বনমালী ॥
বুঝিয়াছি তব মন লোহাতে গঠিল ।
তিল অর্দ্ধ তব হৃদে দয়া না জন্মিল ॥
সংপ্রীতি করিয়া যেবা করায় মিলন ।
তাহাকেই বন্ধু বলি শুন নারায়ণ ॥
তুমি দেব নারায়ণ সবার উপর ।
তোমাতে আচ্ছন্ন এই যত চরাচর ॥
তোমার মায়ায় বদ্ধ আছে যত প্রাণী ।
সর্ব্ব স্নেহ সবাকারে কর চক্রপাণি ॥

তোমা হৈতে আসেপ্রাণী তোমাতেমিলায়।
বিধাতা করেন সৃষ্টি তোমার কৃপায়॥
আপনি পালন সৃষ্টি কর সবাকার।
তোমার আজ্ঞায় শিব করেন সংহার।
তুমি সৃষ্টি তুমি স্থিতি প্রলয় কারণ।
তুমি ধাতা তুমি কর্ত্তা তুমি পঞ্চানন॥
সুমতি কুমতি তুমি সুযুক্তি মন্ত্রণা।
তোমা হৈতে বিভিন্ন না হয় কোন জনা॥
যত জীব তত শিব ঘটেতে তোমার।
বসিয়া প্রাণের ঘটে করহ বিহার॥
যে কর্ম্ম করিবা তুমি সেই কর্ম্ম হয়।
তুমি বল কালে করে এ বড় বিস্ময়॥
যেইকালে আপনি হইলা নারায়ণ।
কালেতে নিযুক্ত করি করাও নিধন॥
যত কিছু দেখ নাথ তোমার তরঙ্গ।
সংহার করিয়া সব বসি দেখ রঙ্গ॥
তুমি বল দুর্য্যোধন কর্ম্ম নাহি জানে।
কর্ম্মেতে হইয়া বদ্ধ কারে নাহি মানে॥
আপনার দোষে সেই হইল নিধন।
মিছা অনুযোগ মোরে দেও অকারণ॥
তুমি ধর্ম্ম তুমি ক্রিয়া তুমি ধ্যান যোগ।
যেমত যাহারে তুমি করাইলে ভোগ॥
সেইমত দুর্য্যোধন কৈলা আচরণ।
তবে কেন দোষ তারে দেও নারায়ণ॥
যুধিষ্ঠির ধর্ম্মপুত্র কিছুই না জানে।
ভ্রাতৃভেদ শিখাইলে পরম যতনে॥
শুন দেব নারায়ণ কহিব নিশ্চিত।
এমত করিতে তব না হয় উচিত।
তুমি বল আমি নহি কালে সব করে।
ইহা বলি কৃষ্ণচন্দ্র ভাণ্ডিবা আমারে॥
তার আগে কহ যেই জন নাহি জানে
আপনি নিমিত্ত ভাগী হইলা এক্ষণে॥
তুমিই সবার পর তব পর নাই।
ব্যাসের মুখেতে সব শুনিয়াছি তাই॥
ভাল বটে দূত হয়ে গিয়াছিলা তুমি।
দুই কুল হিত হয়ে মাগিবারে ভূমি॥
তাহাতে সম্মত না হইল দুর্য্যোধন।
তুমি কেন স্বদেশে না করিলা গমন॥
প্রকার করিয়া তুমি কহিলে ধর্ম্মেরে।
তাহাতে হইল ভেদ উভয় অন্তরে॥
সুহৃদয় হয় যেবা হেন কর্ম্ম তার।
তোমার না দিব দোষ দিব আর কার॥

যদি বিসম্বাদ হৈত ভাই দুই জনে।
তোমার উচিত মনে উপস্থিত রণে॥
তবে বন্ধু বলিতাম করিতে সমতা।
তুমি শিখাইয়া দিলা বিবাদের কথা॥
এখন জানিনু তুমি অনর্থের মূল।
বিনাশিলা তুমি কৃষ্ণ সব কুরুকুল॥
কহিতে তোমার কথা বিদরে পরাণ।
তবে কেন বল তুমি উভয় সমান॥
যাবৎ শরীরে মম রহিবেক প্রাণ।
তাবৎ জ্বলিবে দেহ অনল সমান॥
ক্ষত্রিয় সংগ্রাম ধর্ম্ম যুঝিয়া মরিত।
শুন কৃষ্ণ তাহে এত দুঃখ না হইত॥
তবে তব হৃদে সব রাখিতাম কথা।
অনুযোগ তোমাকে না করিতাম তথা॥
কুরুকুল বিনাশিলা বসুদেব সুত।
কহিতে অনল উঠে কি কব অচ্যুত॥
পুত্রশোকে কলেবর জ্বলিছে আমার।
বল দেখি হেন শোক হয়েছে কাহার॥
পুত্রগণ শোকে আমি যত পাই তাপ।
পাইবা যন্ত্রণা তুমি এই অভিশাপ॥
যেন মম বধূসব করিছে ক্রন্দন।
এইমত কান্দিবেক যত বধূগণ॥
তুমি যথা ভেদ কৈলা কুরু পাণ্ডবেতে।
যদুবংশ তথা হবে আমার শাপেতে॥
কৌরবের বংশ যেন হইল সংহার।
শুন কৃষ্ণ এইমত হইবে তোমার॥
গোবিন্দেরে শাপ দিলা কুপিয়া গান্ধারী।
শ্রবণেতে কম্পমান ধর্ম্ম অধিকারী॥
জানিলেন অন্তর্যামি হরি এ কারণ।
সতীর অলঙ্ঘ্য বাক্য না হবে লংঘন॥
জন্মিলাম আমি ভূমি ভার নিবারণে।
পৃথিবীর মহাভার গেল এত দিনে॥
ঈষৎ হাসিয়া কৃষ্ণ বলিল বচন।
মম বংশ মারিতে পারয়ে কোন জন॥
উঠহ গান্ধারী নাহি করিবা ক্রন্দন।
শাপ দিলা তথাপি না কর সম্বরণ॥
দুর্য্যোধন দোষে হৈল বংশের নিধন।
না জানিয়া আমাকে শাপিলা অকারণ॥
আমি যদি দোষে থাকি ফলিবেক শাপ।
আপনার দোষে আমি পাব মনস্তাপ॥
এতেক বলিয়া মায়া করি নারায়ণ।
পুত্রশোকে গান্ধারীকে করিল মোচন॥

মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

যুধিষ্ঠিরাদি কর্ত্তৃক মৃত স্বজন শরীর সৎকার ।

কৃষ্ণের বচনে ধৃতরাষ্ট্র নরপতি ।
যুধিষ্ঠিরে ডাকিয়া বলিল মহামতি ॥
মন দিয়া শুন পুত্র আমার বচন ।
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধেতে মরিল যত জন ॥
রাজ রাজেশ্বর রাজা কুমার রাজার ।
গণনা করিতে নারি কতেক সংহার ॥
সুহৃদ বান্ধব কারু নাহি সহোদর ।
সবাকার প্রেতকর্ম্ম করহ সত্বর ।
অগ্নিকার্য্য সবাকারে করিবে এখন ।
নিমন্ত্রিয়া যতেক আনিল দুর্য্যোধন ॥
তব আমন্ত্রণেতে আগত যত রাজ ।
না করিলে প্রেতকর্ম্ম হইবেক লাজ ॥
শ্রী ধৌম্য সঞ্জয় আর বিদুর সুমতি ।
ইন্দ্রসেন ধর্ম্মসেন যুযুৎসু প্রভৃতি ॥
ইহারা সকলে গিয়া তোমার সহিত ।
করুক অন্ত্যেষ্টি কর্ম্ম যে যার উচিত ॥
কেকয় প্রভৃতি যোদ্ধা ঘটোৎকচ বীর ।
অলম্বুষ রাক্ষসের দহিবা শরীর ॥
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে যত আসিল প্রাণী ।
সবার সৎকার কর ধর্ম্ম নৃপমণি ॥
ধৃতরাষ্ট্র আজ্ঞা শুনি ধর্ম্মের নন্দন ।
চিতা ধূমে অন্ধকার করিল গগণ ॥
যুযুৎসু দিলেন অগ্নি রাজার আজ্ঞায় ।
ভীমার্জ্জুন যুধিষ্ঠীর সহিত সহায় ॥
জ্ঞাতিগণে অগ্নি দিলা ধর্ম্মের নন্দন ।
চিতাধূমে অন্ধকার হইল গগণ ॥
অপর যতেক শিশু মৃত কুরুক্ষেত্রে ।
যুযুৎসু দিলেন অগ্নি রাজ আজ্ঞা মাত্রে ॥
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী হইল দাহন ।
অনুমৃতা হইল যতেক নারীগণ ॥
বিষাদ পাইয়া ধর্ম্ম করেন রোদন ॥
প্রবোধ দিলেন তাঁরে শ্রীমধুসূদন ॥
অপূর্ব্ব কৃষ্ণের লীলা কে বুঝিতে পারে ।
এ তিন ভূবন আছে যাঁহার শরীরে ॥
বিশ্বাস করয়ে লোক এ সব বচন ।
বিশ্বরূপ যশদা দেখিল নারায়ন ॥
চারি ভাই সঙ্গে লয়ে পাণ্ডুর কুমার ।
গেলেন গঙ্গার স্থানে হেতু যত আর ॥

গঙ্গায় চলিল সবে গোবিন্দ সংহতি ।
পঞ্চ পাণ্ডবাদি ধৃতরাষ্ট্র নরপতি ॥
গান্ধারী প্রভৃতি কুন্তী দ্রুপদ নন্দিনী ।
উত্তরা প্রভৃতি আর যতেক রমণী ॥
স্নানাদি করিল সবে জাহ্নবীর জলে ।
ধৌম্য পুরোহিত মন্ত্র পড়ান সকলে ॥
দুর্য্যোধন আদি করি শত সহোদর ।
করিলেন সবার তর্পণ নৃপবর ॥
আর যত রাজগণ সংগ্রামে মরিল ।
একে একে সবাকার তর্পণ করিল ॥
ক্ষত্রমতে নিত্য কর্ম্ম ছিল পূর্ব্বাপর ।
সেইমত করিল পাণ্ডুর সহোদর ॥
স্ত্রী পুরুষ কৈল যত পারত্রিক কর্ম্ম ॥
যেমত বিধান ছিল শাস্ত্রমত ধর্ম্ম ॥
হেনকালে কুন্তীদেবী গিয়া সেই স্থান ।
যুধিষ্ঠিরে কহিলেন মধুর বচন ॥
কর্ণ মহাবীর ছিল আমার নন্দন ।
সুত পুত্র বলি যারে বলিলা বচন ॥
কন্যাকালে জন্ম হৈল আমার উদরে ।
সূর্য্যের ঔরসে জন্ম জানাই তোমারে ॥
অসময় বলি তারে করি বিসর্জ্জন ।
মঞ্জুষা করিয়া জলে ভাসাই তখন ॥
তবে সুত পায়ে তারে করিল পালন ।
প্রসিদ্ধ হইল তেঁই রাধার নন্দন ॥
বলবান দেখি দুর্য্যোধন নিল তারে ।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই জানাই তোমারে ॥
প্রিয় সহোদর তব কর্ণ অঙ্গপতি ।
তাহার তর্পণ কর ধর্ম্ম মহামতি ॥
মায়ের বচন শুন রাজা যুধিষ্ঠির ।
দুই ধারে ছাড়িলেন নয়নের নীর ॥
বিষাদ করিয়া ধর্ম্ম করেন রোদন ।
প্রবোধ দিলেন তারে শ্রীমধুসূদন ॥
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন কুন্তীরে তখন ।
পুনশ্চ কহিলা কর্ণ জন্মবিবরণ ।
দুর্ব্বাসার মন্ত্রলাভ যেমন প্রকারে ।
কহিলা সকল কথা রাজা যুধিষ্ঠিরে ॥
এতেক শুনিয়া ধর্ম্ম মায়ের বচন ।
মলিন বদনে পুনঃ করিল রোদন ॥
এত দিনে হেন কথা কহিলা জননী ।
কর্ণ মম সহোদর এত দিনে শুনি ॥
ভ্রাতৃবধ করি আমি পাপিষ্ঠ চণ্ডাল ।
কর্ণ মম সহোদর বিক্রমে বিশাল ॥

হাহাকার করিয়া কান্দেন পঞ্চ জন।
পুনশ্চ প্রবোধ দিলা দেবকীনন্দন॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা শোকেতে জর্জ্জর।
যোড়হাতে কহিলেন জননী গোচর॥
শুন গো জননী আমি করি নিবেদন।
জানিলে না করিতাম কর্ণের নিধন॥
গুপ্ত করি রাখিল না কহিলা আমারে।
বৃথা বধ করিলাম জ্যেষ্ঠ সহোদরে॥
এ সকল কথা যদি কহিতে জননী।
তবে কেন বিনাশিব কর্ণ মহাজ্ঞানী॥
তবে কেন বিনাশিব রাজা দুর্য্যোধনে।
দুঃশাসন দুর্ম্মুখ আদি ভাই শত জনে॥
তবে কেন ভীষ্ম বীর ইদৃশ হইবে।
অভিমন্যু পুত্র কেন রণেতে পড়িবে॥
তবে কেন হইবেক দ্রোণের নিধন।
পূর্ব্বেতে এ সব যদি কহিতে বচন॥
দৈবে কর্ণ রাজা ছিল হস্তিনানগরে।
দুর্য্যোধন তার বাক্য অন্যথা না করে॥
কর্ণ আজ্ঞাকারী ছিল যত কুরুগণ।
যুদ্ধ না হইত মাতা জানিলে এমন॥
হেন ভাই বধিলাম রাজ্যের লাগিয়া।
ধিক২ যাক প্রাণ দেহ তেয়াগিয়া॥
জ্যেষ্ঠ ভাই পিতৃ তুল্য সর্ব্ব শাস্ত্রে বলে।
এ কলঙ্ক রাখিলাম আপনার কুলে॥
এ বড় দারুণ শূল রহিল অন্তরে।
এত দিনে হেন কথা কহিলা আমারে॥
মা হইয়া পুত্র প্রতি এমত তোমার।
শুনগো জননী পাপ বাড়িল আমার॥
শাপ দিব আমি দুঃখ বড় পাই মনে।
গুপ্ত কথা না থাকিবে নারীর বদনে॥
নারীর অন্তরে আর কথা না রহিবে।
অতি গুপ্ত কথা হৈলে প্রকাশ হইবে॥
এত বলি যুধিষ্ঠির অতি শোকাকুল।
পুনঃ প্রবোধেন কৃষ্ণ হয়ে অনুকূল॥
কৃষ্ণ বাক্যে প্রীতি পায়ে পাণ্ডুর নন্দন।
শাস্ত্রমত করিলেন কর্ণের তর্পণ॥
ঘটোৎকচ রাক্ষসের করিল তর্পণ।
পুনঃ স্নান করি কূলে উঠিলা তখন॥
রহিলেন কূলে ধর্ম্ম হইয়া অসুখী।
ভীমার্জ্জুন সহদেব সবে হন দুঃখী॥
গান্ধারী পুত্রের শোকে বিস্তর কান্দিল।
পতিহীনা নারীগণ যত সঙ্গে ছিল॥

শান্ত করি যুধিষ্ঠীর আইল শিবিরে।
ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি রহিল অনাহারে॥
শিবিরে রহিল হয়ে বিষাদিত মনে।
পুত্রশোকে গান্ধারী কান্দেন রাত্রি দিনে॥
অনাহারে তিন রাত্রি করিল বঞ্চন।
নিশিযোগে ফলাহার করি সর্ব্বজন॥
গান্ধারী পুত্রের শোকে করেন রোদন।
আহা মরি কোথা গেল পুত্র দুর্য্যোধন॥
আজি তিন দিন হৈল পুত্র নাহি দেখি।
কোথা দুর্য্যোধন কোথা দুর্ম্মুখ আদি কি॥
কহিল কৃষ্ণের প্রতি করিয়া রোদন।
আজি শূন্য হৈল মম সকল ভুবন॥
কোথা গেল দুর্য্যোধন কহ যদুমণি।
অকারণে প্রাণ ধরি আমি অভাগিনী॥
সকল সংসার শূন্য পুত্রাদি বিহনে।
শুন কৃষ্ণ কত দুঃখ উঠে মম মনে॥
শত পুত্র আমার যেমন শশধর।
কি হইল কোথা গেল কহ যদুবর॥
সে হেন সুন্দর মুখ অনলে পুড়িল।
নানা আভরণ অঙ্গে কেবা কাড়ি নিল॥
অগুরু চন্দন লিপ্ত ছিল নিরন্তরে।
কেমনে অনল দিলে এমন শরীরে॥
নানা ভোগ নানা রসে থাকিত সকলে।
হেন তনু ছারখার করিল অনলে॥
স্বপ্ন তুল্য দেখি এই সকল সংসার।
কহ কোথা গেল মম শতেক কুমার॥
সুবর্ণ রচিত পুরী নিল কোন জন।
কহ কৃষ্ণ কোথা গেল আমার নন্দন॥
সুকুন্তল কনক শরীর সুকুমার।
দুঃশাসন আদি পুত্র কোথা সে আমার॥
হইলাম শোক দুঃখ ভয়েতে উন্মনা।
কোথা শত বধূ মম খঞ্জন নয়না॥
স্মরণ করিতে মম বিদরে পরাণ।
হস্তিনা হইল শূন্য শুন ভগবান॥
এ বড় অন্তরে দুঃখ রহিল আমার।
বৃদ্ধকালে কিবা গতি হইবে রাজার॥
মরিলে পুত্রের হাতে না হবে আগুন।
ইহা ভাবি আরো দুঃখ বাড়ে চতুর্গুণ॥
কি বুঝিয়া বিধি এত করিলে আমারে।
শুন হে করুণাময় নিবেদি তোমারে॥
এত জ্বালা আগেতে না জানি গদাধর।
পুত্রশোকে আমার দহিবে কলেবর॥

শুন পুত্র ভীমসেন আমার বচন।
আর বিষ তোমাকে না দিবে দুর্য্যোধন॥
আর কেবা জতুগৃহ করিবে নির্ম্মাণ।
ঘুচাইল সব ভয় প্রভু ভগবান॥
শকুনি আমার ভাই গেল কোথাকারে।
আর কে মন্ত্রণা দিবে আমার পুত্রেরে॥
যুধিষ্ঠির শুন তব হইল সুদশা।
আরকে তোমার সঙ্গে খেলাইবে পাশা॥
গান্ধারের নাথ কোথা দুরন্ত শকুনি।
তোমা সবাকার ভয় ঘুচল এখনি॥
এত বলি গান্ধারী পড়িল ভূমিতলে।
যুধিষ্ঠির ধরিয়া তুলিল সেই স্থলে॥
শান্তনা করেন কৃষ্ণ বিবিধ প্রকারে।
নানা বিধ শাস্ত্র কথা বুঝাইয়া তাঁরে॥
শুনগো গান্ধারী শুন যুদ্ধ বিবরণ।
ভূমিষ্ঠ হইল যবে রাজা দুর্য্যোধন॥
এ শোকে সে সব কথা না হয় বিধান।
বিদুর কহিল যত সকলি প্রমাণ॥
দুর্য্যোধন শোকেতে ক্রন্দন কর বৃথা।
অনিত্য সংসার এই আমি আছি কোথা॥
অদ্য বা শতান্তে হয় অবশ্য মরণ।
শুনগো গান্ধারী শোক কর অকারণ॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি॥
শুন শুন সকলে হইয়া এক মন॥
কাশীরাম দাস কহে ভারত কথন।

হস্তিনাতে গিয়া রাজত্ব গ্রহণার্থ যুধিষ্ঠীরের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের আগ্রহ।

বলিলেন জন্মেজয় শুন মুনিবর।
শুনিলাম গান্ধারীর শোক বহুতর॥
পতি বিনা নারী যত পাইল যাতনা।
কৃষ্ণ তাহে কি রূপেতে করিল সান্ত্বনা॥
সে সব বৃত্তান্ত মুনি বলিবে আমায়।
যুধিষ্ঠির কি রূপে আসিল হস্তিনায়॥
বলিলেন বৈশম্পায়ন শুন নরপতি।
কহিব প্রত্যেকরূপে সকল ভারতী॥
পুনঃ পুনঃ বাড়ে শোক নহে নিবারণ।
তাহা দেখি ঈষৎ হাসিল নারায়ণ॥
বিচারিয়া কহিলেন যুধিষ্ঠির স্থানে।
হস্তিনা নগরে তুমি চল এই ক্ষণে॥
শূন্য আছে রাজ্য বটি যাইতে উচিত।
শোক সম্বরণ করি চলহ ত্বরিত॥
সিংহাসনে বসি কর প্রজার পালন।
অনুকূল তোমাতে সকল প্রজাগণ॥
হস্তিনার লোক দুঃখী তোমা অদর্শনে।
অযোধ্যায় লোক যেন রাম গেলে বনে॥
রাবণ মারিয়া রাম আইলেন দেশে।
করিলেন প্রজাগণ পালন বিশেষে॥
সেই মত কর তুমি হস্তিনা নগরে।
পালিবা সকল প্রজা প্রসন্ন অন্তরে॥
উদ্বেগ কলহ কভু সেবনেতে বাড়ে।
শোকে মন দিলে রাজলক্ষ্মী তার ছাড়ে॥
রামায়ণ শুনিয়াছি শুনিতে কৌতুক।
সুগ্রীব বালিকে মারি পাইলেন সুখ॥
রাবণ মারিয়া রাজ্য নিল বিভীষণ।
পুর্ব্বাপর নীতি এই শুন বিচক্ষণ॥
দেবাসুর যুদ্ধ কথা শুনিয়াছ [illegible]মি
পুনঃ২ সে কথা কহিব কত আমি॥
বিলম্ব না কর আর শত্রু গেল ক্ষয়।
সুখে রাজ্য কর গিয়া পাণ্ডুর তনয়॥
পূর্ব্বে কহিয়াছি যেন পাইলা প্রমাণ।
এখন করিতে শোক না হয় বিধান॥
এত যদি কহিলেন দেব নারায়ণ।
খেদেতে কহিল পুনঃ ধর্ম্মের নন্দন॥
শুন কৃষ্ণ আর আমি হস্তিনা না যাব।
মরণ পর্য্যন্ত কুরুক্ষেত্রে জল খাব॥
রাজ্য ধনে আমাদের নাহি প্রয়োজন।
সহিতে না পারি আর যুবতী রোদন।
পতিহীনা যুবতীরা শোকে নিরন্তর।
শুন কৃষ্ণ মোরে গালি দিবেক বিস্তর॥
শুনিতে নারিব আমি নিন্দিবেক লোকে।
এত সব ক্ষমা কভু যাইতে আমাকে॥
এই সব পাপে আমি না পাব নিস্তার।
হস্তিনা যাইতে কভু না বলিবা আর।
বড়ই নিন্দিত কর্ম্ম করিয়াছি আমি।
হস্তিনা যাইতে কৃষ্ণ না বলিবা তুমি॥
মম সম পাপী নাহি শুন গদাধর।
রাজ্য লাগি বধিলাম জ্ঞাতি সহোদর॥
ভীমার্জ্জুনে লয়ে তুমি যাও হস্তিনায়।
আমার সুযুক্তি এই জানাই তোমায়॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারিকে দিয়া সাধারণ।
ভীমার্জ্জুন সহ কর হস্তিনা গমন॥
কুন্তিদেবী লয়ে আর দ্রুপদ নন্দিনী।
বিরাট তনয়া নিয়া যাও চক্রপাণি॥

হস্তিনাতে যাও তুমি সবাকে লইয়া।
কুরুক্ষেত্রে থাকি আমি তপস্বী হইয়া॥
অনাহারে শরীর ত্যজিব আপনার।
শুন কৃষ্ণ জ্ঞাত করি গোচরে তোমার॥
যে আছে আমার মনে করিব সে কর্ম্ম।
কদাচিত রাজ্য ভোগ না করি অধর্ম্ম॥
বান্ধব না আছে মম কি কায রাজত্বে।
ভাই বন্ধু বিনাশিয়া কি হবে বীরত্বে॥
পিতামহ গুরু বধে না পায় নিষ্কৃতি।
কেমনে হস্তিনা যাই বল যদুপতি॥
গান্ধারীর শোক নিত্য পুত্রের কারণে।
কেমন করিয়া তাহা দেখিব নয়নে॥
পুত্রশোকে ধৃতরাষ্ট্র ছাড়িবে নিশ্বাস।
সহিতে না পারি আমি শুন শ্রীনিবাস॥
উত্তরা কান্দিবে নিত্য অভিমন্যু শোকে।
অবিরত নিত্য২ কান্দিবেক লোকে॥
কর্ণ শোকে জননী কান্দিবে নিরন্তর।
দেখিতে নারিব তাহা শুন গদাধর॥
নিত্য২ পাব দুঃখ হস্তিনাতে গিয়া।
ক্ষমা দেও কৃষ্ণ বলি বিনয় করিয়া॥
পুনঃ কিছু না বলিবে শুন যদুরায়।
হস্তিনাতে যাও তুমি দিলাম বিদায়॥
ভীমার্জ্জুন লয়ে দেশে করহ গমন,
যত্ন না করিবা তুমি দেব নারায়ণ॥
শুনহ অর্জ্জুন ভাই আমার ভারতী।
রাজা হৈয়া পালন করিবা বসুমতি॥
ধৃতরাষ্ট্র আজ্ঞায় করিবা সব কর্ম্ম।
তবে সে রহিবে ভাই আপনার ধর্ম্ম॥
গান্ধারী সেবিবে ভাই কুন্তীর সমান।
তবে সে হইবে ভাই সবার কল্যাণ।
যাও ভীম রাজ্যভোগ কর গিয়া সুখে।
আমি যাব দুর্য্যোধন গিয়াছে যে মুখে॥
যথা কর্ণ সহোদর দ্রোণ মহাবীর।
সেবা হেতু সে স্থানে যাইব আমি স্থির॥
বিরাট দ্রুপদ আর শিখণ্ডী শকুনি।
অর্জ্জুন নন্দন অভিমন্যু গুণমণি॥
আর যত মরিয়াছে আমার কারণে।
তাহাদের ত্যজি আমি যাইব কেমনে॥
বীর শূন্য করিলাম বসুমতী আমি।
এ সব নিন্দিত কর্ম্মে হব অধোগামী॥
এত যদি কহিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
বুঝাইয়া পুনশ্চ কহিলেন নারায়ণ॥

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশিরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

যুধিষ্ঠির প্রতি শ্রীকৃষ্ণের নানাপ্রকার পুর্ব্বাপর ইতিহাস কথন।

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

ধর্ম্মের বচন শুনি, বিচারিয়া চক্রপাণি,
পুর্ব্বকথা কহিল রাজারে।
ভ্রাতৃবধ বলি তুমি, ভয় কর নৃপ স্বামী,
যুদ্ধ নিত্য হয় দেবাসুরে॥
শুন রাজা যুধিষ্ঠির, নিজ মন কর স্থির,
শুন কহি পুর্ব্বের কথন।
পরাশর সুত ব্যাস, করিলেন যে প্রকাশ;
শ্রবণে কলুষ বিনাশন॥
হইল দ্বিতীয় সুত, কশ্যপ ঔরস যুত,
স্বর্গে ইন্দ্র দেবতার রাজা।
অমরাবতীর নাথ, পুষ্প যার পারিজাত,
রমণী যাহার পুলোমজা॥
দৈত্যগণ মহিতলে, রাজ্য করে বাহুবলে;
নাম কত লইব তাহার।
কোটি২ সৈন্য সঙ্গে সুরপুরে যায় রঙ্গে,
লইতে ইন্দ্রের অধিকার॥
কুলিশ করিয়া হাতে, আরোহিয়া ঐরাবতে,
শচিপতি করেন সংগ্রাম।
যুদ্ধ হৈল দুই জনে, বিবিধ দুঃসহ রণে,
কত দিনে না হয় বিশ্রাম।
যুদ্ধ হয় দিবানিশি, অনুদয় রবি শশী,
কোটি২ মরে রণ স্থলে।
সে কথা কহিব কত, শুন ওহে ধর্ম্মসুত;
পুরাণ শাস্ত্রেতে হেন বলে॥
নমুচি সম্বর নাম, দৈত্য ছিল বলবান,
বৃষপর্ব্ব দৈত্যের ঈশ্বর।
যার যশ পৃথিবিতে, লোক গায় হরাবতে;
যুদ্ধ কৈল সহস্র বৎসর॥
অগ্নি মন্দানল হৈল, শাস্ত্রে হেন বুঝাইল,
সেকথা কহিব কত আমি।
ভ্রাতৃ মারি কত জন, নিল রাজ্য সিংহাসন,
মুনি মুখে শুনিয়াছি আমি॥
হিরণ্যকশিপু নাম, দৈত্য ছিল বলধাম,
হিরণ্যাক্ষ তার সহোদর।
উদ্যম করিল কত, বিনাশিল শত শত,
যুদ্ধ পাঁচ সহস্র বৎসর॥

ইন্দ্র বজ্র ধরি করে, বিনাশিল দানবেরে
ইহা বলি নাদিলেন ক্ষমা।
নীতি আছে পুর্ব্বাপর, অচরিবা নৃপবর,
এতে কেহ না নিন্দিবে তোমা ॥
গরুড় কশ্যপসুত, বিনতা উদর জাত,
কদ্রুর তনয় নাগগণ।
সর্প গরুড়েরে দেখে, সোদর করিয়া লেখে,
নাগ খগেশ্বরের ভক্ষণ ॥
তুমি কর মনে ভয়, শুন ধর্ম্ম মহাশয়,
কিন্তু হইয়াছে পুর্ব্বকালে।
আমার বচন শুনি, শোক ত্যজ নৃপমণি,
হস্তিনাতে চলহ সকলে ॥
শুনিয়া পুরাণ কথা, দুর কর মন ব্যথা,
রামায়ণ শুন নরপতি)
বালি বানরের সুত, রূপ গুণে বিভূষিত,
সুর্য্যপুত্র সুগ্রীব সুমতি ॥
বসতি কিষ্কিন্ধ্যাপুরে, সমভাবে রাজ্য করে,
কত দিনে বিবাদ জন্মিল।
মায়াবী দুন্দুভি নাম, দুষ্ট দৈত্য বলবান,
বালি সঙ্গে যুঝিতে আইল ॥
সহিতে না পারি রঙ্গ, মায়াবী দিলেক ভঙ্গ,
দুন্দুভি যে পড়িল সমরে।
দৈত্যের দেখিয়া ভঙ্গ, বালির বাড়িল রঙ্গ,
পিছে তার চলিল সত্বরে ॥
দেখিয়া সুরঙ্গ পথ, বালিরাজা মনোনিত,
সুগ্রীবে রাখিল সেই স্থানে।
আপনার বাহুবলে, চলি গেল রসাতলে,
যুদ্ধ হৈল দানবের সনে ॥
এক সম্বৎসর হৈল, বালি রাজা না আইল,
সুগ্রীব তা মনে বিচারিয়া।
শোণিত সুড়ঙ্গদ্বারে, সুগ্রীব কাঁপিল ডরে,
দ্বার রুদ্ধ কৈল শিলা দিয়া ॥
বালি গৈল রসাতলে; সুগ্রীব পাত্রেরে বলে,
বসিলেক রাজসিংহাসনে।
তারা উমা সঙ্গে মিলি, সুগ্রীব করয়ে কেলি,
বালির রাজা আসে কতদিনে ॥
বালি মহামন্তাপে; সুগ্রীবে কটিত কোপে;
পাত্র মিত্র নীতি বুঝাইল।
সুগ্রীব পাইয়া ভয়, কিষ্কিন্ধ্যায় নাহি রয়,
প্রাণভয়ে পলাইয়া গেল ॥
ভ্রমণ করিল যত, তাহা বা কহিব কত,
শ্রীরামে দেখিয়া করে মিতা।
সুগ্রীব বলিল মিতা, শুনহ আমার কথা,
বালি নিল আমার বনিতা।
শুনি সুগ্রীবের কথা, শ্রীরাম পাইল ব্যথা,
বালি বধে করিল স্বীকার।
শ্রীরামের বাণে বালি, লোটাইল পড়ে ধূলি,
তনু ত্যজি গেল স্বর্গদ্বার ॥
সুগ্রীব হইল রাজা, নিজ রাজ্যে পালে প্রজা,
তারা উমা সহ করে কেলি।
রামের সাহায্য হেতু, সাগরে বান্ধিল সেতু,
সকল বানর সেনা মিলি ॥
কার আয়োজন কত, লঙ্কায় হইল গত,
অবহিত শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
সঙ্গে তার সৈন্য যত, তাহা বা কহিব কত;
রাবণের বধিতে জীবন ॥
হেনকালে নিশাচর, রাবণের সহোদর,
বিভীষণ রামের গোচরে।
রাম সিন্ধুতটে বসি, শরণ লইল আসি,
সকল কহিল সবরে ॥
রাক্ষস কহিল তাতে, ঘৃণা নাহি রঘুনাথে;
মিত্র বলি দেন আলিঙ্গন।
বহু দিন যুদ্ধ হয়, হইল রাবণ ক্ষয়,
লঙ্কা রাজ্য দিল বিভীষণ ॥
এ সকল বিষ্ণু অংশ, ভ্রাতৃগণে করি ধ্বংস,
নানা ভোগ করিল তথায়।
তুমি মিথ্যা কর ভয়, যুধিষ্ঠির মহাশয়,
শীঘ্র রাজা চল হস্তিনায় ॥
ভারতের পুণ্যকথা, শুনিলে ঘুচিবে ব্যথা,
ভজ মন হয়ে থাক রত।
কাশীদাস দেব বলে, সুগন্ধি পাইলে কালে,
ভজ কৃষ্ণ চরণ সতত ॥

শ্রীকৃষ্ণ ব্যাস নারদের নানা উপদেশে
যুধিষ্ঠীরাদির হস্তিনায় গমন।

বলিল বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
যুধিষ্ঠীরে বিস্তর কহিল নারায়ণ ॥
অঙ্গিকার তথাপি না করেন রাজন।
পুনশ্চ কহেন কৃষ্ণ মধুর বচন ॥
শুনহ ধর্ম্মরাজ ক্ষমা দেও মনে।
হস্তিনানগরে চল আমার বচনে ॥
পৃথিবী পালন কর সিংহাসনোপর।
ধর্ম্মের নন্দন তুমি হবে রাজ্যেশ্বর ॥
কত দুঃখ পাইয়াছ বেড়াইয়া বনে।
সে সকল কথা কেন নাহি কর মনে ॥

রজস্বলা দ্রৌপদীর কেশেতে ধরিল।
সভামধ্যে দুঃশাসন অনীতা করিল ॥
দ্রৌপদীরে উরু দেখাইল দুর্য্যোধন।
তাহা সব পাসরিলা ধর্ম্মের নন্দন ॥
তথাপি এতেক ভয় বুঝিতে না পারি।
বিলম্ব না কর চল হস্তিনানগরী ॥
এত যদি কহিলেন দেবকীনন্দন।
দিলেন পাণ্ডব জ্যেষ্ঠ উত্তর তখন।
যতেক কহিলা কথা কৃষ্ণ মহাশয়।
কিন্তু মম মনে তাহা কিছুই না লয় ॥
দুর্য্যোধন পাইল আপন কর্ম্ম ফল।
আমাকে উচিত নহে সাধক বৎসল ॥
রাজ্যভোগ কখন না লয় মম মনে।
নিরবধি পড়ে মনে ভাই দুর্য্যোধনে ॥
যুক্ত নয় সে সকল বচন শুনিতে।
ভীমার্জ্জুন লয়ে তুমি যাও হস্তিনাতে ॥
গোবিন্দ বলেন শুন পাণ্ডুর নন্দন ॥
পুনঃ পুনঃ বাক্য মম না কর লঙ্ঘন ॥
তোমাকে না শোভে হেন দিতে অনুমতি।
তুমি রাজা হৈলে আমি পাইব সংপ্রীতি ॥
এমত কৃষ্ণের লীলা কেহ নাহি জানে।
অনুমতি দিল ধর্ম্ম কৃষ্ণের বচনে ॥
হস্তিনা যাইব চল দেব গদাধর।
শুনিয়া সানন্দ মন বীর বৃকোদর ॥
যুধিষ্ঠির হইবেন রাজা হস্তিনার।
শুনি আনন্দিত মন মাদ্রীর কুমার।
অর্জ্জুন প্রফুল্ল চিত্ত ধর্ম্মের বচনে।
করিলেন ত্বরা অতি হস্তিনা গমনে ॥
হেনকালে ধৃতরাষ্ট্র বলিল ক্রন্দনে।
কোথায় রাখিয়া যাই পুত্র দুর্য্যোধনে ॥
দুঃশাসন দুর্ম্মুখ প্রভৃতি যতজন।
আমাকে লইয়া যাও শুন বাছাধন ॥
দেশেতে দেখিব গিয়া আমি কার মুখ।
পাণ্ডব নিলেক রাজ্যধনজন সুখ ॥
সকরুণ হেন কথা কহিল রাজন।
যুধিষ্ঠির হইলেন তাহে অচেতন ॥
ভূমিতে পড়িল ধর্ম্ম হইয়া মূর্চ্ছিত।
কৃষ্ণার্জ্জুন সহদেব দেখি বিমোহিত ॥
নৃপতিকে বসাইল তুলিয়া শ্রীহরি।
বসিয়া কহেন রাজা কৃতাঞ্জলি করি ॥
কি আর প্রবোধ বাক্য বল চক্রধারী।
জ্যেষ্ঠতাত শোক আর সহিতে না পারি ॥
কেমনে এ সব কথা শুনিব শ্রবণে।
শুন কৃষ্ণ নাহি মম রাজ্য প্রয়োজনে ॥
দ্রৌপদী মরিবে পঞ্চ পুত্র বিবর্জ্জিতা।
অভিমন্যু শোকে কান্দে বিরাট দুহিতা ॥
ভাই বন্ধু গেল সব ক্ষত্রিয় নাশক।
লিখিতে না পারি যত আমার পাতক ॥
প্রাণত্যাগ প্রায়শ্চিত্ত করিব ইহার।
আর কিছু না বলিবা দৈবকী কুমার ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বিরাটাদি দ্রুপদ রাজন।
রাজ্য হেতু নাশিলাম শুন নারায়ণ ॥
পৃথিবীতে আছিল যতেক নরপতি।
মম হেতু সবাকার হইল দুর্গতি ॥
কেন পাপ অংশা আমি করিলাম মনে।
কুরুকুল নষ্ট হৈল আমার কারণে ॥
রাজ্য লুব্ধ হই আমি হইয়া দুরন্ত।
ভীষ্ম হেন পিতামহ করিলাম অন্ত ॥
শিখণ্ডী সম্মুখে গিয়া কৈল অপমান।
পিতামহ অর্জ্জুনের বাণে ম্রিয়মাণ ॥
রথে হৈতে যখন পড়িল ভীষ্ম বীর।
আকাশ হইতে যেন খসিল মিহির ॥
পুষিয়া পালিয়া মোরে শিখাইল নীত।
কেন পিতামহে মারি না হয় উচিত ॥
কহিতে অধিক দুঃখ উঠে নারায়ণ।
রাজ্যে কার্য্য নাহি মম পুনঃ যাই বন ॥
পরে ব্যাস প্রবোধ দিলেন নরবরে।
শুন ধর্ম্ম কোন শোক না ভাব অন্তরে ॥
আমি যাহা কহি তাহা শুন মন করি।
গত জীবে শোক হৈলে বাড়ে যত অরি ॥
যথায় সংযোগ তথা বিয়োগ অবশ্য।
সলিল বিম্বক যেন সংসার রহস্য ॥
জন্মিলেই মরণ অবশ্য গণে লোকে।
দেহ ধরি না করিবা জন্ম মৃত্যু শোকে ॥
এ সব ঈশ্বর লীলা শুন নরপতি।
সেই সে বুঝিতে পারে কৃষ্ণে যার মতি ॥
চিরজীবি কেহ নহে শুন যুধিষ্ঠির।
কালেতে বিনাশ হয় ভৌতিক শরীর ॥
ইহাতে বিষাদ কেন করিয়া রাজন।
পুনঃ পুনঃ আপনি কহেন নারায়ণ ॥
এত যদি শুনাইল বহু ইতিহাস।
যুধিষ্ঠীরে প্রবোধ দিলেন মুনি ব্যাস ॥
আপনি নারদ মুনি ধর্ম্মেরে কহিল।
তবে যুধিষ্ঠির রাজা শোক পাসরিল ॥

হিত কথা কহিলেন ব্যাস মুনিবর।
তাহাতে আপনি কেন না দেন উত্তর॥
এতেক কহেন যদি কমললোচন।
কিছু না কহেন তাঁরে ধর্ম্মের নন্দন॥
পুনঃ ব্যাস মুনি তাঁরে বুঝান বিস্তর।
মৌনভাবে রাজা তাঁরে না দিল উত্তর॥
কহিল নারদ মুনি নানা উপদেশ।
না করিবা শোক রাজা কহিনু বিশেষ॥
জ্ঞাতিবধ বলি নাহি ভয় কর এতে।
শোক নিবার্ত্তিয়া রাজা চল হস্তিনাতে॥
শ্রাদ্ধ শান্তি কর দুর্য্যোধনাদির সব।
ক্ষয় কর মৃত্য শোক বৃথা অনুভব॥
ধর্ম্মকথা নিরবধি করিবা শ্রবণ।
তবে শোকহীন হবে শান্ত কর মন॥
গঙ্গা হৈতে জাত ভীষ্ম শান্তনুতনয়।
তাঁর দরশনে পাপ হইবেক ক্ষয়॥
মহাবলবান ভীষ্ম শান্তনুনন্দন।
তাঁর দরশনে পাপ হবে বিমোচন॥
শ্রবণ করিতে বেদ অভ্যাস করিল।
ব্রহ্মার তনয় হৈতে সুশিক্ষা পাইল॥
মার্কণ্ডেয় মুনি হৈতে ধর্ম্মের কথন।
পরশুরামের প্রাপ্ত অস্ত্র অগণন॥
ত্রিভুবনে প্রতিষ্ঠিত তাঁহার সম্পদ।
সাক্ষাৎ ব্রহ্মার যেন ছিল সভাসদ॥
মহাধর্ম্মশীল ভীষ্ম মহাতেজোময়।
ঘুচাবেন তিনি সব মনের সংশয়॥
তাঁর দরশনে দূর হবে অমঙ্গল।
শুনিলে জ্ঞানের কথা হইবে নির্ম্মল॥
বুঝাইয়া কহিলা নারদ দামোদর।
ব্যাসের বচন রাখ শুন নরবর॥
শোক ত্যজ মহারাজ শান্ত কর মন।
হস্তিনাতে কর গিয়া সমস্ত পালন॥
অনাথ ব্রাহ্মণ সব চাহেন তোমাকে।
তোমার কারণে নিত্য কান্দে প্রজালোকে॥
অবশেষে যে আছেন পৃথিবীর পতি।
উপাসনা হেতু স্থিত শুন নরপতি॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির করিয়া সম্মতি।
হস্তিনায় যাইতে দিলেন অনুমতি॥
ধৃতরাষ্ট্রে অগ্রে করি পাণ্ডুরনন্দন।
হস্তিনাপুরীতে শীঘ্র করিল গমন॥
রথে চড়ি ধর্ম্মরাজ চলিল হস্তিনা।
তাহা দেখি ভীমার্জ্জুন আনন্দিত মনা॥

দিব্য রথে চড়িলেন পাণ্ডবের পতি।
তাহাতে সারথি হন ভীম মহামতি॥
কৃষ্ণার্জ্জুন রথেতে চড়েন দুইজন।
সহদেব নকুল করিল আরোহণ॥
ধৃতরাষ্ট্র নরপতি চলিল বিমানে।
সঞ্জয় যুযুৎসু আদি সঙ্গে দুইজনে॥
গান্ধারী প্রভৃতি কুন্তী নারীগণ যত।
হস্তিনা গমনে সব চাপিলেন রথ॥
শোকেতে গান্ধারী দেবী চতুর্দ্দিকে চান।
দুর্য্যোধন বলি বুকে বিন্ধে যেন বাণ॥
থাক কুরুক্ষেত্রে মম যতেক নন্দন।
আমি অভাগিনী যাই আপন ভবন॥
দারুণ বিধাতা এত করিল আমাকে।
কোথায় ত্যজিয়া আমি যাইব সবাকে॥
এত বলি মহাদেবী বিলাপ করিল।
সারথি সুজন রথ শীঘ্র চালাইল॥
সাত্যকি চালিলা রথে হরষিত মন।
কোলাহল করি চলে হস্তিনাভবন॥
করে ভীম সিংহনাদ মনে অতি প্রীত।
তাহা শুনি গান্ধারীর হৃদয় দুঃখিত॥
শীঘ্রগতি গেল দূত হস্তিনানগরে।
জানাইল ধর্ম্ম আগমন সবাকারে॥
দূতমুখে সম্বাদ পাইয়া পাত্রগণ।
সবে মেলি করিলেন নগর সাজন॥
চান্দোয়া চামর আদি টাঙ্গাইল পথে।
প্রবাল মুকুতা দাম শোভে চারিভিতে॥
বান্ধিল যে তোড়া সব বড় ইচ্ছা করি।
করিলেন কদলী রোপণ সারি সারি॥
পুষ্পমালা বনমালা নগরে নগরে।
সুবর্ণের ঘট শোভে দুয়ারে দুয়ারে॥
রাজমার্গ সুসংস্কার করিল যতনে।
সুবাসিত কৈল পথ অগুরু চন্দনে॥
হস্তিনানগরে যত আছয়ে ব্রাহ্মণ।
ধর্ম্ম আগমন শুনি আনন্দিত মন॥
কুসুম চন্দন সবে হাতে করি মালা।
অগ্রসরি দ্বিজগণ আশীর্ব্বাদ দিলা॥
আনন্দেতে গান বাদ্য সবে বাজাইল।
শুভক্ষণে ধর্ম্মরাজ পুরে প্রবেশিল॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী।
কাহার ক্ষমতা তাহা বর্ণিবারে পারি॥
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার।
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার॥

নারীপর্ব্ব সমাপ্ত।

মহাভারত

শান্তিপর্ব্ব।

যুধিষ্ঠীরের প্রতি ব্যাসদেবের উপদেশ।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ তপোধন।
তৎপরেতে কি করিল পিতামহগণ॥
করিলেন কি রূপে রাজত্ব পঞ্চজন।
পালিলেন কি কর্ম্ম আচারে প্রজাগণ॥
শর শয্যা গত ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন।
কি হেতু উত্তরায়ণে ত্যজিল জীবন॥
কহিলেন কিবা যোগ ধর্ম্ম যুধিষ্ঠীরে।
বিস্তার করিয়া মুনি কহিবা আমারে॥
অবধান করহ কহিল তপোধন।
হস্তিনানগর মাঝে ধর্ম্মের নন্দন॥
মহাধর্ম্মশীল রাজা প্রতাপে তপন।
শীলতায় চন্দ্র যেন নরে বৈশ্রবণ॥
সর্ব্বত্র সমান তাব গুণে গুণধাম।
প্রজার পালনে যেন ছিলেন শ্রীরাম॥
নানা বাদ্য বাজে নিত্য শুনিতে কৌতুক।
হস্তিনানগরবাসী সবাকার সুখ॥
জ্ঞাতি বন্ধু জন সনে সর্ব্বদা আনন্দ।
মহারাজ বিদ্যাশীল সকলি স্বচ্ছন্দ॥
নাহি রুচে অন্ন জল কান্দিয়া আকুল।
পাত্র মিত্র ভ্রাতৃ আদি বান্ধব সকল॥
নৃপতির শোকেতে শোকার্ত্ত সর্ব্বজন।
এক দিন ভীম পার্থ মাদ্রীর নন্দন॥
পাত্র মিত্র বন্ধু আর ধৌম্য তপোধন।
নানামতে রাজারে বুঝান সর্ব্বজন॥
অনেক প্রকারে সবে বুঝান রাজারে।
যোগমার্গ কথা কহি অনেক প্রকারে॥
না শুনেন কারো বাক্য রাজা যুধিষ্ঠীর।
ভীষ্ম পিতামহ শোকে আপনি অস্থির॥
জল হীন হয় যেন কমলের বন।
বৃহস্পতি বিনা যেন সহস্রলোচন।
সূর্য্যের অভাবে যেন কমলের দল।
ভীষ্ম দ্রোণ বিচ্ছেদেতে নৃপতি সকল॥
নিরবধি এই চিত্তে চিন্তেন রাজন।
চাহেন আপন দেহ করিতে নিধন॥
অনাহারে বিষণ্ণ দুর্ব্বল কলেবর।
জানিয়া রাজার কষ্ট ব্যাস মুনিবর॥
অতি শীঘ্র আইলেন রাজার সদন।
উচিত বিধানে পূজা করেন রাজন॥
পাদ্য অর্ঘ্য দেন বসিবারে সিংহাসন।
সুবাসিত জলে করি পাদ প্রক্ষালন॥
সুস্থ হয়ে আসনে বসেন তপোধন।
রাজারে জিজ্ঞাসা মুনি করেন তখন॥
কি হেতু চিন্তিত দেখি নৃপতি তোমারে।
কোন সুখে হীন তুমি কহত আমারে॥
ইন্দ্রের সমান তব চারি সহোদর।
সর্ব্বগুণান্বিত রণে মহাধনুর্দ্ধর॥
বাহুবলে শত্রুগণে করিয়া সংহার।
হস্তিনাতে অভিষেক করিল তোমার॥
তব অনুগত তব ভ্রাতৃ বন্ধুগণ।
কিঙ্কর সদৃশ সবে করয়ে সেবন॥
সংসারের হর্ত্তা কর্ত্তা দেব জগৎপতি।
আজ্ঞাকারী তোমার বিখ্যাত বসুমতি॥
তেজে যশে বলে ধর্ম্মে প্রজা পালনেতে।
তোমার সদৃশ রাজা নাহি পৃথিবীতে॥
এত শুনি প্রণমিয়া কহেন ভূপতি।
আমার দুঃখের কথা শুন মহামতি॥
জগতে না দেখি পাপী সমান আমার।
রাজ্যলোভে জ্ঞাতি বন্ধু করেছি সংহার॥
কল্পতরু পিতামহ ভীষ্ম কুরুনাথ।
রাজ্যভোগ হেতু তারে করেছি নিপাত॥
দ্রোণ গুরু আদি যত সুহৃদ সুজন।
সংহার হইল মম রাজ্যের কারণ॥
এ তনু রাখিয়া মম কোন প্রয়োজন।
মহাপাপ করিলাম ভোগের কারণ॥
এই হেতু অনাহারে আপনার কায়।
করিব নিপাত আমি আছি এ আশয়॥
এত যদি কহিলেন ধর্ম্মের তনয়।
শুনিয়া কহেন হাসি ব্যাস মহাশয়॥
ধর্ম্ম শাস্ত্র জ্ঞাতা তুমি ধর্ম্মের নন্দন।
জ্ঞানীবান হয়ে হেন কহ কি কারণ॥

অনন্ত প্রকার জ্ঞান বেদের বচন।
তাহা পাসরিয়া নর না বুঝে কারণ॥
জ্ঞান হৈতে লভে ধর্ম্ম জ্ঞানে পাপ খণ্ডে।
জ্ঞান প্রতাপেতে নাহি যায় যমদণ্ডে॥
অনন্ত লোচন জ্ঞান শুন মহাজন।
তোমাতে যে দিব্য জ্ঞান বিরাজে রাজন॥
কহিলা যে মহাপাপ করি উপার্জ্জন।
জ্ঞাতিবধ মহাপাপ কহে সর্ব্বজন॥
সেই হেতু কহি রাজা শুন সাবহিতে।
ধার্ম্মিক জনের পাপ না পারি কহিতে॥
তুলারাশি সহ পাপ শুনহ রাজন॥
ধর্ম্মের প্রতাপে ভস্ম হয় সেইক্ষণ॥
সংসারের হর্ত্তা কর্ত্তা দেব দামোদর।
যার নাম লইলে নিষ্পাপ হয় নর॥
যার নাম কীর্ত্তন শ্রবণে দরশন।
অশেষ পাপীর পাপ খণ্ডে সেইক্ষণ॥
অঙ্গ সঙ্গী তব রাজা সেই নারায়ণ।
কি বুঝিয়া পাপ ভয়ে চিন্তিত রাজন।
কি হেতু আপন আত্মা চাহ ছাড়িবারে।
আত্মহত্যা সম পাপ না আছে সংসারে॥
ব্রহ্মবধ নারীবধ গোবধ কথন।
ইহাতে নিষ্কৃতি আছে বেদের বচন॥
আত্মহত্যা পাপে রাজা না হয় নিষ্কৃতি।
আগম পুরাণ মতে বেদের ভারতী॥
জানিয়া শুনিয়া কেন চিন্তিত রাজন।
যদি বা আছয়ে রাজা ভ্রান্ত তব মন॥
মন দিয়া শুন তবে আমার বচন।
ভীষ্ম মুখে শুনি গিয়া তুষ্ট কর মন॥
শীঘ্রগতি ভীষ্ম স্থানে করহ গমন।
এত বলি স্বস্থানে গেলেন তপোধন॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি॥
কাশীদাস দেব কহে পাঁচালী রচিয়া।
ইত্যাদি শ্লোকেতে বেদ শুনে মন দিয়া॥

যুধিষ্ঠিরের ভীষ্মের নিকটে গমন।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

বলিলা বৈশম্পায়নে, শুন রাজা এক মনে,
যোগময় পুরাণ কথন।
ব্যাসের বচন শুনি, আনন্দিত নরমণি,
হস্তিনার যত প্রজাগণ॥
ভ্রাতৃমন্ত্রী অনুচর, সহ ধর্ম্ম নরবর,
দিব্য রথে করি আরোহণ।
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র, কিবা বড় কিবা ক্ষুদ্র;
হস্তিনার যত পুরজন॥
চলিল রাজার সঙ্গে, বাদ্য কোলাহল রঙ্গে,
দেখিবারে গঙ্গার নন্দনে।
ধৃতরাষ্ট্র বিদুরাদি, গান্ধারী সহ দ্রৌপদী
কুন্তী আদি যত নারীগণে॥
আরোহিয়া চতুর্দ্দোলে, নানাবাদ্যকোলাহলে
চলিলেন যথা গঙ্গাসুত।
রাহুত মাহুতগণ, সঙ্গে লয়ে বহু জন,
মহাহস্তী সব যুথে যুথ॥
সাত্যকি প্রদ্যুম্ন আর, সঙ্গে লয়ে পরিবার,
বাদ্য কোলাহলে যদুপতি।
গেলেন ভীষ্মের স্থান, দেখি ভীষ্ম মতিমান,
আদর করেন সবা প্রতি॥
যার যেই যোগ্যাসন, বসিলেন ক্ষত্রগণ,
প্রণমিয়া ভীষ্ম বিদ্যমান।
এক ভিতে দ্বিজগণ, পাতি দিব্য কুশাসন,
আনন্দে বসিলা সেই স্থান॥
যুধিষ্ঠীর নরপতি, চিত্ত দুঃখী হয়ে অতি,
ভ্রাতৃগণ সহ শোক মনে।
লোটায় ধরণীপরে; মুখে নাহি বাক্য সরে,
রহিলেন বিষণ্ণ বদনে॥
যথাযোগ্য সম্ভাষণ, করিলা ভীষ্ম তখন,
দ্বিজ ক্ষত্রি বৈশ্য আদি জনে॥
দেখিয়া অমরগণে, প্রশংসিলা সর্ব্বজনে,
সাধুবাদে গঙ্গার নন্দনে॥
ভারতের পুণ্য কথা, শ্রবণে বিনাশে ব্যথা;
পুণ্য বৃদ্ধি পাপের বিনাশ।
কমলাকান্তের সুত; সুজনের মন পূত,
বিরচিল কাশীরাম দাস॥

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের যোগ কথন।

ভীষ্মকে কহিল পরে রাজা যুধিষ্ঠির।
তোমার বিয়োগে চিত্ত না হয় সুস্থির॥
পাপী আমি কেবল অধম দুরাচার।
জ্ঞাতি বধ করিয়া পাতক করি সার॥
রাজ্য হেতু জ্ঞাতি বন্ধু সকল বধিয়া।
করিলাম বেদ শাস্ত্র বহির্ভূত ক্রিয়া॥
কল্পতরু পিতামহ তোমার বিনাশ।
করিলাম করিয়া ধনের অভিলাষ॥
দ্রোণাচার্য্য গুরু আদি সুহৃদ সুজন।
জ্ঞাতি বন্ধু পরিবার বহু রাজাগণ॥

কর্ণ সোমদত্ত আদি বাহ্লীক নৃপতি।
দ্রুপদ সুশর্ম্মা আর বিরাট প্রভৃতি॥
কর্ণ হেন ভাই মম দ্রোণ হেন গুরু।
অভিমন্যু ঘটোৎকচ আদি পুত্র চারু॥
আমার কারণে সবে পড়িল সমরে।
আমা হেন পাপী নাহি এ ঘোর সংসারে॥
অল্প কার্য্য রাজ্য লোভে করি হেন পাপ।
তোমাকে মারিয়া আমি পাই বড় তাপ।
রাজ্য পদ ছাড়িয়া যাইব দেশান্তর।
অনশন করিয়া নাশিব কলেবর।
রাজ্যপদে কার্য্য মম নাহি প্রয়োজন।
ভীমে রাজ্য দিয়া আমি প্রবেশিব বন॥
তপস্যা করিয়া কায় করিব শোধন।
যোগবলে জীব আকে করিব নিধন॥
এত বলি অধোমুখে কান্দেন রাজন।
ক্রন্দন নিবর্ত্তি ভীষ্ম বলেন বচন॥
শোক দূর কর রাজা স্থির কর মন।
ইতিহাস কহি এক করহ শ্রবণ॥
সহস্রেক গ্রন্থ শান্তিপর্ব্বের কথন।
শান্তি কথা কহি শান্তি হইবা রাজন॥
জ্ঞাতি বধ পাপ আদি সব হবে ক্ষয়।
মহাযোগ ফল পাবে না কর সংশয়॥
সর্ব্বত্র মঙ্গল হবে সর্ব্বত্র বিজয়।
হৃদয় সুস্থির করি শুন মহাশয়॥
সংসারের হর্ত্তা কর্ত্তা দেব নিরঞ্জন।
সৃজন পালন তিনি করেন নিধন॥
কে কারে মারিতে পারে কার কিবা সাধ্য।
কর্ম্মবন্ধে ভোগ যত কর্ম্মে করে বাধ্য॥
কর্ম্মবন্ধে গতায়াত করে সংসারেতে।
পুনঃ জন্মে পুনঃ জন্ম পাপ পুণ্য হতে॥
পাপেতে পাপীর পাপ বৃদ্ধি হয় নিতি।
যেন পাপ অর্জ্জি তেন ভুঞ্জয় দুর্গতি॥
মিথ্যা বলি চুরি করি কলুষ অর্জ্জয়।
কালদণ্ডে যমরাজ তাহাকে পীড়য়॥
সহস্র শতেক বহু যমের যাতনা।
তাহাতে মরয়ে লোক না জানে আপনা॥
অনিত্য শরীর রাজা অনিত্য ভাবনা।
নিত্য বস্তু না জানিয়া পাশরে আপনা॥
ধন হৈতে অতিশয় বাড়ে অহঙ্কার।
পর ধন হরয়ে যে পাপী পাপাচার॥
ধন মদে মত্ত হয়ে বস্তু নাহি মানে।
কিকিটে ধুস্তকপুর দুর্জ্জনে না জানে॥

পাপ করি ধন অর্জ্জে চুরি হিংসা বাদ।
নাহি জানে দুর্জ্জন সে আপন প্রমাদ॥
সর্ব্বত্র সমান মৃত্যু না জানে দুর্ম্মতি।
ধর্ম্ম শাস্ত্র মনে যার আছে ধর্ম্মে মতি॥
অন্তকালে পাপভোগ না হয় এড়ান।
যাহা করে তাহা ভুঞ্জে পাপিষ্ঠ অজ্ঞান॥
অসার সংসার এই শুনহ রাজন।
অনিত্য শরীর নিত্য নহে ধন জন॥
আছয়ে ইহাতে এক বেদের বচন।
অসার সংসার এই শুন বিবরণ॥
নিত্য বস্তু নারায়ণ এক সনাতন।
তাঁহাকে ভক্তিতে হয় পাপ বিমোচন॥
জন্ম যদি হয় তবে মরণ অবশ্য।
ইন্দ্র আদি দেবতার ইহাই রহস্য॥
জন্মিলে মরণ যে অবশ্য পায় লোক।
মহাজন তাহাতে না করে কোন শোক॥
অসার সংসার দেখ রাজা যুধিষ্ঠির।
শোক পরিহর রাজা মন কর স্থির॥
এত শুনি সবিস্ময় ধর্ম্মের তনয়।
করযোড়ে জিজ্ঞাসেন কহ মহাশয়॥
মৃত্যু নামে পদার্থ কে করিল সৃজন।
পূর্ব্ব পর আছে কিবা ব্যাপিত ভুবন॥
মৃত্যু বলি কোন জন এ তিন ভুবনে।
ছোট বড় সর্ব্ব জীবে ফেলয়ে নিধনে॥
কে সৃষ্টি করিল মৃত্যু হৈল কি কারণে।
মৃত্যুতে সংহার করে বড় বড় জনে॥
ধর্ম্ম বলে কাহাকে সে হয় কোন বেশ।
কিবা ব্যবসায় করে থাকে কোন দেশ॥
বলিলেন ভীষ্ম বলি শুনহ রাজন।
মৃত্যুর বৃত্তান্ত কথা অদ্ভুত কথন॥
করিলেন ব্রহ্মা যবে পুরুষ পত্তন।
মৃত্যু হেন বস্তু নাহি হইল সৃজন॥
সংসার ব্যাপিল যবে কেহ না মরয়।
পৃথিবী না সহে ভার রসাতল হয়॥
শুনিয়া সকল তত্ত্ব চিন্তি প্রজাপতি।
স্বয়ম্ভুব নামে একে করিল উৎপত্তি॥
স্বয়ম্ভুব পুত্র হয় রুচি মহাশয়।
ভরতাদি সপ্ত হয় তাহার তনয়॥
সপ্ত পুত্রে সপ্তদ্বীপে দিল অধিকার।
জম্বুদ্বীপ মাগিলেন ভরত কুমার॥
জ্যেষ্ঠ পুত্রে জম্বুদ্বীপে দিল অধিকার।
নাহি দিল ভরতেরে করিয়া বিচার॥

পঞ্চ দ্বীপে অধিকার দিলেন ভরতে।
না লইল অধিকার ভরত কোপেতে॥
সন্ন্যাসী হইয়া ক্রোধে হইলা বাহির।
তপস্যা করিতে গেল পর্ব্বত মিহির॥
মহাতপ আরম্ভিল রুচির নন্দন।
অনাহারে বাতাহারে মুদ্রিত লোচন।
এই রূপ তবে ষাটি সহস্র বৎসর।
তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা দিতে আইলেন বর॥
না লইল বর তিনি রহিল মৌনেতে।
কহিলেন পুনঃ২ ব্রহ্মা বহুমতে॥
হইলেন দেখি মহাক্রুদ্ধ সৃষ্টিধর।
নেত্রজলে জন্মিল অসুর ভয়ঙ্কর॥
সেই মহাসুর জম্বুদ্বীপেতে ব্যাপিল।
সহিতে না পারি ভর পৃথিবী কাঁপিল॥
ব্রহ্মার সদনে পৃথ্বী গমন করিল।
পৃথ্বী শান্ত্বাইয়া তার ভাবনা হইল॥
চিন্তিয়া গেলেন ব্রহ্মা যথা ভগবতী।
ললাট হইতে ঘর্ম্ম উপজিল অতি॥
সেই ঘর্ম্ম মৃত্যু নামে লইল জনম।
মহাভয়ঙ্কর মূর্ত্তি বড়ই বিষম॥
ব্রহ্মাকে চাহিয়া মৃত্যু বলিল বচন।
আজি সর্ব্ব জীবে আমি করিব নিধন॥
না রাখিব এক জন পৃথিবীতে আর।
ছোট বড় সর্ব্ব জীব করিব সংহার॥
এতেক বলিয়া মৃত্যু কাঁপে থর থর।
কহিলেন মৃত্যুকে হাসিয়া সৃষ্টিধর॥
ক্রোধ সম্বরণ কর শুনিয়া বচন।
জম্বুদ্বীপে শীঘ্রগতি করিয়া গমন॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝি দণ্ড কর জীবগণে।
ব্যাধি রূপ ধরি তথা লাগিবা নিধনে॥
সর্ব্বত্র ব্যাপক হবে বরেতে আমার।
চতুর্দ্দশ ভুবনেতে কর অধিকার॥
চতুঃষষ্ঠী ব্যাধি সৃজি দেন তার সনে।
প্রেতপুরে যম রাজা চলিল তখনে॥
পুরী চতুর্দ্দিগে তার অপূর্ব্ব রচন।
তার কথা কহি শুন ধর্ম্মের নন্দন॥
দেবঋষি সন্ন্যাসী যে মরে নরবর।
উত্তর দ্বারেতে যায় যমের নগর॥
পশ্চিম দুয়ারে তার অতি রম্যস্থল।
নানা দ্রব্য ভোগ্য আছে অমৃত সকল॥
সম্মুখ যুদ্ধেতে পড়ে সেই যোদ্ধাগণ।
পশ্চিম দুয়ারে যায় যমের সদন॥

পূর্ব্ব দ্বার দেখি তার পরম সুন্দর।
দধি দুগ্ধ ভক্ষ্য দ্রব্য রম্য সরোবর॥
স্বামীর সহিতে মরে যত নারীগণ।
স্বামী সহ পূর্ব্ব দ্বারে করয়ে গমন॥
দক্ষিণ দ্বারের কথা কহা নাহি যায়।
শুনিলে লোমাঞ্চ হয় সকলের গায়॥
দক্ষিণ দুয়ারে বহে বৈতরণী নদী।
পাপীর শরীর দহে পরশয়ে যদি॥
মস্তকে মারয়ে দূত অস্ত্রের প্রহার।
সাতারিয়া পাপী সব হয় পারাবার॥
পার হৈতে আছে তথা শুনহ কাহিনী।
কৃমিতে মাথার খুলি খায় ইহা জানি॥
ঠাঁই ঠাঁই একেলা হইতে হয় পার।
শৃগাল কুকুরে খায় ঘোর অন্ধকার॥
চৌরাশী নরককুণ্ড তাহার দক্ষিণে।
তাহার সকল কথা শুনহ রাজনে॥
বজ্র কীট পোকা আছে তাহার ভিতর।
পাপী বেড়ি গ্রাসে২ খায় নিরন্তর॥
স্বামী বাক্য নাহি মানে স্থাপিয়া হরণ।
দেবতাকে নিন্দা আর নিন্দয়ে ব্রাহ্মণ॥
তাহাকে ফেলায় ঘোর নরক ভিতরে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা চিত্রগুপ্ত করে॥
মহা চিহ্ন নাম ধরে পূরিত শোণিত।
শতেক যোজন তাহা কণ্টকে পূরিত॥
সে নরকে গোবধ স্ত্রীবধ করি যায়।
সর্ব্বাঙ্গে পোড়ায় তাহে নয়ন পাড়ায়॥
কুম্ভীপাক নরকেতে শুনিবা কারণ।
শুন পরিমাণে সেই সপ্তক যোজন॥
তাহে ভাজা হয় পাপী আপনার তৈলে।
ব্রহ্মবধ করে কিম্বা স্বর্ণ চুরী কৈলে॥
মিথ্যা কথা কহে যেবা করিয়া শাসন।
কুম্ভীপাক নরকেতে তাহার গমন॥
সে মহা রৌরব নাম নরক বিশেষ।
শুনহ তাহার কথা বলিব বিশেষ॥
তনয়া বিক্রয় যেবা করে মূঢ়জন।
সেই মহা রৌরবেতে তাহার গমন।
আর যেবা মহাপাপ করে মহীতলে।
একে একে নরক ভুঞ্জয়ে বহুকালে॥
সংক্ষেপে শুনিলা যমপুরীর কথন।
কহিব ধর্ম্মের ফল শুনহ রাজন॥
যার যেবা ধর্ম্মাধর্ম্ম করিয়া বিচার।
ছোট বড় সবাকার করিয়া বিস্তার॥

মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি॥

ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রস্তাবে হরিনামের মাহাত্ম্য কথন।

জিজ্ঞাসেন যুধিষ্ঠীর করিয়া বিনয়।
ধর্ম্মাধর্ম্ম কথা কহ শুনি মহাশয়॥
কিরূপে অধর্ম্ম ভোগ করে পাপিগণে।
ধার্ম্মিকের ধর্ম্মভোগ করয়ে কেমনে॥
শুনিয়া কহেন হাসি গঙ্গার তনয়।
কহিব সকল কথা শুন ধর্ম্মময়॥
যমরাজপুরী নাম বিখ্যাত ভূবনে।
অদ্ভুত তাঁহার পুরী না আসে বর্ণনে॥
ষোল শত যোজন তাহার পরিমাণ।
যমের অদ্ভুতপুরী বিচিত্র নির্ম্মাণ॥
দান যজ্ঞ করে যেই ভজে নারায়ণে।
পুণ্যবান জন করে গমন সে স্থানে॥
ব্রাহ্মণেরে গাভী দান করে যেইজন।
বিষ্ণু তুল্য জানি বিপ্রে করয়ে সেবন॥
সর্ব্ব দ্বার দিয়া যায় যমের সদন।
যমের বিচিত্র পুরী করে নিরীক্ষণ॥
নবঘন শ্যাম অঙ্গ মোহন মুরারি।
দেখিতে অপূর্ব্ব শোভা যেন চক্রধারী॥
চিত্রগুপ্ত বলেন সম্ভাষা করি যম।
পাপ পুণ্য বিচারিতে সেই উপক্রম॥
যোগধর্ম্ম সাধিয়া ভজয়ে নারায়ণ।
বিধিমতে ভক্তিভাবে করয়ে পুজন॥
পুষ্পক রথেতে সেই করি আরোহণ।
বিষ্ণুরূপ ধর্ম্মরাজে করে নিরীক্ষণ॥
সেইক্ষণে ধর্ম্মরাজ বিবিধ প্রকারে।
বিষ্ণু তুল্য করি পুজা করয়ে তাহারে॥
বৈকুণ্ঠ হইতে তবে দেব নারায়ণ।
দিব্য রথ পাঠাইয়া দেন সেইক্ষণ॥
যমেরে প্রণমি রথে করি আরোহণ।
দেব তুল্য হয়ে করে বৈকুণ্ঠে গমন॥
জলদান অন্নদান করে যেইজন।
আত্ম তুল্য অতিথিরে করে আরাধন॥
রথে চড়ি যায় সেই বৈকুণ্ঠ ভুবন।
কোনকালে তাহার না হইবে পতন॥
তাম্বুল গুবাক দান করে যেইজন।
দিব্য রথে যায় সেই যমের ভুবন॥
ঘৃত দান করে দ্বিজে করে অনব্রত।
যমের নগরে যায় আরোহিয়া রথ॥
ধান্য দান ব্রাহ্মণেরে দেয় যেইজন।
বৃত্তি দান দিয়া যেই তোষয়ে ব্রাহ্মণ॥
বিচিত্র বিমানে যায় যমের নগরে।
নানা উপভোগ সেই ভুঞ্জয়ে সত্বরে॥
ভূমি দান দিয়া যেই তোষয়ে ব্রাহ্মণ।
পিতৃ অঙ্গ দেব অঙ্গ করে নিরীক্ষণ॥
ব্রাহ্মণের সেবা যেই করে অনাব্রত।
ইন্দ্র আদি দেব পুজা করে শুদ্ধমত॥
পথে পথে ক্ষীরদান করিতে২।
দিব্য রথে চড়ি যায় যমের পুরীতে॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলাফল কহিতে বিস্তর।
সংক্ষেপে কহিব কিছু শুন সারোদ্ধার॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম ভুঞ্জান আপনি যমরাজে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা তাহার সমাজে॥
যে যেমন ধর্ম্ম করে সে তেমন পায়।
সর্ব্ব সুখে পুর্ণ হয়ে যমপুরে যায়॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারের কর্ত্তা যমরাজ।
অন্তকালে যায় জীব যমের সমাজ॥
সংসারের হর্ত্তা কর্ত্তা দেব দামোদর।
যার নাম শ্রবণে অশেষ পাপ হর॥
শ্রবণ কীর্ত্তন নাম স্মরণ বন্দন।
সখ্যভাবে দাস্যভাবে আত্ম নিবেদন॥
নবধা বিষ্ণুর ভক্তি বেদের বচন।
কি কারণে তাহা নর না করে সাধন॥
জানিলে গোবিন্দ তত্ত্ব কঠীন না রয়।
কি কারণে তাহা লোক মানে পরাজয়॥
পরদ্রব্য হরে করে হিংসা পরদার।
চুরি হিংসা করিয়া তোষয়ে পরিবার॥
বিপ্রে দান দেয় কিন্তু মনে অহঙ্কারে।
অতিথির পুজা নাহি করে পুরস্কারে॥
ব্রাহ্মণী হরণ করে কামে মত্ত হয়ে
প্রকারে প্রবন্ধ করে মন্দ মিথ্যা কয়ে॥
এইরূপ যত পাপ করয়ে অর্জ্জন।
বিষ্ঠাকুণ্ডে পড়ি বিষ্ঠা করয়ে ভক্ষণ॥
কান্দয়ে যতেক পাপি করে হাহাকার।
মস্তক উপরে করে মুদ্গার প্রহার॥
এইরূপে পাপভোগ করে পাপিগণ।
ইতিহাস কথা এক শুন দিয়া মন॥
জগতের হর্ত্তা কর্ত্তা দেব নিরঞ্জন।
তার রূপ তার গুণ বেদের বচন॥
এতেক ভাবিয়া চিত্তে ব্রহ্মার নন্দন।
শীঘ্র গেল যে স্থানে ছিলেন পুষ্পাসন॥

কর যোড় করি স্তুতি অনেক করিল।
পরে ব্রহ্মা নারদেরে ইহা জিজ্ঞাসিল ॥
কি হেতু এ সত্যলোকে তব আগমন।
অসন্তোষ চিত্ত তব দেখি কি কারণ ॥
সুরলোকে বল কি প্রমাদ হইয়াছে।
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব কি অসুরে হরিয়াছে ॥
আসুরিক পীড়া কি হৈয়াছে দেবলোকে।
কি হেতু তোমার চিত্ত মগ্ন দেখি শোকে ॥
এত শুনি কহিল নারদ তপোধন।
আমার চিত্তের দুঃখ না যায় কথন ॥
ভাবিলাম যত চিত্ত দিতে নারি সীমা।
জানিতে না পারি হরি নামের মহিমা ॥
বেদ শাস্ত্র বহির্ভূত মম অগোচর।
এই হেতু ভাবিয়া হয়েছি চিত্ত স্থির ॥
জগতের কর্ত্তা কর্ত্ত তুমি সনাতন।
তোমাতে উৎপত্তি হয় তোমাতে নিধন ॥
সংসারের পতি তুমি সংসার ঈশ্বর ॥
সংসারের আদি অন্ত তোমাতে গোচর ॥
এ কারণে আইলাম ত্বরিত এ স্থানে।
নামের মহিমা তুমি কহিবা আপনে ॥
তোমা বিনা অন্যজন কহিতে না পারে।
এত শুনি হাসিয়া কহেন ব্রহ্মা তারে ॥
জগতের এক আত্মা এক নিরঞ্জন।
কে করিতে পারে তার নাম নিরূপণ ॥
পূর্ব্বাপর আছে কেন বেদের উত্তর।
নামের মহিমা কিছু জানেন শঙ্কর।
শিবের সদনে তুমি করিবা গমন।
কহিবেন নামের মহিমা ত্রিলোচন ॥
এত শুনি আনন্দিত হয়ে তপোধন।
প্রণমিয়া চলিলেন হরের সদন ॥
দণ্ডবৎ করি হরে করিলেন স্তুতি।
জয় জয় বিরূপাক্ষ কাত্যায়নীপতি ॥
সনাতন পূর্ণব্রহ্ম সদ্য অবতার।
তোমার মহিমা আমি কি বলিব আর ॥
কৃষ্ণনাম গুণ গণ করিতে নারি সীমা।
তুমি সে বলিতে পার নামের মহিমা ॥
এ কারণে আইলাম তোমার সদন।
কহিবা আমাকে তুমি নাম নিরূপণ ॥
এত শুনি হাসিয়া কহেন ত্রিলোচন।
কে কহিতে পারে হরিনামের কথন ॥
সমুদ্র লহরী যেবা গণিবারে পারে।
পৃথিবীতে রেণু যেবা গুণে এ সংসার ॥
আকাশের তারা গণি করে নিরূপণ
শীঘ্রগতি তাঁর স্থানে করহ গমন।
এত শুনি হর্ষ চিত্ত করিয়া প্রণতি।
ত্বরিত গেলেন যথা ত্রিদশের পতি ॥
দেবঋষি নারদ বিখ্যাত তপোধন।
বৈকুণ্ঠের দ্বারে কেহ না করে বারণ ॥
গেলেন সত্বর যথা লক্ষ্মী নারায়ণ।
কর যোড়ে প্রণমিয়া করিল স্তবন ॥
জয় জয় জগন্নাথ ত্রিদশ ঈশ্বর।
জগত নিবাসী জয় জগতের পর ॥
অপার মহিমা তব দিতে নারি সীমা।
সৃষ্টির পালন দুষ্ট ভঞ্জন গরিমা ॥
সৃজন পালন অংশ সংহার প্রকৃতি।
অখিল কারণ জয় অখিল বিকৃতি ॥
নমো নমঃ অবতার নমঃ সর্ব্ব মুখ।
হিরণ্যাক্ষ বিদারি পৃথ্বী উদ্ধারক ॥
নমঃ কূর্ম্ম অবতার পর্ব্বত ধারণ।
নমস্তে মোহিনীরূপ অসুর মারণ ॥
নমস্তে মুকুন্দ নমো নমঃ মধুহারী।
নমস্তে বামন রূপ নমস্তে মুরারী ॥
নমো রঘুকুল নাথ রাবণ অন্তক।
নমেস্তে মাধব নমঃ সংসার পালক ॥
এইরূপে নারদ করিল বহু স্তুতি।
তুষ্ট হয়ে তাহারে কহেন লক্ষ্মীপতি ॥
ধন্য ধন্য মহামুনি ব্রহ্মার কুমার।
কোন হেতু হেথায় হইলা অগ্রসার ॥
সাধক অধীন তুমি সাধক জীবন।
সাধকের ধন আমি সাধকের মন ॥
মনোহর রূপ আমি মন অগোচর।
কাহাতে নির্লিপ্ত আমি কাহে ভিন্ন পর ॥
আত্মারূপে সর্ব্বভূতে আমার প্রকাশ।
একারণে বিখ্যাত প্রকাশ শ্রীনিবাস ॥
আত্মারূপে আমি প্রতিমূর্ত্তি সর্ব্বভূতে।
অন্য জন চিত্তে মোরে না পারে রাখিতে ॥
ভক্তের অধীনে থাকি ভক্তের সহিতে।
ভক্তিতে কেবল ভক্ত পারয়ে রাখিতে ॥
ভক্ত বাঞ্ছাপূর্ণ আমি করি অনুক্ষণে।
কহ মুনি আসিয়াছ কোন প্রয়োজনে ॥
নারদ বলেন তুমি মায়ার আধার।
এ কারণে হে গোবিন্দ মাগি পরিহার ॥
যদি বর দিবা এই চাহি নারায়ণ।
তব গুণ গাহি যেন ভ্রমি অনুক্ষণ ॥

এক নিবেদন দেব শুনিবা আমার ।
তোমার দুর্লভ নাম জগত বিস্তার ॥
ইহার মহিমা দেব কহিবা আমারে ।
শুনিলে মনের ভ্রান্তি সব যাবে দূরে ॥
এত শুনি হাসিয়া কহেন নারায়ণ ।
সংযমনী পুরে তুমি করহ গমন ॥
মম মূর্ত্তি তথায় শমন ধর্ম্মরাজ ।
ত্বরিত গমনে যাও তাঁহার সমাজ ॥
নামের মহিমা তিনি কবেন আমার ।
তাহা শ্রুত মাত্রে ভ্রম খণ্ডিবে তোমার ॥
এত শুনি আনন্দিত হৈয়া তপোধন ।
প্রণমিয়া চলিলেন কৃতান্ত ভবন ॥
যমের বিচিত্র সভা না যায় বর্ণন ।
নিবসয়ে তথায় যতেক পুণ্য জন ॥
চতুর্ভুজ দিব্যমূর্ত্তি শ্যাম কলেবর ।
খঞ্জন গঞ্জন নেত্র সুরঙ্গ অধর ॥
পীতবাস পরিধান রাজীবলোচন ।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শ্রীবৎসলাঞ্ছন ॥
কনক মুকুট মাথে শোভে অতিশয় ।
মেঘের উপরে যেই সূর্য্যের উদয় ॥
মানিলেন দেখিয়া বিস্ময় মুনিবর ।
প্রণাম করিয়া স্তুতি করিল বিস্তর ॥
স্তুতিবশে প্রসন্ন হইল মৃত্যুপতি ।
জিজ্ঞাসেন কি হেতু আইলা মহামতি ॥
নারদ বলেন শুন হেথা যে কারণ ।
কহিবা আমারে কৃষ্ণ নাম নিরূপণ ॥
এত শুনি হাসিয়া বলেন মৃত্যুপতি ।
পুরীর পশ্চিমে মম যাও মহামতি ॥
হরিনাম মহিমা পাইবা সেইস্থানে ।
তবে আর ভ্রান্তি তব না থাকিবে মনে ॥
এত শুনি হাসিয়া গেলেন তপোধন ।
পুরীর পশ্চিমদিকে করিল গমন ॥
দেখেন যমের পুরে পাপীর পীড়ন ।
কৃমিকুণ্ড নারিং অদ্ভুত গঠন ॥
দেখিলেন সে স্থানে নারদ ভয়ঙ্কর ।
উষ্ণ জল বৃষ্টি কোথা হয় নিরন্তর ॥
কণ্টকের বন কোথা বিপুল বিস্তার ।
তাহাতে পড়িয়া পাপী কান্দে অনিবার ॥
কোন স্থানে করে পাশ পাপির বন্ধন ।
লক্ষ২ কোটি২ আছে পাপিগণ ॥
কোন স্থানে বিষ্ঠাকুণ্ডে ফেলে পাপিগণে ।
মস্তকে মুষ্টিকাঘাত মারে দূতগণে ॥

কোন স্থানে অস্ত্রবৃষ্টি হয় ঘনেঘন ।
অস্ত্রাঘাতে ব্যাকুল কান্দয়ে পাপিগণ ॥
এইরূপ প্রহারে ব্যাকুল পাপিজন ।
মানিলেন দেখিয়া বিস্ময় তপোধন ।
হরে রাম গোবিন্দ মাধব দামোদর ।
ইহা বলি কর্ণে হস্ত দিলা মুনিবর ॥
সেই শব্দ যত যত পাতকি শুনিল ।
শ্রুত মাত্রে হরিনাম পাপে মুক্ত হৈল ॥
প্রেত মূর্ত্তি ত্যজিয়া হইল দিব্যকায় ।
দিব্য বিমানেতে চড়ি স্বর্গস্থানে যায় ॥
অশেষ বিশেষ স্তুতি করে মুনিবরে ।
অসংখ্য অর্ব্বুদ পাপি চলে স্বর্গপুরে ॥
মানিলেন দেখিয়া বিস্ময় তপোধন ।
অপার মহিমা হরিনামের কথন ॥
জয় জয় রামরূপ জয় জগদীশ ।
অপার মহিমা জয় জয় অজ ঈশ ॥
নমো নমঃ প্রকাশ অখিল কামনায় ।
নমো নারায়ণ নামে বন্ধন খণ্ডায় ॥
এইরূপে বহু স্তুতি করি তপোধন ।
আনন্দেতে যথা স্থানে করিলা গমন ॥
ভীষ্ম বলিলেন পুনঃ শুনহ রাজন ।
উত্তর দ্বারের কথা কহিব এখন ॥
পঞ্চদশ সহস্র যোজন পরিসর ॥
উত্তরে যমের দ্বার পরম সুন্দর ॥
স্থানে২ উদ্যান বিচিত্র মনোহর ।
নানাবিধ পসরা শোভিত থরেথর ॥
ঘৃত দধি দুগ্ধ ক্ষীর নানা উপহার ।
সুগন্ধি শীতল জল সুবাসিত আর ॥
পথের২ স্থানে স্থানে দেব দ্বিজগণ ।
সম্মুখ সমর করি মৃত যত জন ॥
যোগাগ্নিরে নিজ দেহ করিয়া দাহন ।
উত্তর দুয়ারে যায় সেই সব জন ॥
কিবা ভগবান হয় পরম আনন্দে ।
যম ধর্ম্ম রাজে গিয়া ভূমি লুঠি বন্দে ॥
যেইক্ষণে যম আজ্ঞা দেন দূতগণে ।
পত্নি সঙ্গে করি সদা থাক বিমানে ॥
তিন কোটি বৎসর দেবের পরিমাণে ।
অমৃতাদি নানা ভোগ করে দিনে২ ॥
অনন্তরে মহীতলে জন্মে কোন জন ।
সেই নারী পতি মাত্র করেন গমন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী ।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি ॥

কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার।
অবহেলে তরে যেন সকল সংসার॥

ভদ্রশিল ধনুর্দ্ধজের উপাখ্যান।

ভীষ্মদেব বলিলেন শুন কুন্তীসুত।
যমের দক্ষিণ দ্বার দেখিতে অদ্ভুত॥
পুর্ব্বে যাহা শুনিয়াছি দেবলের মুখে।
সমাহিত হয়ে আমি বলিব তোমাকে॥
ভদ্রশীল নামে ঋষি অযোধ্যায় স্থিতি।
সর্ব্ব শাস্ত্র বিশারদ গুণে মহামতি॥
যজন যাজন বেদ করি অধ্যয়ন।
নানামতে অর্জ্জিলা সংসারে নানা ধন॥
ধনর্দ্ধজ নামে এক শ্বপচ কুমারে।
গোধন রক্ষণ হেতু রাখিল তাহারে॥
পুর্ব্বেতে অবন্তি নামে ব্রাহ্মণ সে ছিল।
ভ্রাতৃশাপে চণ্ডালের কুলেতে জন্মিল॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন।
দ্বিজ হয়ে চণ্ডাল হইল কি কারণ॥
ভীষ্ম বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
ইক্ষ্বাকুবংশের গুরু শান্তি তপোধন॥
সুবন্তি অবন্তি দুই তাহার নন্দন।
স্বধর্ম্ম অধর্ম্ম তারা করে দুইজন॥
মহাধর্ম্মশীল হৈল সুবন্তি কুমার।
দুরাত্মা অবন্তী হৈল মহাপাপাচার॥
নিজ ধর্ম্ম ছাড়িয়া করিল কদাচার।
চুরি হিংসা পাপ করে হরে পরদার॥
পিতার সঞ্চিত ধন যতেক আছিল।
বেশ্যাতে আসক্ত হয়ে সব মজাইল॥
বহুমতে সুবন্তী করিল নিবারণ।
না শুনিল ভ্রাতৃ বাক্য পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন॥
ক্রুদ্ধ হয়ে সুবন্তী শাপিল সেইক্ষণ।
না শুনিলে মম বাক্য করিলে হেলন॥
এই পাপে জন্মান্তরে চণ্ডাল হইবে।
অনন্তরে যমদূত হইয়া জন্মিবে॥
ব্রাহ্মণ হইতে পুনঃ হইবে মোচন।
এত শুনি অবন্তী হইল ক্রুদ্ধ মন॥
প্রবেশিল দণ্ডক অরণ্যে সেইক্ষণ।
তপস্যা করিল পরে শান্তির নন্দন॥
অনাহারে আপনি ত্যজিল কলেবর।
এহেতু অবন্তী হয় শ্বপচ কোঙর॥
ভদ্রশীল ব্রাহ্মণের হইল রাখাল।
সুযত্নে চারণ করে গোধনের পাল॥

তাহার পালনে গাভী ব্যাধি নাহি জানে
ভদ্রশীল ব্রাহ্মণ তুষিল নিজগুণে॥
কত দিনে সর্পাঘাতে শ্বপচ মরিল।
শুনি ভদ্রশীল দ্বিজ শোকার্ত্ত হইল॥
পুত্রশোকে পিতা যেন করয়ে রোদন।
সেইরূপে দ্বিজ বহু করিল শোচন॥
খণ্ডন না যায় কভু মুনির উত্তর।
সেই ধনুর্দ্ধজ হৈল যমের কিঙ্কর॥
এক দিন ধনুর্দ্ধজ যমের আজ্ঞায়।
সুশীলা নামেতে বেশ্যা আনিবারে যায়॥
পরে ভদ্রশীল সহ হয় দরশন।
দেখিয়া বিস্ময় চিত্ত হইল ব্রাহ্মণ॥
জিজ্ঞাসিল কহ তুমি আছিলা কোথায়।
মরি পুনঃ কি রূপেতে আইলে হেথায়॥
মরিলে না জীয়ে লোক ব্রহ্মার সৃজন।
মরিয়া কি রূপে পুনঃ পাইলা জীবন॥
সেই হস্ত সেই পদ সেই কলেবর।
আকৃতি প্রকৃতি সেই পরম সুন্দর॥
এত শুনি প্রণমিয়া বলিল বচন।
সেই ধনুর্দ্ধজ আমি শ্বপচ নন্দন॥
কর্ম্মফলে হইয়াছি যমের কিঙ্কর।
পুর্ব্বে তুমি আমাকে পালিলা বহুতর॥
নমো জগদ্গুরু গুরু প্রণতপালন।
নমস্তে ব্রাহ্মণমুর্ত্তি পতিততারণ॥
কৃপাকরি দিলা মোরে গোধন রক্ষণে।
পুনঃ জন্ম খণ্ডন না হৈল একারণে॥
যমের যন্ত্রণা ভোগ কহা নাহি যায়।
ধর্ম্ম মুখে শুনি শঙ্কা হইল আমায়॥
এত শুনি বিস্ময় মানিল তপোধন।
জিজ্ঞাসিলা কহ শুনি যমের কথন॥
কি রূপেতে জন্মে জীব মায়ের উদরে।
কি রূপেতে তনু ত্যাগ করে তার পরে॥
জন্মেতে যতেক ধর্ম্ম অধর্ম্ম আচার।
কি রূপেতে কর্ম্মভোগ করায় তাহার॥
দূত বলে সেই কথা কহিতে বিস্তর।
সংক্ষেপে কহিব কিছু শুন দ্বিজবর॥
মায়ের উদরে জীব শৃঙ্গার পরশে।
ঋতুর সংযোগে জন্ম জনক ঔরসে॥
পঞ্চরাত্রি গতে হয় বুদ্বুদ প্রমাণ।
পক্ষান্তরে হয় জীব বদরী সমান॥
এইরূপে ক্রমেং বাড়ে অতিশয়।
দিনেং চন্দ্রকলা সমান বাড়য়॥

মাসের অন্তরে হয় অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ।
হস্ত পদ নাহি মাংস পিণ্ডের সমান ॥
দ্বিতীয় মাসেতে হয় মস্তক উদ্ভব।
তৃতীয় মাসেতে হয় হস্ত পদ সব ॥
চতুর্থ মাসেতে জন্ম হয় কেশ লোমে ।
পঞ্চম মাসেতে তনু বাড়ে ক্রমে২ ॥
ষষ্ঠমাসে ভ্রমে জীব মায়ের উদরে ।
চতুর্দ্দিকে ঘোর অগ্নি দহে কলেবরে ॥
সপ্তম মাসেতে জীব নানা ক্লেশ রয় ।
ক্ষণেক চৈতন্য পায়ে উদরে বেড়ায় ॥
মায়ের ভোজন রসে বাড়ে দিনে২।
অষ্টমাসে দিব্য জ্ঞানে আপনাকে জানে ॥
জন্ম জন্মান্তরে যত করিয়াছি পাপ।
তাহার স্মরণে হয় জ্ঞানের প্রতাপ ॥
স্মরিয়া সে সব পাপ করয়ে ক্রন্দন।
আপনাকে নিন্দা করি বলয়ে বচন॥
অধম পাপিষ্ঠ আমি বড় দুরাচার।
ভজ নাহি কেন কৃষ্ণ সংসারের সার ॥
এইবার জন্মি প্রভু ভজিব তোমারে।
জ্ঞ মদান্ধ জ্ঞান নাহি হরিও আমারে ॥
এই রূপে দশ মাস অবধি নির্ণয়।
জন্মমাত্রে মহামায়া জ্ঞান হরি লয়॥
জ্ঞানহত হবামাত্রে করয়ে রোদন।
জননীর স্তন পানে বাড়ে অগমন ॥
যুগধর্ম্মে যথা আয়ু বিদিত নির্ণয়।
তাহাতে অধর্ম্ম হৈলে আয়ু যায় ক্ষয় ॥
অধর্ম্মের ফলে লোকে মরে বাল্যকালে।
যৌবনে মরয়ে লোক অধর্ম্মের ফলে ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলে মরে অর্দ্ধেক বয়সে।
বৃদ্ধকালে মরে লোক অদৃষ্টের দোষে !
সর্ব্বকাল আছে মৃত্যু না যায় এড়ান।
ছোট বড় সর্ব্ব জীব সমস্ত সমান ॥
চুরি হিংসা মিথ্যা কহি পোষে সুতদারে।
মৃত্যুকালে বেড়িয়া কান্দয়ে পরিবার ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম জ নিয়া তাহার আচরণ।
বিচারিয়া ধর্ম্মরাজ করয়ে তাড়ন ॥
কীট পতঙ্গাদি জীব চৌরাশি কুণ্ডেতে।
ক্রমে ক্রমে জন্মে মরে কর্ম্ম ফল হাতে॥
যাহা করে তাহা ভোগ নাহিক এড়ান।
কহিলাম সংক্ষেপেতে কর্ম্মের বাখান ॥
এত শুনি হাসিয়া বলয়ে দ্বিজবর।
প্রভু সত্য কর তুমি আমার গোচর ॥
কেমনে যমের পুরী দেখাবে আমারে ॥
এত শুনি ভাবি দূত কহিল তাহারে ॥
যমের বিষম পুরী বিপুল বিস্তার।
দেখিবারে ইচ্ছা যদি হইল তোমার ॥
যত পিতৃ পিতামহ ঋণে বদ্ধ আছ।
আপনি যতেক ঋণ লোকের নিয়াছ ॥
ক্রমে২ সব ঋণ করিবা শোধন।
তবে সে লইতে পারি যমের সদন ॥
ঋণগ্রস্থ জনের না হয় তথা গতি।
যদি বা তথায় যায় ভুঞ্জয়ে দুর্গতি ॥
এত শুনি ভাবি দ্বিজ বলয়ে বচন।
আজি আমি সর্ব্ব ঋণ করিব শোধন ॥
অঋণী হইব আজি তোমার বচনে।
পুনরপি তোমাকে পাইব কোনস্থানে ॥
দূত বলে দ্বিজ তুমি হইলে অঋণী।
খট্টাতে গৃহের মধ্যে শুইবা আপনি ॥
দ্বারেতে আঁটিয়া খীল করিবা শয়ন।
সুতদারা সবাকে করিবা নিবারণ ॥
পুনঃ২ সবারে কহিবা এই বাণী।
তিন দিন বাহির্ভূতে ঘুচাবে খিলনী ॥
ইতি মধ্যে কেহ যদি ঘুচাও দুয়ার।
নিশ্চয় হইবে তবে আমার সংহার ॥
এইরূপে সবাকারে কহিয়া বচন।
সত্য কহি দেখাইব যমের সদন ॥
এত বলি অন্তর্দ্ধান হৈল সেইক্ষণ।
আনন্দেতে নিজগৃহে করিল গমন ॥
পিতৃ পিতামহ হৈতে ঋণ ছিল যত।
ক্রমে ক্রমে ভদ্রশীল শুধিলেন তত ॥
আপনিও যত ঋণ দিয়া ছিল লোকে।
সর্ব্বলোকে বলিলেন পরম কৌতুকে ॥
যার যাবে লও ঋণ যেবা যার দেহ।
এই ভিক্ষা মাগি আমি কর অনুগ্রহ ॥
এইরূপে সর্ব্ব লোকে কহিয়া বচন।
ক্রমে২ যত ঋণ করিল শোধন ॥
অঋণী হইলা দ্বিজ আনন্দিত মন।
দারাসুত সবাকারে কহিল বচন ॥
তিন দিবসের মত শুইব গৃহেতে।
কদাচিত কেহ মোরে না যাবে তুলিতে ॥
যদ্যপি আমার বাক্য করিবা অন্যথা।
হইবে আমার মৃত্যু জানিবা সর্ব্বথা ॥
এতেক বচন দ্বিজ কহি সুতদারে।
আনন্দেতে নিদ্রা গেল ঘরের ভিতরে ॥

দ্বিজে সত্য করি দুত ব্যবস্থা নাহি মানে।
বিপ্রেরে লইয়া গেল যমের সদনে॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন।
কি রূপেতে যম তারে করিল তাড়ন॥
আচম্বিতে মৃত্যু তার হৈল কি রূপেতে।
ইহার বিধান দেব কহিবা আমাতে॥
শুনিয়া কহেন হাসি ভীষ্ম মহাশয়।
কীর্ত্তিবন্ত নাম এক বৈশ্যের তনয়॥
সুশীল তাহার পুত্র খ্যাত চতুর্ভিতে।
তার সম ধন দানে নাহি পৃথিবীতে॥
কুলে শীলে ধনে জনে বলে বলবান।
তাহার পুণ্যের কথা না হয় বাখান॥
তড়াগাদি জলাশয় দিল শত শত।
লেখা নাহি যায় দ্বিজে দান দিল যত॥
ক্রোধের সমান রিপু নাহি সংসারেতে।
দান কালে এক দ্বিজ চাহিল ক্রোধেতে॥
জগতের গুরু দ্বিজ চিনিয়া না চিনে।
ধনে মত্ত হয়ে চাহে সক্রোধ নয়নে॥
ক্রোধে দ্বিজ তার দান কিছু না লইল।
ক্রোধে দ্বিজ তারে শাপ সেইক্ষণে দিল॥
দান দিয়া ক্রোধে মোরে কহ পুনর্ব্বার।
এই পাপে অপমৃত্যু হইবে তোমার॥
এত বলি নিজ স্থানে গেল সে ব্রাহ্মণ।
বিরসবদন হৈল বৈশ্যের নন্দন॥
একদিন নিত্যকৃত্য হেতু সন্ধ্যাকালে।
এক গোষ্ঠ নিয়া যায় সেই নদীকূলে॥
দৈবযোগে এক ষণ্ড বিক্রম করিয়া।
করিল বৈশ্যের প্রাণ শৃঙ্গেতে চিরিয়া॥
যমের আজ্ঞায় তবে ধাইল কিঙ্কর।
বৈশ্যেরে লইয়া গেল যমের গোচর॥
কপট করিয়া যম জিজ্ঞাসিল তারে।
তোমা হেন পুণ্য কেহ না করে সংসারে॥
তুমি পুণ্যবান দান করিলে বিস্তর।
তড়াগাদি জলাশয় দিলা বহুতর॥
দেব ঋণে পিতৃঋণে হইলে মোচন।
নানা যজ্ঞ করি আরাধিলে পদ্মাসন॥
কিন্তু মাত্র তব পাপ আছে হৃদিমাঝে।
ক্রোধ দৃষ্টে তুমি চাহি ছিলা একদ্বিজে॥
যাহা অর্জ্জি তাহা ভুঞ্জি বেদের বচন।
পাপ পুণ্য দুই ভোগ না হয় মোচন॥
অগ্রে পাপ কিবা পুণ্য করিবা যোজন।
নির্ণয় করিয়া তুমি কহিবা বচন॥

এত শুনি বৈশ্য বলে বিনয় বচন।
অল্প আছে যদি পাপ করিব যাজন॥
বলিলেন যম বড় হ্রদের ভিতরে।
চিরকাল থাক তথা কুম্ভীর শরীরে॥
দেবল ঋষির সঙ্গে হইলে দর্শন।
তবে তব পাপভোগ হইবে খণ্ডন॥
এত শুনি হ্রদ মধ্যে পড়ে সেইক্ষণে।
গ্রাহ রূপ হইয়া রহিল কত দিনে॥
রামহ্রদ নাম তার পুণ্য তীর্থবর।
কুম্ভীর শরীর তাহে হৈল ভয়ঙ্কর॥
নর নারী পশু পক্ষী আদি যত জন।
সলিল স্পর্শন মাত্র করয়ে ভক্ষণ॥
তার ভয়ে কেহ নাহি হ্রদ কাছে যায়।
কত দিনে আইল দেবল মুনি তায়॥
স্নান করি করিলেন জপঃ তপোধন।
হেনকালে গ্রাহ আসি ধরিল চরণ॥
মুনিরে সংস্পর্শ মাত্র দিব্য মূর্ত্তি হৈল।
দেব পুজ্যমান ভাবে স্বর্গেতে চলিল॥
এত শুনি আনন্দিত হন নরমণি।
পুনরপি জিজ্ঞাসেন করি যোড়পাণি॥
অতঃপর কহ দেব দ্বিজের কথন।
কি রূপে যমের সভা করিলা দর্শন॥
ভীষ্ম কহিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
যতেক দেখিল তথা না হয় বর্ণন॥
দক্ষিণ দুয়ারে লয়ে গেল দ্বিজবরে।
দেখিয়া যমের পুর বিস্ময় অন্তরে॥
পুরীষের হ্রদ কোথা আছে শত শত।
লিখন না যায় পাপি তাহে ছিল কত॥
কোথায় প্রহারে পাপী করয়ে ক্রন্দন।
মারয়ে লোহার বাড়ি করিয়া বন্ধন॥
কোন স্থানে উষ্ণ জল বর্ষে জলধর।
তপ্ত তৈল বৃষ্টি কোথা হয় নিরন্তর॥
কোন স্থানে শ্লেষ্ম জল আছে বহুতর॥
তাহাতে পড়িয়া পাপী কান্দয়ে বিস্তর॥
কৃমি হ্রদ কোন স্থানে দেখি ভয়ঙ্কর।
ক্ষারজল বৃষ্টি কোথা হয় নিরন্তর॥
কোন স্থানে জল বৃষ্টি শীতে তনুকাঁপে।
কোন স্থানে অগ্নি বৃষ্টি পাপগণ তাপে॥
কোন স্থানে বজ্রকীট অতি ভয়ঙ্কর।
খণ্ড২ করি কাটে পাপী কলেবর॥
কোন স্থানে ভূতগণ ভয়ঙ্কর কায়।
যতেক দুর্গতি তাহা লিখনে না যায়॥

হাতে পাঁয়ে বান্ধিয়া আনয়ে কোন জন।
প্রহারে পীড়িত তনু কাতরে রোদন॥
এই রূপে শত শত অসংখ্য যাতনা।
ভোগ দেন ধর্ম্মরাজ না হয় বর্ণনা॥
দেখি সবিস্ময় মন হল তপোধন।
পুরীর দুয়ারে পরে করিল গমন॥
দ্বার পার হইয়া চলিল তপোধন।
মনে করে যমেরে করিব দরশন॥
কোন মূর্ত্তি ধরে যম কেমন বরণ।
হেনকালে ডোমনীর সঙ্গে দরশন॥
কেশিনী তাহার নাম জন্মান্তরে ছিল।
যমের কিঙ্করী আসি মরিয়া হইল॥
দশ গণ্ডা কড়িতে বিক্রীত কুলাখানি।
হাটে তার ঠাঁঞি লয়ে ছিলা দ্বিজমণি॥
পাঁচ গণ্ডা কড়ি দিয়া কুলা লয়েছিল।
বাকী পাঁচ গণ্ডা ধার শুধিতে নারিল॥
দুই বার তিন বার গেল দ্বিজ স্থানে।
ধারিয়া না দিল তারে পাসরিল মনে॥
দৈবযোগে দেখা তাঁরে ডোমনী করিল।
ধাইয়া সত্বরে আসি বসনে ধরিল॥
ক্রোধেতে ব্রাহ্মণে চাহি বলয়ে বচন।
সেই তস্করশীল তুই পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন॥
পাঁচগণ্ডা কড়ি মম ধারিয়া না দিলে।
তাহার উচিত ফল হাতেহ পালে॥
ভাল চাও যদি তবে যাবি কড়ি দিয়া।
নতুবা যাইব আমি তোর আত্মা নিয়া॥
বলিলেন দ্বিজ হেথা কড়ি কোথা পাব।
ছাড়ি দেও কাড়ি ঘর হৈতে আনি দিব॥
হাসিয়া ডোমনী বলে না হয় এড়ান।
কড়ি নাহি দিলে তোর লইব পরাণ॥
এতেক শুনিয়া দ্বিজ হইলা কাতর।
ক্রোধে ধনুর্দ্ধর দূত করিল উত্তর॥
সেইকালে দ্বিজবর কহিনু তোমারে।
যেকালে আসিতে তুমি বলিলা আমারে॥
পাঁচ গণ্ডা ধার যদি রহিবে কাহার।
তথাচ প্রমাদ দ্বিজ হইবে তোমার॥
অঙ্গীকার কর তুমি বলিলা বচন।
যত ধার আছে তাহা করিব শোধন॥
ব্রাহ্মণ জগত গুরু পুরাণে বাখানে।
তোমার এমত কর্ম্ম জানিব কেমনে॥
না হবে এড়ান তব হইল প্রলয়।
ব্রহ্মহত্যা পাপ মোরে ফলিল নিশ্চয়॥

এতেক শুনিয়া দ্বিজ বলয়ে করুণে।
পাসরিয়া ছিনু এত জানিব কেমনে॥
তবে ধনুর্দ্ধর দূত ভাবে মনে মন।
ডোমনীরে চাহি বলে বিনয় বচন॥
না করিও বধ ছাড়ি দেও গো ব্রাহ্মণে।
দ্বিজ বধ মহাপাপ সর্ব্বশাস্ত্রে ভণে॥
দূতের বচনে হাসি বলয়ে ডোমনী।
তবে সে ছাড়িতে পারি দ্বিজের অমনি॥
কুলার প্রমাণ বক্ষঃচর্ম্ম কাটি ক্ষুরে।
এইক্ষণে বিটলীয়া দিউক আমারে॥
নহে আপনার অঙ্গ করিয়া ছেদন।
তুমি দেও কুলার প্রমাণ এইক্ষণ॥
নহে বা দ্বিজের ধার ধারে যেই জনে।
তাহাকে আনিতে পার আমার সদনে॥
তবে এই ধার আমি লই তার স্থান।
ইহা ভিন্ন দ্বিজ আর না পাবে এড়ান॥
এতেক শুনিয়া দ্বিজ হইয়া সত্বর।
দূতের সহিতে তথা ভ্রমিলা বিস্তর॥
আপনার ধারগ্রস্ত না দেখি কাহারে।
চিন্তেতে আকুল হয়ে চিন্তিল অন্তরে॥
নেত্র মুদি দিব্যজ্ঞান করিলেন ধ্যান।
জনার্দ্দন বিনা এতে নাহি পরিত্রাণ॥
বিধিমতে নানা স্তুতি করিল বিস্তরে।
ত্রাণ কর জগন্নাথ রাখহ আমারে॥
জয় জয় জগন্নাথ পতিত পাবন।
জয় জগদীশ জয় অখিল কারণ॥
জয় জয় আদি প্রভু মৎস্য অবতার।
জয়২ যজ্ঞরূপ বরাহ আকার॥
নমস্তে বামন রূপ নমস্তে মুরারি।
নমো হয়গ্রীব রূপ নমো মধুহারী॥
নমঃ কূর্ম্ম অবতার পর্ব্বত ধারণ।
নমস্তে মোহিনী রূপ অসুর মারণ॥
নমঃ রঘুকুল বলরাম অবতার।
এক অংশে চারিরূপ দেব নিরাকার॥
ক্ষত্র কুলান্তক নমো নমো ভৃগুপতি।
নমো রামকৃষ্ণ নমো২ জগৎপতি॥
সর্ব্বত্র ব্যাপিত রূপ সর্ব্বদেহে স্থিতি।
অভক্তের শাস্তিদাতা ভক্তকুল পতি॥
তুমি ব্রহ্মা তব মুখ উৎপন্ন ব্রাহ্মণ।
বাহুযুগে ক্ষত্র উরু জন্ম বৈশ্যগণ॥
পদযুগে তোমার উৎপন্ন শূদ্রগণ।
তোমার সৃজন যত চরাচর জন॥

না জানিয়া করিলাম পাপ অকারণ।
এ মহাবিপদে প্রভু করিবা তারণ॥
এই রূপে স্তুতি বহু করি যোড়হাত।
বৈকুণ্ঠে অস্থির তথা বৈকুণ্ঠের নাথ॥
ভক্তের অধীন সদা দেব নারায়ণ।
প্রত্যক্ষ হইয়া দ্বিজে দিলেন দর্শন॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম কিরীট ভূষণ।
পীতবাস পরিধান শ্রীবৎসলাঞ্ছন॥
মকর কুণ্ডল কর্ণে সূর্য্য দীপ্তি করে।
কেয়ুর কঙ্কন আদি নানা অলঙ্কারে॥
ত্রিভঙ্গ ললিত রূপ দেব সনাতন।
দেখি ভদ্রশীল হৈল সবিস্ময় মন॥
আনন্দেতে অশ্রু জলে ভাসে কলেবর।
দণ্ডবৎ প্রণমি পড়িলা পদোপর॥
করে ধরি বিপ্রেরে তুলিয়া নারায়ণ।
আলিঙ্গন দিয়া হাসি বলিলা বচন॥
ব্রাহ্মণ আমাতে কিছু নাহি ভেদ লেশ।
একারণে নাম আমি ধরি হৃষীকেশ॥
ভক্তের অধীন আমি শুনহ বচন।
ভক্তের মানস পূর্ণ করি সর্ব্বক্ষণ॥
বর মাগ দ্বিজবর যেই প্রয়োজন।
এত শুনি প্রণমিয়া বলয়ে বচন॥
বরেতে আমার কিছু নাহি প্রয়োজন।
বর দিয়া ভাণ্ড তুমি ভক্তের মন॥
যদি বর দিবা প্রভু আপনি আমায়।
জন্মে২ ভক্তি যেন থাকয়ে তোমায়॥
কীট পতঙ্গাদি যত যোনিতে জনম।
ইতি মধ্যে প্রভু যেন নাহি হয় ভ্রম॥
কর্ম্মদোষে যথা তথা জন্মি পুনর্ব্বার।
তোমাতে অচলা ভক্তি রহুক আমার॥
আর এক বর মোরে দেহ নারায়ণ।
এই ধনুর্ধ্বজ দূতে করহ তারণ॥
কোশলা ডোমনী দেব বড়ই পাপিনী।
তার ঠাঁই রক্ষা মোরে কর চক্রপাণি॥
এত শুনি হাসি প্রভু করেন উত্তর।
ভক্তের অধীন দ্বিজ মম কলেবর॥
ভক্তে যাহা মাগে নারি হেলা করিবারে।
আপনার অঙ্গ কাটি দিব আমি তারে॥
তবে রক্ষা পাবে দ্বিজ তোমার পরাণী।
এত বলি দ্বিজরূপ ধরি চক্রপাণি॥
ভদ্রশীল যেইরূপ সেরূপ ধরিলা।
ধনুর্দ্ধজ দূতে চাহি পরেতে কহিলা॥

শীঘ্র নিয়া যাও দ্বিজে রাখ নিজ স্থানে।
ডোমনীর শোধ আমি করিব এখনে॥
এত শুনি ধনুর্ধ্বজ চলিলা সত্বরে।
নিজ গৃহে রাখিয়া আইল দ্বিজবরে॥
ধনুর্ধ্বজ সহ তবে দেব নারায়ণ।
ডোমনীর সন্নিকটে করিলা গমন॥
কেশিনীরে চাহিয়া বলিলা নারায়ণ।
ঋণগ্রস্ত আমার না পাই এক জন॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কেবা খণ্ডাইতে পারে।
আপনার চর্ম্ম কাটি দিতেছি তোমারে॥
এত বলি বক্ষচর্ম্ম কাটিয়া সত্বরে।
কুলার প্রমাণ প্রভু দিলেন তাহারে॥
নিজ মূর্ত্তি ধরি প্রভু চলিলা সত্বর।
দেখিয়া কেশিনী হৈল বিস্ময় অন্তর॥
স্তুতি করে ডোমনী করিয়া যোড় কর।
কি হেতু করিলা হেন কর্ম্ম গদাধর॥
ব্রাহ্মণ কারণ প্রভু নিজ চর্ম্ম দিল।
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কিছু না কহিল॥
কেশিনীর প্রতি প্রভু বলিলা বচন।
ইহার বৃত্তান্ত কহি শুন দিয়া মন॥
এ দ্বিজ অশ্বত্থ বৃক্ষ করিয়া রোপণ।
বিধিমতে প্রতিষ্ঠা করিল ভক্তি মন॥
বৃক্ষেতে অশ্বত্থ আমি জান সারোদ্ধার।
একারণে করিলাম বিপদে উদ্ধার॥
ইহা শুনি বহু স্তুতি ডোমনী করিল।
হেনকালে শূন্য হৈতে বিমান আইল॥
দোঁহাকারে রথে তুলি নিলা সেইক্ষণ।
ব্রাহ্মণ প্রসাদে হৈল বৈকুণ্ঠ গমন॥
তিন দিন বাদে তথা দ্বিজ ভদ্রশীল।
নিদ্রা ভঙ্গ হয়ে দ্বারে ঘুচাইল খিল॥
রাত্রেতে ভৃঙ্গার করি বহির্দ্দেশে যান।
হেনকালে অশ্বত্থ বৃক্ষের দেখা পান॥
কুলার প্রমাণ ছাল ছেদিতে দেখিয়া।
মাকে হাত রহিলেন নিঃশঙ্ক হইয়া॥
জানিনু অশ্বত্থ বৃক্ষ দেব নারায়ণ।
শীঘ্রগতি পঙ্কে তাহা করিলা পূরণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে কাশী কহে তরী॥

পাপ বিশেষ ও নরক বিশেষ।

যুধিষ্ঠীরে বলিলেন কর অবধান।
সংক্ষেপে যমপুর করিলা ব্যাখ্যান॥

কি পাপ করিলে জীব পায় কিবা ফল।
বিস্তার করিয়া কহ শুনি সে সকল॥
বলিলেন ভীষ্ম তাহা শুনহে রাজন।
ব্রাহ্মণেরে বৃত্তি দিয়া হরে যেই জন॥
অন্তে তারে লয়ে যায় যমের কিঙ্কর।
ঊর্দ্ধ বাহু করি বান্ধে স্তম্ভের উপর॥
তলেতে তুষের ধুম দেয় ভয়ঙ্কর।
ধুম্র পান করে এক শতেক বৎসর॥
তার পরে জন্মে পুনঃ সেই নরাধম।
কীট পতঙ্গাদি হয় চৌরাশি জনম॥
অনন্তরে নর জন্ম পায় দুরাচার।
পুনঃ২ তাহা ভোগ করয়ে অপার॥
কোপ দৃষ্টে ব্রাহ্মণেরে চায় যেই জন।
তাহার পাপের কথা শুন দিয়া মন॥
সহস্র২ সূচী করিয়া দাহন।
দুই চক্ষু তাহার বিন্ধয়ে দূতগণ॥
মহতের নিন্দা শুনি হাসে যেই জন।
তপ্ত তৈল তার কর্ণে করয়ে সেচন॥
মন্ত্র বেচি খায় যেবা ভোগ বদ্ধ হৈয়া।
তার পাপ কহি রাজা শুন মন দিয়া॥
কল্প কোটি সহস্র২ শত শত।
লিখিতে না পারি বিষ্ঠা ভোগ করে যত।
পুরুষ দশ সহস্র সহ অনুগত।
কুম্ভীপাকে ভুঞ্জে পাপ জন্ম শত শত॥
জন্মান্তরে পায় গিয়া স্থাবর জনম।
কৃমি জন্ম হয় তার না ঘুচে সম্ভ্রম॥
তবে যুগ সহস্র জন্ময়ে ম্লেচ্ছ জাতি।
অনন্তরে পশু হৈয়া জন্ময়ে দুর্ম্মতি॥
তদন্তরে বিপ্র জন্ম পায় অকিঞ্চন।
প্রতিগ্রহ হেতু হয় দরিদ্র লক্ষণ॥
প্রতিগ্রহ পাপে হয় নরকেতে গতি।
কন্যের বিক্রমে পাপ শুনহে নৃপতি॥
শত বংশ সহ সেই নরকে পড়য়।
তদন্তরে গিয়া পুনঃ রৌরবে ভ্রময়॥
অনন্তরে সপ্ত জন্ম হইয়া গর্দ্দভ।
তদন্তরে সপ্ত জন্ম কুকুর সম্ভব॥
তদন্তরে শত শত শূকর জনম।
বিষ্ঠা মধ্যে কৃমি হয় না ঘুচে সম্ভ্রম॥
তদন্তরে লক্ষ লক্ষ মুষা জন্ম হয়।
তদন্তরে সপ্ত জন্ম চণ্ডালেতে রয়॥
তদন্তরে সপ্ত জন্ম হয় হীন জাতি।
এই রূপে ভ্রমে সেই জানিবা নৃপতি॥

এই রূপে পুনঃ২ জন্ময়ে ভূতলে।
অশেষ যাতনা ভোগ করে কর্ম্মফলে॥
বর্শ করি অনাথের ধন যেবা হরে।
অন্তকালে পড়ে সেই নরক ভিতরে॥
পরেতে সহস্র জন্ম হয় পক্ষীজাতি।
অশেষ যাতনা ভোগ করে নীতি২॥
দেবতা উদ্দেশে দ্রব্য আনে যেই জন।
কিছুমাত্র নিবেদিয়া করয়ে ভক্ষণ॥
অসিপত্র বনে তার নিশ্চিত নিধন।
অনন্তরে হয় তার রাক্ষস জনম॥
বিপ্রে দান দিতে বিঘ্ন করে যেই জন।
তার পাপ ভোগ কহি শুন দিয়া মন॥
অন্তকালে যমদূত নিয়া সেই জনে।
অধোমুখ করি ফেলে নরক দারুণে।
তদন্তরে কামানল মহাভয়ঙ্কর।
হাতে পায় বান্ধি ফেলে তাহার ভিতর।
অগ্নি হৈতে তোলে তারে করিয়া যতন।
তপ্ত করি তার অঙ্গে করয়ে সেচন॥
তদন্তরে ফেলে কৃমি হ্রদের ভিতর।
মাথার উপরে মারে লোহার মুদ্গর॥
এই রূপে শত শত বিষম যাতনা।
ভোগ দেয় যত তারে না যায় বর্ণনা॥
বল ছল করে যেবা হরে পরনারী।
তার পাপ কহি শুন ধর্ম্ম অধিকারী॥
লৌহময়ী দিব্য নারী করিয়া রচন।
তপ্ত করি তার সঙ্গে করায় রমণ॥
স্বামি ছাড়ি যেই নারী ভজে অন্য পতি।
প্রলয় তাহার শাস্তি শুন মহামতি॥
লোহার পুরুষ এক করিয়া রচন।
তপ্ত করি তার সঙ্গে করায় রমণ॥
কটাক্ষ মাত্রেতে তাহে রতি করাইয়া।
কুম্ভীপাকে ফেলে তারে বন্ধন করিয়া॥
দেবতা প্রমাণে শত সহস্র বৎসর।
তাবত থাকয়ে কুম্ভীপাকের ভিতর॥
তদন্তরে মর্ত্যলোকে হয় পশুযোনি।
পুনঃ২ পাপ ভোগ করয়ে পাপিনী॥
পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে যে ব্রাহ্মণে কটু ভাষে।
তাহার পাপের কথা শুনহ বিশেষে॥
মৃত্যুকালে ধরে তারে যমের কিঙ্কর।
বন্ধন করিয়া তোলে পর্ব্বত উপর॥
অধোমুখে আছাড়িয়া ফেলে ভূমিতলে।
হস্ত পদ চূর্ণ হয়ে কান্দি ভাসে জলে॥

তদন্তরে ঘৃত অঙ্গ করিয়া মর্দ্দন।
অগ্নি দিয়া তার অঙ্গ করয়ে দাহন॥
পরাণে না মারে কিন্তু তাহে দুঃখ দিয়া।
অসিপত্র বনে তারে ফেলায় বান্ধিয়া॥
তদন্তরে মর্ত্যপুরে হয়ে পশুযোনি।
শৃগাল কুকুর আদি নকুল শকুনি॥
তদন্তরে জন্ম হয় চণ্ডালের কুলে।
পুনঃ২ পাপভোগ করয়ে বহুলে॥
পুষ্পোদ্যানে পুষ্প যেই করয়ে হরণ।
তাহার পাপের কথা করহ শ্রবণ॥
শ্যাকুল কণ্টক বন অতি ভয়ঙ্কর।
ঊর্দ্ধ মুখ করি ফেলে তাহার উপর॥
এই রূপে শত শত অশেষ যাতনা।
যেন পাপ তথা ভোগ না হয় বর্ণনা॥
সহস্তে ব্রাহ্মণ বধ করে যেই জন।
অসংখ্য যাতনা তারে ভুঞ্জায় শমন॥
যাহার যেমন পাপ ভোগে সে তেমন।
সংক্ষেপে জানাই পাপ ভোগের কারণ॥
বিস্তারিয়া কহি যদি শতেক বৎসর।
তবু শেষ নাহি হয় ধর্ম্ম নৃপবর॥
অতঃপর শুন ধর্ম্মফলের লক্ষণ।
যাহা হৈতে পাপভোগ হইবে খণ্ডন॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি॥
চন্দ্রচূড় চরণে করিয়া নমস্কার।
কাশীদাস কহে শান্তিপর্ব্ব পর্ব্ব সার॥

ধর্ম্মফল কথন।

বৃত্তিদান দিয়া যেই স্থাপয়ে ব্রাহ্মণে।
তার পুণ্যফল কত কহিব বদনে॥
বরঞ্চ ভূমির রেণু গণিবারে পারি।
সমুদ্রের জল বরং কলসী সঞ্চারি॥
তথাপি তাহার পুণ্য না হয় কথন।
ইতিহাস বলি এক শুন দিয়া মন॥
সুঘোষ নামেতে এক বিপ্রের নন্দন।
কুণ্ডীর নগরবাসী মহাতপোধন॥
অষ্ট ভার্য্যা শত পুত্র কন্যা শত জন।
সম্পদ বিহীন দ্বিজ অদৃষ্ট কারণ॥
নানা দুঃখ ক্লেশ দ্বিজ করে অনিবার।
তথাপি ভরণ নাহি হয় সুত দার॥
অন্ন বিনা শিশু পুত্র শিশু কন্যাগণ।
দ্বারে দ্বারে ফিরে তারা করিয়া ক্রন্দন॥
দুঃখিত সন্তান জানি যত পুত্রগণ।
ঘৃণা বাসি ক্রোধে সব করয়ে তাড়ন॥
যার স্থানে ভিক্ষা আশে যায় দ্বিজবর।
নাহি দেয় দুঃখী হেতু বলে কটূত্তর॥
এইমত দুঃখে কাল কাটে তপোধন।
এক দিন গৃহে বসি ভাবে মনে মন॥
পৃথিবীতে বৃথা জন্ম ধনহীন জনে॥
সর্ব্ব সুখে হীন নর সম্পদ বিহীনে॥
কুলীন পণ্ডিত কিম্বা জন্ম মহাকুলে।
ভূপতি হউক কিম্বা পূর্ণ মহাবলে॥
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য কিম্বা সর্ব্ব শাস্ত্র জ্ঞাতা।
ধনহীন জনের সর্ব্বত্র অমান্যতা॥
ধনহীন পুরুষে না মানে কোন জন।
ধন যদি থাকে হয় সর্ব্বত্র পূজন॥
যে জনের ধন নাহি বিফল জীবন।
ফলহীন বৃক্ষ যেন ছাড়ে পক্ষীগণ॥
জ্ঞাতি বন্ধু ভ্রাতৃগণ মিত্র পরিবার।
অন্যের থাকুক ঘরে ছাড়ে সুত দার॥
জলহীন সরোবর না হয় শোভন।
ধনহীন পৃথিবীতে মনুষ্য তেমন॥
চন্দ্র হীন রাত্রি যেন সব অন্ধকার।
ধনহীনে তেমন না শোভে পরিবার॥
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য কিম্বা জন্ম শূদ্রকুলে।
চণ্ডালাদি জন্ম কিম্বা হউক ভূতলে॥
ধনবান হৈলে হয় সর্ব্বত্র পূজিত।
ধনেতে সর্ব্বত্র মান বিধি নিয়োজিত॥
পাপী কিম্বা চোর কিম্বা হয় দুষ্ট জন।
ধন যদি থাকে হয় সর্ব্বত্র পূজন॥
সুখ দুঃখ ফল দুই অদৃষ্ট কারণ।
বিধির লিখিত যেবা না হয় খণ্ডন॥
কেহ২ বলে দুঃখ স্থান হৈতে পায়।
সস্থান ছাড়িয়া যদি অন্য স্থানে যায়॥
স্থানদোষে দুঃখ পায় স্থানে সুখ হয়।
অদৃষ্ট হইতে সেই শাস্ত্রমত নয়॥
এই রূপে দ্বিজবর অনেক চিন্তিল।
সে স্থান ছাড়িয়া দ্বিজ গমন করিল॥
কোশল নগরে রাজা কোশল নামেতে।
পরিবার সহ দ্বিজ চলিল তথাতে॥
বৃত্তি দান মাগিলেন ভূপতির স্থান।
ভূপতি করেন যথা যোগ্য বৃত্তি দান॥
আনন্দে রহিল দ্বিজ কোশল নগরে।
পরিবার সহ থাকি সুখভোগ করে॥

মুক্তি দিয়া ব্রাহ্মণে স্থাপিল নরবর।
যেই পুণ্যে হয় স্থিতি স্বর্গের উপর॥
শতেক বংশের সহ আনন্দ কৌতুকে।
দুই কোটি যুগ রাজা স্বর্গভোগ সুখে॥
অনন্তরে হয় তার বৈকুণ্ঠেতে স্থিতি।
দুই কোটি কল্প তথা করিলা বসতি॥
ব্রাহ্মণের মহিমাদি বেদে অগোচর।
ব্রাহ্মণ হইতে তরে পতিত পামর॥
বিষ্ণুর শরীর দ্বিজ বিষ্ণু অবতার।
করিলেন বাহিরে গোবিন্দ পাবিবার॥
পদাঘাত দিয়া স্তুতি করেন সেকালে।
অদ্যাপিহ পদচিহ্ন আছে বক্ষঃস্থলে॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন।
স্বয়ং বিষ্ণু সর্ব্ব কর্ত্তা আদি সনাতন॥
তাঁরে পদাঘাত কেন করিল ব্রাহ্মণ।
কহ পিতামহ শুনি সেই বিবরণ॥
শুনিয়া কহেন হাসি গঙ্গার নন্দন।
সমাহিতে শুন রাজা হয়ে এক মন॥
পূর্ব্বে ভৃগু মহামুনি ব্রাহ্মণ নন্দন।
ব্রহ্মযুক্তে কৈলা ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ॥
পৌলস্ত পুলহ ক্রতু আদি তপোধন।
বশিষ্ঠ নারদ বিষ্ণু যত মুনিগণ॥
একত্র হইয়া সবে যজ্ঞ আরম্ভিলা।
হেনকালে ভৃগু চিত্তে বিতর্ক করিলা॥
দেখি সব মুনিগণ সবিস্ময় দেহ।
ঈশ্বর কাহাকে বলে না জানেন কেহ॥
অতি শীঘ্র মহামুনি ব্রহ্মার নন্দন।
জানিবার তরে গেল হরের সদন॥
মহাদেব কপটে না করিল প্রণতি।
করিলেন দেখি মহাক্রোধ পশুপতি॥
ক্রোধ সম্বরিয়া হর কহেন বচন।
কি হেতু আইলা হেথা ভৃগু তপোধন॥
চিত্তেতে আক্রোশ কেন সক্রোধ বদন।
কি হেতু দেখিতে পাই তোমাকে বিমন॥
শুনিয়া উত্তর কিছু না দিল তাহারে।
মহাক্রোধে শঙ্কর বলেন আরবারে॥
অহঙ্কার করি তুমি না জান আমারে।
অবহেলা কর যত জিজ্ঞাসি তোমারে॥
অহঙ্কারে উত্তর না দেও দুরাচার।
এই হেতু আমি আজি করিব সংহার॥
এত বলি ত্রিশূল তুলিয়া নিল হাতে।
ভৃগুরে মারিতে ক্রোধে যান ভূতনাথে॥

হাতে ধরি শিবেরে রাখেন ত্রিলোচনা।
তথা হৈতে গেল ভৃগু হইয়া বিমনা॥
শীঘ্রগতি ব্রহ্মলোকে উত্তরিল গিয়া।
ব্রহ্মারে না বলি কিছু চিত্তে দুঃখী হৈয়া॥
কপটে সম্ভাষা না করিলা জনকেরে।
দেখি ক্রোধ করিলেন বিরিঞ্চি অন্তরে॥
পুত্র বলি করিলেন ক্রোধ সম্বরণ।
তথা হৈতে বৈকুণ্ঠ চলিল তপোধন॥
তথায় দেখিল হরি খাটের উপরে।
শয়নে আছেন লক্ষ্মী পদসেবা করে॥
দেখি ভৃগু মুনিবর না ভাবি অন্তরে।
করিলেন পদাঘাত বিষ্ণু বক্ষোপরে॥
হইলেন দেখি ক্রুদ্ধ লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
নিদ্রাভঙ্গে উঠিলেন দেব চক্রপাণি॥
ভৃগুকে দেখিয়া প্রভু উঠিয়া সত্বরে॥
তার পদ সেবন করিল পদ্ম করে।
আমার কঠিন দেহ বজ্রের তুলনা॥
চরণ কমলে তব হইবে বেদনা॥
শুনি মহামুনি ভৃগু লজ্জিত বদন।
নানাবিধ গৌরবেতে করিল স্তবন॥
নমঃ প্রভু ভগবান অখিলের পতি।
নমস্তে ব্রহ্মণ্যদেব নমো জগৎপতি॥
তুমি জান মহাপ্রভু ব্রাহ্মণ মর্য্যাদা।
সবার ঈশ্বর তুমি রক্ষক সর্ব্বদা॥
করিলাম এই দোষ হইয়া অজ্ঞান।
অপরাধ ক্ষমা কর প্রভু ভগবান॥
অপকর্ম্ম করিয়াছি ক্ষম দামোদর।
এত বলি করিলেন স্তুতি মুনিবর।
যোড় হস্ত করিয়া কহিল দামোদর॥
চিন্তাতুর না হইবা কভু দ্বিজবর॥
পদাঘাত নহে মম হইল ভূষণ।
এত শুনি আনন্দ হইল তপোধন॥
নানামত স্তুতি করি প্রভু নারায়ণে।
মুনি পুনঃ গমন করিল যজ্ঞ স্থানে॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি॥
চন্দ্রচূড় পদদ্বয় করিয়া ভাবনা।
কাশীরাম দেব করে পয়ার রচনা॥

একাদশীর মাহাত্ম্য।

ভীষ্ম বলিলেন রাজা করহ শ্রবণ।
পৃথিবীতে জন্মি পুণ্য আচারে যে জন॥

সর্ব্ব পাপে মুক্ত সেই নিষ্পাপ শরীর।
অন্তে মোক্ষ গতি লাভ শুন যুধিষ্ঠির॥
অষ্টমীর উপবাস করে যেই জন।
শুদ্ধ চিত্তে শিব দুর্গা করে আরাধন॥
ভূমি দান রত্ন দান করিয়া ব্রাহ্মণে।
অতিথি অপূর্ব্ব পূজা করে অন্নদানে॥
দিব্য অন্ন উপহার করিয়া রন্ধন।
কুটুম্বেরে দিয়া পরে করয়ে পারণ॥
এই মতে মাসে২ অষ্টমী প্রমাণে।
শুদ্ধ চিত্তে এইমত করে সাবধানে॥
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় শিবলোকে যায়।
কদাচিত যমের তাড়না নাহি পায়॥
নারায়ণ নাম জপ করে যে জগতে।
নারায়ণ ব্রত যেই করে শুদ্ধমতে॥
তাহার পুণ্যের কথা না যায় ব্যাখ্যান।
সংক্ষেপে কহিব কিছু কর অবধান॥
গৃহ ধর্ম্মে থাকিয়া করিবে যেইজন।
সর্ব্বভূতে দয়া করি করিবে পূজন॥
যেমন থাকিবে ধন সেইমত ব্যয়।
ব্রাহ্মণেরে দিবে ধন হৈয়া শুদ্ধাশয়॥
নানাবিধ চন্দন অনেক উপহার।
নিবেদিবে গোবিন্দেরে করি পরিহার॥
মূলমন্ত্র তিনবার করিবে চিন্তন।
উপহারে বৈষ্ণব করিবে নিবেদন॥
অবশেষ প্রণমিয়া পড়িবে ধরণী।
ভক্তিভাবে কহিবে বিবিধ স্তুতি বাণী॥
লক্ষ্মী নারায়ণ জয় জগত জীবন।
নমস্তে গোবিন্দ জয় জয় নারায়ণ॥
এই রূপে ভক্তি করি লক্ষ্মী নারায়ণে।
আবাহন অবশেষে করি বিসর্জ্জনে॥
ভূমিদান দিবে আর অন্নদান আদি।
অতিথিরে ব্রাহ্মণে পূজিবে যথা বিধি॥
দ্বিজ গুরু আজ্ঞা তবে মস্তকে ধরিয়া।
পশ্চাতে ভুঞ্জিবে শেষ নিয়ম করিয়া॥
এইমতে নারায়ণ ব্রত যে আচরে।
কুটুম্বাদি সহ যায় বৈকুণ্ঠ নগরে॥
কুটুম্বাদি পরিবার যত জ্ঞাতিগণ।
বিধিমতে সবাকারে করাবে ভোজন॥
একাদশী মহাব্রত বাখানে পুরাণে।
তার কথা কহি রাজা শুন সাবধানে॥
গালব নামেতে মুনি মহাতপোধন।
ভদ্রশীল নাম ধরে তাহার নন্দন॥

ভদ্রশীল চলিলেন মহাঘোর বন।
সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যজিয়া আরাধে নারায়ণ॥
বেদপাঠ তপঃ জপ শাস্ত্র অধ্যায়ন।
সর্ব্ব ত্যজি করে হরি মন্দির মার্জ্জন॥
মাসে২ কৃষ্ণা শুক্লা দুই একাদশী।
শুদ্ধচিত্তে আরাধয়ে পরম তপস্বী॥
দেখিয়া পুত্রের কর্ম্ম সবিস্ময় মন।
জিজ্ঞাসিল কহ তাত ইহার কারণ॥
নানামতে বিষ্ণু ভক্তি আছে শাস্ত্রমতে।
তপ জপ পূজা ধর্ম্ম বিখ্যাত জগতে॥
ব্রাহ্মণের তপ জপ ধর্ম্ম আচরণ।
ইহার কি ফল বল শুনিব নন্দন॥
এত শুনি ভদ্রশীল বলয়ে বচন।
এ ব্রতের কত ফল না যায় কথন॥
আকাশের তারা যদি গণিবারে পারি।
সমুদ্রের জল যদি কলসী সঞ্চারি॥
পৃথিবীতে সব রেণু পারিব গণিতে।
তথাপি এ ব্রতে পুণ্য নারিব কহিতে॥
সংক্ষেপে কহিব কিছু শুন সারোদ্ধার।
সোম বংশে পূর্ব্ব জন্ম আছিল আমার॥
যশকীর্ত্তি নাম ছিল বিখ্যাত জগতে।
দুষ্ট মার্গে রত বড় ছিলাম মর্ত্ত্যেতে॥
এক ছত্র ভূপতি ছিলাম জম্বুদ্বীপে।
অধর্ম্মেতে রত বড় ধর্ম্মেতে বিরূপে॥
প্রজাগণে পীড়িতাম হিংসি শান্ত জন।
এই রূপে করিলাম পাপ আচরণ॥
এক দিন দৈবযোগে সৈন্যের সহিতে।
মৃগয়া করিতে যাই চড়ি অশ্বরথে॥
বিপিনে যাইয়া হেরি প্রকাণ্ড হরিণে।
ডাকদিয়া কহিলাম সর্ব্ব সৈন্যগণে॥
যার দিক দিয়া এই হরিণ যাইবে।
কদাচিত যদি সেহ মারিতে নারিবে॥
বংশের সহিতে তারে করিব সংহার।
এই বাক্য বলিলাম ডাকি বার২॥
শুনিয়া সজাগ হৈল সর্ব্ব সৈন্যগণ।
সশঙ্কিত ভাবে মৃগ ভাবে মনেমন॥
যদ্যপি পলাই এই সৈন্য দিগ দিয়া।
সবংশে সৈন্যকে রাজা ফেলিবে কাটিয়া॥
এক প্রাণী রক্ষা হেতু মরিবে অনেক।
শুভ দিন আজি একাদশী অতিরেক॥
ইতিমধ্যে যদ্যপি আমার মৃত্যু হয়।
পশুত্ব খণ্ডিবে মোক্ষ লভব নিশ্চয়॥

যে হউক সে হউক মম যায় যাক প্রাণ।
নৃপতির দিগ দিয়া করিব প্রস্থান॥
যদিবা আমাকে রাজা করিবে নিধন।
মোক্ষ গতি হবে পাপ পশুত্ব খণ্ডন॥
যদি কদাচিত প্রাণ রহিবে আমার।
নৃপতি পাইবে লজ্জা সৈন্যের নিস্তার॥
এতেক ভাবিয়া মৃগ এইরূপ করে।
মম দিগ দিয়া মৃগ চলিল সত্বরে॥
আকর্ণ পূরিয়া বাণ মারি শাস্ত্রগাত।
না বাজিল মৃগে বাণ এমনি নিয়তি॥
লজ্জা ভয়ে আর ক্রোধে চড়িয়া অশ্বেতে।
ঘোর বনে গিয়া মৃগ না পাই দেখিতে॥
দণ্ডক অরণ্যে বহু করিয়া ভ্রমণ।
নাহি পাইলাম মৃগ দৈব নির্ব্বন্ধন॥
অশ্ব হত হৈল শ্রম হইল বহুল।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় চিত্ত অত্যন্ত আকুল॥
সৈন্যগণ বহু মম করি অন্বেষণ।
না পাইয়া গৃহে গেল বড় দুঃখী মন॥
ক্ষুধা তৃষ্ণাযুত আমি হইয়া বিশেষে।
বৃক্ষতলে রহিলাম দিবা অবশেষে॥
রাত্রি শেষ হৈল মম দৈবে লোকান্তর।
দুই যমদূত আসে অতি ভয়ঙ্কর॥
মহাপাশ দিয়া মোরে করিল বন্ধন।
সত্বরে লইয়া গেল শমন সদন॥
দেখি ধর্ম্মরাজ বড় গঞ্জিলা দূতেরে।
অকারণে কেন হেথা আনিলে ইহারে॥
সর্ব্ব পাপে মুক্ত আছে এই নরবর।
একাদশী উপবাসে হৈল লোকান্তর॥
শুন কহি দূতগণ আমার বচন।
একাদশী ব্রত আচরিবে যেই জন॥
দৈন্যভাবে করে হরি মন্দির মার্জ্জন।
তারে হেথা তোরা না আনিবি কদাচন॥
গোবিন্দের নাম যেই করয়ে স্মরণ।
সর্ব্বভূতে সমভাবে ভজে নারায়ণ॥
কদাচ তাহারে তোরা হেথা না আনিবা।
সাবধান পূর্ব্বকে বিস্মৃতি না হইবা॥
দেব তুল্য পিতৃ মাতৃ যে করে সেবন।
অতিথি সেবয়ে আর তীর্থ পর্যটন॥
ভূমি দান গোদানাদি করে দ্বিজগণে।
দুঃখী দরিদ্রকে তৃপ্ত করে অন্নদানে॥
দাস্য ভাবে দ্বিজ সেবা করে যেই জন।
যথোচিত বিত্ত দিয়া তুষয়ে ব্রাহ্মণ॥
সভামধ্যে মুখে যার মিথ্যা নাহি খসে।
দৈব যজ্ঞ করে যেই ব্রাহ্মণ উদ্দেশে॥
গোধন পালন করে সর্ব্ব জীবে দয়া।
সন্ন্যাস গ্রহণ ত্যজি করে গৃহমায়া॥
যোগ সাধি মৃত্যুঞ্জয় ভজে যেইজন।
শুদ্ধভাবে যেই আরাধয়ে নারায়ণ॥
সমাহিত করে যেই পুরাণ শ্রবণ।
পুরাণ পড়য়ে যেই শুদ্ধ চিত্ত মন॥
ধর্ম্ম কথা কহিয়া শিখায় অধর্ম্মিরে।
কদাচিত তাহারে না আন মম পুরে॥
ব্রাহ্মণের নিন্দা যেই করে অনুক্ষণ।
পিতৃ মাতৃ নিন্দে সদা বেশ্যাপরায়ণ॥
বিষ্ণু ভক্তি আশ্রয় করিয়া যেই জন।
পুনর্নারী সঙ্গে সদা করয়ে রমণ॥
তাহারে আনিবি তোরা প্রহার করিয়া।
নাশিব ছেদন করি বন্ধনে ধরিয়া॥
পর নারি হরে যেবা হইয়া অজ্ঞান।
সভামধ্যে গুরুজনে করে অপমান॥
গুরু লঘু নাহি মানে যৌবনের মদে।
মিথ্যা বলি অন্য জনে ফেলয়ে বিপদে॥
তাহারে আনিবি তোরা আমার সদনে।
হাতে গলে মহাপাশে করিয়া বন্ধনে॥
দেবতা উদ্দেশে দ্রব্য আনে যেইজন।
দেবতারে নাহি দিয়া করয়ে ভক্ষণ॥
লৌহপাশে বান্ধি তারে আনিবি হেথায়।
করিয়া প্রহার মাথে মুদ্গর লোহায়॥
ধর্ম্ম বিঘ্ন করয়ে বিদ্বেষি যেই জন।
উপহাস করে দ্বিজে হইয়া দুষ্ট মন॥
হেথায় বান্ধিয়া তোরা আনিবি তাহারে।
পর বৃত্তি হরে যেবা জন্মিয়া সংসারে॥
পর ভার্য্যা হরে যেবা বলাৎকার করি।
অজ্ঞান হইয়া যেবা হরয়ে কুমারী॥
তাহারে আনিবি তোরা করিয়া বন্ধন।
এইরূপে আচরয়ে পাপ যেই জন॥
এত শুনি বিস্ময় মানিল দূতগণ।
কর যোড়ে ধর্ম্মরাজে করয়ে স্তবন॥
এ সকল কথা পিতা করিবা শ্রবণ।
অবশেষে পাপ মম হইল খণ্ডন॥
বিধিমতে যম মোরে করিল পূজন।
স্বর্গ হৈতে দিব্য রথ আইল তখন॥
অজ্ঞানে হইল একাদশী আচরণ।
সেই পুণ্যে হৈল মম স্বর্গে আরোহণ॥

কোটি২ বর্ষ তাতে স্বর্গে হৈল স্থিতি।
তদন্তরে ব্রহ্মলোকে হইল বসতি॥
কোটি যুগ ব্রহ্মলোকে করিয়া বঞ্চন।
তোমার ঔরসে হেথা হইল জনম॥
দিব্যজ্ঞানে পাপ মোরে না করে বাধন।
সে কারণে একাদশী করিনু সাধন॥
ইহার বৃত্তান্ত এই কহিলাম পিত।
শুনিয়া গালব মুনি হইল বিস্মৃত॥
আনন্দিত হৈয়া পুত্র করিল চুম্বন।
তদবধি হইলেন হরি পরায়ণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি॥

হরিমন্দির মার্জ্জনের ফল।

ভীষ্ম বলিলেন শুন রাজা ধর্ম্মরায়।
আরো কিছু ধর্ম্ম কথা কহিব তোমায়॥
নানা উপহার দিয়া করয়ে পুজন।
গোবিন্দেরে করে যেই স্তুতি আচরণ॥
সোমবার দ্বাদশী দিবসে শুভক্ষণে।
ক্ষীর জলে স্নান যে করায় নারায়ণে॥
বংশের সহিতে যায় বৈকুণ্ঠ ভবন।
কদাচ না যায় সেই যমের সদন॥
ভাদ্রমাসে কৃষ্ণাষ্টমী রোহিণী শুভক্ষণে।
ক্ষীর জলে স্নান যে করায় নারায়ণে॥
উপবাস করি হরি করেন চিন্তন।
ত্রিভঙ্গ ললিত দিব্যমূর্ত্তি নারায়ণ॥
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হয় সেই ধর্ম্মরাজ।
বংশের সহিত করে বৈকুণ্ঠে বিরাজ॥
গোবিন্দ মন্দির যেই করয়ে মার্জ্জন।
তাহার পুণ্যের কথা না যায় কথন॥
অজ্ঞানে সজ্ঞানে করে না থাকে বিচার।
সর্ব্ব কর্ম্ম লভে পায় সর্ব্ব পাপে পার॥
শুনিয়াছি পুর্ব্বে আমি দেবলের মুখে।
সেই কথা মহারাজ কহিব তোমাকে॥
সমাহিত হৈয়া রাজা শুন এক মতে।
যজ্ঞধ্বজ নামে ছিল ইক্ষাকু বংশেতে॥
মহা ধর্ম্মশীল রাজা বিখ্যাত সংসার।
এক ছত্র জম্বু দ্বীপে যার অধিকার॥
রাজকর্ম্ম যত সব ত্যজিয়া রাজন।
স্বহস্তে করয়ে হরিমন্দির মার্জ্জন॥
বীতিহোত্র নামে তাঁর কুল পুরোহিত।
এসব দেখিয়া যজ্ঞধ্বজে আচরিত॥

সচিন্তিত হৃদয়ে হইয়া তপোধন।
নৃপতিকে জিজ্ঞাসেন ইহার কথন॥
কহ শুনি রাজা তুমি সর্ব্ব ধর্ম্মান্বিত।
সর্ব্ব ধর্ম্ম শাস্ত্রে তুমি বিচারে পণ্ডিত॥
কি কর্ম্ম অসাধ্য তব আছে পৃথিবীতে।
যাহা ইচ্ছা করিবারে পারহ করিতে॥
ভ্রাতৃ পত্নি ইত্যাদি এতেক পরিজন।
তথাপি আপনি করে মন্দির মার্জ্জন॥
এত শুনি হাসিয়া বলিলা নরপতি।
ইতিহাস কথা কহি কর অবগতি॥
ছিলাম পুর্ব্বেতে দুষ্টমতি পাপাচার।
পরদ্রব্য চুরি হিংসা করিয়া অপার॥
বৃষলী আসক্ত আমি হয়ে একবারে।
গৃহের যতেক ধন দিলাম তাহারে॥
মম কর্ম্ম দেখি পিতৃ মাতৃ ভ্রাতৃগণ।
ক্রুদ্ধ হৈয়া সবে মোরে করিল তাড়ন॥
সবাকার বাক্য আমি করি অবহেলা।
রাহু যেন নিঃশঙ্কে গ্রাসয়ে চন্দ্রকলা॥
তেমতি আসক্ত আমি হয়ে বৃষলীতে।
সর্ব্বস্ব দিলাম পরে তাহার পিরীতে॥
মহাক্রুদ্ধ হৈল পরে যত ভ্রাতৃগণ।
প্রহার করিয়া মোরে করিল বন্ধন॥
নিবারিতে না পারিল অশেষ বিশেষে।
গৃহ হৈতে দুর করি দিল অবশেষে॥
ক্রোধে গৃহ হৈতে আমি হইয়া বাহিত।
মহাঘোর বনমধ্যে গিয়া উপস্থিত॥
অনাহারে অবসন্ন হইল শরীর।
ঘোর বনে পাইলাম শ্রীবিষ্ণু মন্দির॥
বৃষ্টিজলে কর্দ্দম আছিল মন্দিরেতে।
পারিষ্কার করি শেষে শুইনু তথাতে॥
দৈবযোগে এক সর্প তাহাতে আছিল।
নিদ্রার আবেশকালে চরণে দংশিল॥
সেইক্ষণে কালধর্ম্ম হইল আমার।
দুই যমদূত আইসে বিকৃত আকার॥
মহাপাশে শীঘ্র মোরে করিল বন্ধন।
হেনকালে বিষ্ণুদূত আইসে দুইজন।
ক্রোধে যমদূতে চাহি করিয়া গর্জ্জন।
পাশ হৈতে মুক্ত মোরে করিল তখন॥
দেখি সবিস্ময় হৈল যমদূতগণ।
করযোড়ে বিষ্ণুদূতে করে নিবেদন॥
মোরা দোঁহে হই ধর্ম্মরাজ অনুচর।
তাঁর আজ্ঞা ধরি মোরা মস্তক উপর॥

সংসারের মধ্যে যত মরে জীবগণ।
পশু পক্ষী মনুষ্যাদি জন্তু অগণন॥
সবারে লইয়া যাই যমের সদন।
পাপ পুণ্য বুঝি যম রাখেন তখন॥
এই যজ্ঞধ্বজ পাপী বিখ্যাত জগতে।
ইহার পাপের কথা না পারি কহিতে॥
কি কারণে পাপে মুক্ত করিলা ইহারে।
কেবা দোঁহে পরিচয় জানাও আমারে॥
এত শুনি হাসি দোঁহে করিল উত্তর।
মোরা দুইজন হই বিষ্ণুর কিঙ্কর॥
জগতের হর্ত্তা কর্ত্তা দেব নারায়ণ।
তার আজ্ঞা মাথে ধরি ভ্রমি সর্ব্বক্ষণ॥
হরিনাম স্মরণ করয়ে যেই জন।
হরি পূজা করে হরি মন্দির মার্জ্জন॥
শ্রবণ কীর্ত্তন নাম করয়ে বন্দন।
দাস্যভাব সখ্যভাব আত্ম নিবেদন॥
তারে অধিকার তব নাহি কদাচন।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত আছে সেই মহাজন॥
গোবিন্দ মন্দির এই করিল মার্জ্জন॥
এতে অধিকার তব নাহি কদাচন॥
এতেক বলিয়া দুই হরির কিঙ্কর।
নিয়া গেল শীঘ্র মোরে বৈকুণ্ঠ নগর॥
সহস্র শতেক যুগ তথা করি স্থিতি।
তদন্তরে ব্রহ্মলোকে করিলাম গতি॥
শত কল্প ব্রহ্মলোকে করিয়া বিহার।
তদন্তরে ইন্দ্রলোকে হই অগ্রসার॥
চতুর্দ্দশ মন্বন্তর কাল পরিমাণ।
যত স্বর্গ ভোগ করি না হয় ব্যাখ্যান॥
তদন্তরে এই মহা ইক্ষাকু বংশেতে।
সেই পুণ্যে আসিয়া উৎপন্ন এ রূপেতে॥
অজ্ঞানে করিয়া হরি মন্দির মার্জ্জন।
তাহাতে এ গতি হয় শুন তপোধন।
জ্ঞানে যেবা করে হরি মন্দির মার্জ্জন॥
শুদ্ধ ভাব হইয়া পূজয়ে নারায়ণ॥
পৃথিবীর সব রেণু পারিল গণিতে।
তাহার পুণ্যের কথা না পারি কহিতে॥
ভীষ্ম বলিলেন রাজা করহ শ্রবণ।
এত শুনি বীতিহোত্র হল তুষ্ট মন॥
করযোড়ে নৃপতিরে করিল বন্দন।
সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যজি নিল গোবিন্দ শরণ॥
শান্তিপর্ব্ব ভারতের অপূর্ব্ব কথন।
এক চিত্তে এক মনে শুনে যেইজন॥
সর্ব্ব দুঃখে তরে সেই না হয় সংশয়।
পয়ার প্রবন্ধে কাশীরাম দাস কয়॥

দান ধর্ম্ম ফলের কথন।

বলিলেন ভীষ্ম শুন অপূর্ব্ব কথন।
অপার মহিমা রাজা গোবিন্দ সেবন॥
লিঙ্গরূপী জনার্দ্দন শিলা অবতার।
শ্রদ্ধা করি পূজা যেই করয়ে তাঁহার॥
শুভ লগ্ন শুভ তিথি শুভ দিনক্ষণে।
মধুপর্কে স্নান যে করায় নারায়ণে॥
সর্ব্ব পাপে মুক্ত পায় সেই মহাশয়।
শত বংশ সহ যায় বিষ্ণুর আলয়॥
নারিকেল জলেতে স্নাপয়ে পশুপতি।
শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া বিবিধ করে স্তুতি॥
শত বংশ সহ সেই নিষ্পাপ হইয়া।
শিবের সদনে যায় বিমানে চড়িয়া॥
দেবতা উদ্দেশে যেই পুষ্প দান করি।
ভক্তি করি পূজা করে হর আর হরি॥
অন্তকালে স্বর্গপুর হয় তার গতি।
ইহলোকে পরলোকে না পায় দুর্গতি॥
তুলসী আরাম যেই করিয়া রোপণ।
ত্রিসন্ধ্যা স্তবন করে ত্রিসন্ধ্যা বন্দন॥
তারে তুষ্ট হন প্রভু দেব জগৎপতি।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় সেই মহামতি॥
বৈভব বিস্তর আসি করয়ে সংসারে।
যার যেই বৈভব হয় যেমন প্রকারে॥
অল্প বা বিস্তর পুণ্য গণিত সমান।
তার তথ্য কহি রাজা শুন সাবধান॥
চতুষ্পাদ পুণ্য পূর্ণ কোথায় গণন।
ত্রিপাদেতে পূর্ণ কোথা শুনহে রাজন॥
দ্বিপাদেতে পূর্ণ পুণ্য মধ্যমেতে গণে।
নিকৃষ্ট পাদেক পূর্ণ বেদেতে বাখানে॥
ইতি মধ্যে করে পুণ্য যত ভক্তি যার।
সমান গণিতে পুণ্য শ্রদ্ধা অনুসার॥
জলাশয় দান করে ধনাঢ্য পুরুষে।
ব্রাহ্মণে করয়ে দান অশেষ বিশেষে॥
ধেনু রত্ন তণ্ডুলাদি বস্ত্র আভরণ।
অশ্রদ্ধায় করে যেই দ্রব্য নিবেদন॥
অঙ্গহীন হয় পুণ্য না হয় ইহাতে।
বলিলাম ধর্ম্ম পুত্র নিশ্চয় তোমাতে॥
দরিদ্র কিঞ্চিৎ যদি দেয় শ্রদ্ধান্বিতে।
চতুষ্পাদ পুণ্য তার হইবে নিশ্চিতে॥

বিভবানুসারে যদি বিপ্রে করে দান।
শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া পূজয়ে ভগবান॥
না হয় সংশয় এতে বেদের আখ্যান।
তড়াগ কূপেতে পুণ্য গণিত সমান॥
ধনী পুরুষেরা দেয় পুষ্পের আরাম।
এক ভূমি যুড়ি শ্রেণী নানা অনুপম॥
এক বৃক্ষ রোপণ করয়ে দুঃখী জন।
ইহাতে সমান পুণ্য করিয়া গণন॥
কোটি২ ব্রাহ্মণ ভুঞ্জান মুনিগণ।
দরিদ্র করায় এক ব্রাহ্মণ ভোজন॥
লক্ষ ধেনু বিপ্রে দান ধনিরা করয়।
দরিদ্রের এক গাভী তার সম হয়॥
কোটি২ মনুষ্যে পালয়ে ধনিজন।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আদি আর শূদ্রগণ॥
দরিদ্র পুরুষ এক মনুষ্য পালয়।
পাইবে সমান ফল বেদেতে নিশ্চয়॥
ধনিরা পুজয়ে কৃষ্ণে নানা উপহার।
ঘৃত দুগ্ধ রত্ন বস্ত্র অতুল অপার॥
দরিদ্র পূজয়ে জল দিয়া নারায়ণ।
শ্রদ্ধা ভক্তি স্তুতিবশে হইবে তারণ॥
ধনাঢ্য পুরুষ দেয় দিব্য দেবালয়।
ইষ্টক পাষাণ হেম মণি রূপাময়॥
মুকুতার ঝারা স্তম্ভ প্রবাল পাতর।
নানাবিধ দিব্য রত্নে অতি মনোহর॥
শুভ তিথি শুভ লগ্ন করি নিরূপণ।
শ্রদ্ধাযুক্তে শ্রীগোবিন্দে করে সমর্পণ॥
অন্নদান ভূমিদান ধেনুদান আদি।
লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ ভুঞ্জায় নানাবিধি॥
মৃত্তিকার গৃহ এক করিয়া রচন।
তাহাতে স্থাপয়ে হরি ধনহীন জন॥
দুই এক ব্রাহ্মণে করয়ে অন্নদান।
সমান উভয়ে পুণ্য বেদেতে ব্যাখ্যান।
সংক্ষেপেতে কহিলাম দানের কথন।
শোক দূর কর রাজা স্থির কর মন॥
বিধির লিখন ফল ভুঞ্জয়ে সংসারে।
যথা ধর্ম্ম তথা ফল বেদেতে বিচারে॥
অধর্ম্মেতে কেহ ধর্ম্ম লভে ধর্ম্মফলে।
ধর্ম্ম হৈতে পাপ কেহ লভি এ ভূতলে॥
এত শুনি যুধিষ্ঠীর সবিস্ময় মন।
জিজ্ঞাসেন কহ দেব ইহার কারণ॥
অধর্ম্মেতে কেবা ধর্ম্ম পাইল সংসারে।
শুনিবারে ইচ্ছা বড় কহিবা আমারে॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
আমার কি শক্তি ইহা বর্ণিবারে পারি॥
মস্তকে বন্দিয়া মাত্র বিপ্র পদরজ।
কহে কাশীদাস গদাধর দাসাগ্রজ॥

প্রয়াগ মাহাত্ম্যে ব্যাধ ও সুমতির
উপাখ্যান বর্ণন।

বলিলেন ভীষ্ম শুন পাণ্ডুর নন্দন।
পূর্ব্ব ইতিহাস কথা শুন দিয়া মন॥
ধনপতি নামে বৈশ্য অযোধ্যায় ধাম।
সর্ব্ব ধনে পূর্ণ বৈশ্য গুণে অনুপম॥
সুমতি নামেতে তার ভার্য্যা গুণবতী।
পরমাসুন্দরী সেই যেন কামবতী॥
সর্ব্বসুখে পূর্ণ বৈশ্য মহাধনবান।
পুত্রহীন কেবল দুঃখিত মতিমান॥
নানামতে নানা যজ্ঞ করয়ে বিস্তর।
আচরিল ভার্য্যা সহ ব্রত বৈশ্যবর॥
অদৃষ্টের বশে তার না হয় নন্দন।
এই হেতু সদা বৈশ্য রহে দুঃখি মন॥
এক দিন নিভৃতে বসিয়া বৈশ্যবর।
আপনারে তিরস্কার করিল বিস্তর॥
পুত্রহীন বৃথা জন্ম সংসার ভিতরে।
পুত্র বিনা যায় নর নরক দুস্তরে॥
এইরূপে বৈশ্য বহু করিল চিন্তন।
দূরদেশে গেল চলি বাণিজ্য কারণ॥
এক দিন বৈশ্য পত্নী দাসীগণ সঙ্গে।
সরোবরে স্নান হেতু চলিয়াছে রঙ্গে॥
উপবন মধ্যে ছিল রাম সরোবর।
স্নানে পুণ্যফল তায় লভয়ে বিস্তর॥
সেই সরোবরে গেল স্নান করিবারে।
হেনকালে এক ব্যাধ সরোবর ধারে॥
লব্ধক তাহার নাম বিখ্যাত ভুবন।
দেখিয়া নারীর রূপ হয় অচেতন॥
পীতবর্ণ অতি রঙ্গ জিনিয়া কাঞ্চন।
রক্তবাস রবি ত্রাস দেখিয়া পিন্ধন॥
কুচযুগ জিনি পূর্ণ কিবা রসায়ন।
করিবর ভুজবর মধ্যে পঞ্চানন।
মুখজ্যোতি দেখি শশী নিন্দে আপনারে।
দেখিয়া মুর্চ্ছিত ব্যাধ হইল অন্তরে॥
ক্ষণেক চৈতন্য পায়ে বলিল বচন।
শুন আজি সুবদনী মম নিবেদন।
তোমা সম রূপবতী নাহি ত্রিভুবনে।
এ রূপ যৌবন ব্যর্থ কর অকারণ॥

দূরদেশে গেল পতি বাণিজ্য কারণে।
রতিসুখে হীনা হয়ে রহিবে কেমনে॥
তোমাতে মজিয়া মন কম্পিত আমার।
স্মরশরে অঙ্গ মম করে ছার খার॥
দয়া করি রাখ মোরে করিয়া রমণ।
নহে এইক্ষণে আমি ত্যজিব জীবন॥
নরহত্যা মহাপাপ জানহ আপনি।
এত শুনি ক্রোধচিত্তে বলে নিতম্বিনী॥
অধম পাপিষ্ঠ তুই অতি হীন জাতি।
কোন লাজে হেন বোল বলিলি দুর্ম্মতি॥
স্পর্শ করি তোরে হয় স্নান করিবারে।
লজ্জা নাহি হেন বাক্য বলিলি আমারে॥
ভৃত্যা সম রহিস রে তুই দুরাচার।
এইমত অনেক করিল তিরস্কার॥
শুনিয়া হইল ব্যাধ দুঃখিত অন্তর।
স্নান করি বৈশ্যপত্নী যায় নিজ ঘর॥
মনেং ব্যাধ পরে অনেক ভাবিয়া।
নিবেদিল দাসীগণে বিনয় করিয়া॥
কিরূপে এ নারী লাভ হইবে আমার।
বিচার করিয়া সবে কহ সারোদ্ধার॥
এত শুনি উপহাস করে দাসীগণ।
কোন লাজে হেন কথা বলিস দুর্জ্জন॥
বামন হইয়া বাঞ্ছা চন্দ্রমা ধরিতে।
পতঙ্গ হইয়া ইচ্ছা অগ্নি নিবারিতে॥
চণ্ডাল হইয়া ইচ্ছা ধরিতে ব্রাহ্মণী।
লজ্জা নাহি এই হেতু বলিল কুবাণী॥
না শুনে তৎসব কথা কামেতে পীড়িত।
দেখিয়া কন্যার রূপ হইল মোহিত॥
পুনরপি বলে ব্যাধ বিনয় প্রচারি।
কহ সত্য কিরূপে পাইব এই নারী॥
ইহ জন্মে পাই কিম্বা পাই জন্মান্তরে।
নির্ণয় করিয়া সত্য কহিবা আমারে॥
মালিনী নামেতে দাসী বলে হাসিং।
প্রয়াগে করহ তপ হইয়া তপস্বী॥
ত্রিসন্ধ্যা করিয়া স্নান প্রয়াগের নীরে।
এক ক্রমে তিন দিন রহ গঙ্গাতীরে॥
তথা ব্যাস করিয়া স্মরণ নারায়ণ।
তিন দিন তিন রাত্রি করিবা লঙ্ঘন॥
তবে এই নারী তুমি পাইব নিশ্চয়।
এত বলি দাসীগণ গেল নিজালয়॥
শুনিয়া আনন্দে ব্যাধ চলিল ত্বরিত।
প্রয়াগের তীরে গিয়া হৈল উপনীত॥

এক মন করি তিন দিব সরজনী।
এক চিত্তে স্মরণ করয়ে চক্রপাণি॥
সাধকবৎসল হরি বৈকুণ্ঠে থাকিয়া।
ব্যাধে ডাকি বলিলেন শূন্যরূপি হৈয়া॥
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ব্যাধ হইবে তোমার।
এ স্থানে প্রয়াগে স্নান কর পুনর্ব্বার॥
এতেক শুনিয়া ব্যাধ আনন্দিত মন।
প্রয়াগে করিয়া স্নান করিল তর্পণ॥
পাপ তনু খণ্ডিল হইল দিব্যগতি।
রূপে গুণে হইল সে বৈশ্যের আকৃতি॥
শীঘ্রগতি অযোধ্যায় করিল গমন।
উপনীত হয় গিয়া বৈশ্যের ভবন॥
নিজপতি প্রায় ব্যাধে বৈশ্যপত্নী দেখি।
নিরখিয়া প্রণমিল আসি শশীমুখী॥
বসাইল পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া সিংহাসনে।
ঈষৎ হাসিয়া কহে মধুর বচনে॥
যত দিন প্রাণনাথ নাহি ছিলে ঘরে।
তত দিন দুঃসহ ত্রাস আমার অন্তরে॥
সুখ লেশ নাহি চিত্তে আমি বিরহিণী।
চন্দ্রের প্রভাবে যেন ম্লান কুমুদিনী॥
ব্যাধ বলে বড় ভাগ্য তোমার আছিল।
তাহাতে সঙ্কটে মম প্রাণ রক্ষা হৈল॥
বহুদূর গিয়াছিনু বাণিজ্য কারণ।
ধন জন সব বিধি করিল হরণ॥
রাক্ষসের হাতে আমি পড়িয়াছিলাম।
সকল মজিল দৈবে রক্ষা পাইলাম॥
শুনি কহে বৈশ্যপত্নী সজল নয়ন।
ধন যাউক প্রাণ নাথ আইলা ভবন॥
কত ধন পাবে তুমি থাকিলে জীবন।
এইরূপে কহিলেক প্রবোধ বচন॥
এইমত আছে দোঁহে কথোপকথনে।
হেনকালে আসে বৈশ্য আপন ভবনে॥
শত শত বলদে সকটে পুরি ধন।
উত্তরিল নিজ গৃহে আসি সেইক্ষণ॥
দেখিয়া বিস্ময় চিত্ত হইল সুমতি।
একরূপ দুইজন একই আকৃতি॥
তুল্য ভাষা তুল্য গুণ তুল্য দুই জন।
দুই জন দোঁহারে করিল নিরীক্ষণ॥
দেখিয়া বিস্ময় মানে বৈশ্যের নন্দন।
কার সঙ্গে ভার্য্যা মম কহিছে কথন॥
পতিব্রতা ভার্য্যা মম অন্য নাহি জানে।
কোন দেব আসিয়াছে ছল আচরণে॥

এতেক ভাবিয়া বৈশ্য জিজ্ঞাসে ভার্য্যারে।
হইলাম বিস্মৃত তোমার ব্যবহারে॥
পতিব্রতা নারী তুমি জানে জগজ্জন।
পরপুরুষের সঙ্গে কর আলাপন॥
শুনিয়া বৈশ্যপত্নী কহিতে লাগিল।
তব রূপে এই রূপ বিধি নির্ম্মাইল॥
আকৃতি প্রকৃতি রূপ তুল্য দোঁহাকার।
কেমনে জানিব চিন্তে স্বামী যে আমার॥
এক গর্ভে জন্ম যেন হয়েছে দোঁহার।
ভিন্নজ্ঞান নহে যেন অশ্বিনী কুমার॥
দেখিয়া সুমতি তবে ভাবে মনে মনে।
দুই স্বামী এক রূপ দেখি কি কারণে॥
পাপ বস্তু বলি কেন মনে নাহি জানি।
করিলেন বুঝি মোরে মায়া চক্রপাণি॥
এতেক ভাবিয়া নারী বিস্ময় অন্তরে।
পুটাঞ্জলি করি স্তুতি করে দামোদরে॥
জয় জয় জগৎপতি জয় নারায়ণ।
নমস্তে মাধব নমো নমো জনার্দ্দন॥
নমোঽস্তু দিব্য মৎস্য আদি অবতার।
নমো হয়গ্রীব রূপ দেবতা উদ্ধার॥
নমস্তে বরাহ রূপ নমস্তে বামন।
বলির মত্ততা হেতু পৃথিবী ধারন॥
নমস্তে মোহিনীরূপ অসুর মোহন।
নমো নারায়ণ মধুকৈটভ মর্দ্দন।
নমো অবন্তুরী রূপ দেবতার হিতে।
জগৎ উদ্ধার নাম জগতের প্রীতে।
সত্ত্ব রজ তমোরূপ জয় জগৎপতি।
নমো নরসিংহ রূপ ভক্ত জন গতি॥
নমো ক্ষত্রিকুলান্তক নমো ভৃগুপতি।
নমঃ রামকৃষ্ণ রূপ নমো জগজ্জ্যোতি॥
অখিল ধারন রূপ অখিল কারণ।
অন্তরীক্ষ নাভী তব পাতাল চরণ॥
আকাশ মস্তক তব তপন নয়ন।
বিরাট রূপেতে ব্যাপিয়াছ ত্রিভুবন॥
চরাচর দেব নাগ তোমার বিভূতি।
কি বর্ণিতে পারি দেব আমি নারী জাতি।
অবলা স্ত্রী জাতি হেন বলে জ্ঞানি জন।
তোমার মহিমা কিবা করিব বর্ণন॥
তব মায়াবশেতে আছন্ন জগজ্জন।
কৃপা করি দেব মম ঘুচাও বন্ধন॥
তব পাদপদ্ম বিনা না জানি মুরারি,
যদি আমি হই সতী পতিব্রতা নারী॥

দাসী বলি কৃপা যদি কর নারায়ণ।
এ মহা লজ্জা তে মোরে করিবে তারণ॥
ভীষ্ম বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
এইমত বৈশ্যপত্নী করিল স্তবন॥
বৈকুণ্ঠ পতি তবে বৈকুণ্ঠ হইতে।
আইলেন বৈশ্যপত্নী নিকটে ত্বরিতে॥
ত্রিভঙ্গ ললিত রূপ শ্যাম কলেবর।
কনক কিরীট দিব্য মস্তক উপর॥
পিতবস্ত্র পরিধান রাজীবলোচন।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শ্রীবৎসলাঞ্ছন॥
তুলসী কোমলদল বিচিত্র ভূষণ।
মকর কুণ্ডল আদি বলয় কঙ্কণ॥
চারু চতুর্ভুজ রূপ মোহন আকৃতি।
ধন্য মহাপ্রভু ধন্যঽ জগৎপতি॥
অঙ্গের দুকুল ভাসে আনন্দ অশ্রুতে।
দণ্ডবৎ হৈয়া নারী পড়িল ভূমিতে॥
হাতে ধরি শীঘ্রগতি তুলিলেন তারে।
দামোদর দিব্য জ্ঞান দিলেন দোঁহারে॥
দিব্য জ্ঞান দিব্য মূর্ত্তি হৈল তিনজন।
বৈশ্যপত্নী বৈশ্য আর ব্যাধের নন্দন॥
তিন জনে নানা স্তুতি করে নারায়ণে।
করযোড়ে সুমতি কহিল সেইক্ষণে॥
অবধান কর মম এই নিবেদন।
দুই স্বামী এক রূপ দেখি কি কারণ॥
মায়ার বিধান তুমি বিখ্যাত ভুবনে।
মায়া করি ভাণ্ড তুমি নিজ ভক্তগণে॥
বৃষ্টি বিন্দু সব যদি পারে বর্ণিবারে।
তথাপি তোমার মায়া কহিতে না পারে॥
কার শক্তি তব মায়া করিবে বর্ণন।
কিবা মায়াচ্ছন্ন মোরে করিলা এখন॥
দুই স্বামী এক রূপ চিন্তা বড় মনে।
আজ্ঞা কর মহাপ্রভু চিনিব কেমনে॥
কৃপাকর শ্রীচরণে পড়ি জগৎপতি।
যেই স্বামি সেই হউক এই সে মিনতি॥
দ্বিচারিণী বলিবেক মোরে সর্ব্বজন।
এই কর প্রভু মম হউক মরণ॥
না করিবা যদি শুন আমার বচনে।
তোমার উপরে হত্যা দিব এইক্ষণে॥
এত শুনি হাসিয়া বলেন নারায়ণ।
দৈবের নির্ব্বন্ধ কন্যা না হয় খণ্ডন॥
দুই স্বামি এই তব অদৃষ্টে লিখিত।
আমার কি শক্তি ইহা করিব খণ্ডিত॥

এত শুনি বৈশ্যপত্নী করে নিবেদন।
যদি মোরে আজ্ঞা প্রভু হইল এমন॥
কৃপা যদি কৈলা প্রভু আমা তিন জনে।
স্বশরীরে লয়ে চল বৈকুণ্ঠ ভবনে॥
মর্ত্ত্যেতে থাকিলে হবে লোক উপহাস।
হাসিয়া গোবিন্দ তারে করিল আশ্বাস॥
সাধক বৎসল হরি ঠেকিলেন দায়।
বৈকুণ্ঠ হইতে রথ আনিল ত্বরায়॥
এক রথে আরোহি চলেন চারি জন।
শূন্যে ভর করি রথ চলে সেইক্ষণ॥
হেনকালে দুই জন হরির কিঙ্কর।
চতুর্ভুজ রূপ দোঁহে শ্যাম কলেবর॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম আর শার্ঙ্গ ধনু।
নানা অলঙ্কারে দোঁহে বিভূষিত তনু॥
অপূর্ব্ব মোহন রূপ রাজীবলোচন।
চলি যায় বিমান আরূঢ় দুই জন॥
সেই রথে আর দুই স্ত্রী পুরুষজন।
চারি জন এক রথে হরষিত মন॥
দেখিয়া সুমতি অতি কুতূহল মনে।
করযোড়ে নিবেদন করে জনার্দ্দনে॥
কহ দেব কেবা হয় এই দুই জন।
তোমার সদৃশ রূপ দেখি কি কারণ॥
আর দুই জন দোঁহাকার বামপাশে।
এক রথে চারি জন কৌতুকে বিলাসে॥
উহাদিগে জিজ্ঞাসা করিলা কৃষ্ণধন।
আপনার পরিচয় কহিবা এখন॥
এত শুনি সুমতি জিজ্ঞাসে সেইক্ষণ।
কহ শুনি তোমরা কে হও দুই জন॥
বামপাশে কেবা দুই কহ বিচক্ষণ।
বিবরিয়া কহ শুনি ইহার কারণ॥
এত শুনি হাসি দোঁহে বলয়ে বচন।
হরির কিঙ্কর মোরা হই দুই জন॥
এই দুই জন কেবা জিজ্ঞাসিলে মোরে।
এ দোঁহার কথা শুন কহিব তোমারে॥
এই যে পুরুষ নামে কলিক আছিল।
ক্ষত্রকুলে জন্মি বড় কুক্রিয়া করিল॥
এই যে রমণী বড় আছিল পাপিনী।
যদেশেতে কলিঙ্গা বেশ্যা হয় এই ধনী॥
কিন্তু অজ্ঞানেতে এক করিল সাধন।
শুকপক্ষী এক এই করিল পালন॥
শুকমুখে হরিনাম করিল শ্রবণ।
অসংখ্য পুরুষ সহ করিল রমণ॥

শেষ দশে সুমালী গন্ধর্ব্ব ভয়ঙ্কর।
তার সনে রমণ করিল বহুতর॥
এক দিন বেশ হেতু পুষ্প তুলিবারে।
একাকিনী গেল এক কানন ভিতরে॥
মৃগয়া কারণে এ করিল দুষ্টতর।
রথে চড়ি গিয়াছিল বনের ভিতর॥
বেশ্যার রূপেতে মগ্ন হইল দুর্ম্মতি।
হরিয়া রথেতে লয়ে তুলিল ঝটিতি॥
শীঘ্র রথ চালাইয়া দিল দুরাচার।
গন্ধর্ব্ব আসিয়া তথা মিলিল সত্বর॥
ক্রোধেতে কলিক বড় করে মহামার।
প্রাণপণে বাণ কাটে দোঁহে দোঁহাকার॥
দোঁহে দোঁহা বাণ বিন্ধে কেহ নহে ঊন।
ক্রোধেতে গন্ধর্ব্ব বল বাড়িল দ্বিগুণ॥
মহাবায়ুবেগে রথ উড়ায় সত্বরে॥
কলিক সে অস্ত্র নাহি নিবারিতে পারে।
ফেলাইল প্রয়াগের জলে দুরাচারে॥
প্রয়াগে ডুবিয়া মরে এই দুই জন।
জন্ম জন্মান্তরে পাপে হইল মোচন॥
বৈকুণ্ঠে লইয়া যাই এই দুই জনে।
এত শুনি হয় কন্যা সবিস্ময় মনে॥
দাসীগণ যে বলিল হইল নিশ্চয়।
জানিলাম আমি এই ব্যাধের তনয়॥
প্রয়াগে কামনা করি ডুবিয়া মরিল।
মম পতি সম রূপ সে জনা ধরিল॥
দুই পতি হয় মম দৈব নির্ব্বন্ধন।
প্রয়াগ মহিমা কিছু না যায় কথন॥
এইরূপে মনে মনে করেন চিন্তন।
বৈকুণ্ঠের দ্বারী হয়ে রহে তিনজন॥
যাহা জিজ্ঞাসিলে তাহা শুনিলে রাজন।
শোক পরিহরি রাজা স্থির কর মন॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি॥
মস্তকে বন্দিয়া চন্দ্রচূড়া পদরজঃ।
কহে কাশীদাস গদাধর দাসাগ্রজ॥

পরশুরামের তীর্থ পর্য্যটন।

বলিলেন ভীষ্ম পরে ধর্ম্মের নন্দন।
আর কিছু ইতিহাস শুন দিয়া মন॥
কৌণ্ডিন্য নামেতে মুনি বিখ্যাত ভুবন।
তীর্থযাত্রা করি তিনি করেন ভ্রমণ॥

ভাগীরথী বারাণসী প্রভাস পুষ্কর।
বিন্দুক্ষেত্র বিন্দুহ্রদ বিরজা দুষ্কর॥
ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর সরযু কেদার।
মান সরোবর আদি তীর্থ হরিদ্বার॥
একেং সর্ব্বতীর্থ করিলা ভ্রমণ।
ব্রহ্মহ্রদ ক্ষেত্রে পরে করিল গমন॥
বিপুল বিস্তার হ্রদ দেখিতে সুন্দর।
প্রকাণ্ড কুম্ভীর থাকে তাহার ভিতর॥
পূর্ব্বেতে পরশুরাম ভৃগুবংশপতি।
টাঙ্গিতে হ্রদের জল কাটেন ঝটিতি॥
খণ্ডিত হইয়া জল হইল বাহির।
হরিদ্বার দিয়া বহে মহাস্রোতে নীর॥
দ্বার মুক্ত করি স্নান করি তপোধন।
মাতৃ বধ পাপে রাম হইল মোচন॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন।
কহ শুনি পিতামহ সবিস্ময় মন॥
মহাধর্ম্ম শীল রাম ভৃগুবংশপতি।
কি কারণে মাতৃবধ করিল সুমতি॥
সর্ব্ব গুরু হৈতে শ্রেষ্ঠ গণনা জননী।
হেন কর্ম্ম কি কারণে করিলেন তিনি॥
বলিলেন ভীষ্ম পরে শুনহ রাজন।
ভুবনে বিখ্যাত জমদগ্নি তপোধন॥
রেণুকা নামেতে তাঁর ভার্য্যা গুণবতী।
পুত্র বাঞ্ছা করি স্বামি সেবা কর্ম্মে মতি॥
ক্রমেং তাঁর পঞ্চ জন্মিল নন্দন।
সবার কনিষ্ঠ রাম প্রতাপে তপন॥
ধনুর্ব্বেদ শিখিলেন বশিষ্ঠের স্থানে।
রামের সমান বীর নাহি ত্রিভুবনে॥
একদিন জমদগ্নি ছলিতে কুমারে।
গৃহিণীকে বলিলেন জল আনিবারে॥
শীঘ্রগতি জল দেও গৃহিণী আমারে।
তর্পণ করিব আমি জানাই তোমারে॥
এত শুনি কলসি লইয়া দ্রুততরে।
জল আনিবারে যান সিন্ধু সরোবরে॥
হেনকালে চলি যায় ঘৃতাচী অপ্সরী।
তার রূপে মুগ্ধ হন গাধির কুমারী॥
মুহূর্ত্তেক তার রূপ করি নিরীক্ষণ।
যতক্ষণ তার প্রতি চলিল নয়ন॥
এ কারণে বিলম্ব হইল কত ক্ষণ।
জল দিয়া দ্রুতগতি করিল গমন॥
বিলম্ব দেখিয়া মুনি ক্রোধিত হইল।
জ্যেষ্ঠ পুত্রে চাহি দ্রুত ডাকিয়া কহিল॥

জননীর মাথা কাটি আনহ ত্বরিত।
এত শুনি জ্যেষ্ঠ্য পুত্র হইল ভাবিত॥
মাতৃবধ পাপ চিন্তি না শুনিল বাণী।
আর তিন পুত্রেরে বলিল মহামুনি॥
কেহ না শুনিল বাক্য ক্রোধে মুনিবর।
কনিষ্ঠ নন্দন রামে বলিল সত্বর॥
জননী সহিত কাটি চারি সহোদর।
আমার আজ্ঞায় তাত ফেলাও সত্বর॥
এতেক শুনিয়া রাম বিলম্ব নাকরি।
মাতৃসহ কাটি দিল সহোদর চারি॥
দেখিয়া পুত্রের কার্য্য সবিস্ময় মন।
তুষ্ট হৈয়া জমদগ্নি বলিল বচন॥
চিরজীবি তাত তুমি হও মম বরে।
তোমাসম বীর কেহ না হবে সংসারে॥
আর যাহা বর ইচ্ছা মাগ মম স্থানে।
শুনিয়া কহেন রাম পিতার চরণে॥
যদ্যপি আমারে পিতা তুমি দিবা বর।
জীউক আমার মাতা চারি সহোদর॥
এত শুনি সৌম দৃষ্টি চাহি তপোধন।
জীয়াইলা ভার্য্যা সহ চারিটি নন্দন॥
মাতৃবধ সঞ্চারিল রামের উপরে।
না খসে হাতের টাঙ্গী পড়িল ফাঁফরে।
কহ তাত ইহা ত্যাগ হবে কি প্রকার।
হাতে হতে টাঙ্গী কেন না খসে আমার॥
আয়ুধের ভরে আত্মা ধড়ফড় করে।
সংশয় জীবন তাত দেখহ সত্বরে॥
এত শুনি বসিলেন ধ্যানে তপোধন।
ক্ষণেক চিন্তিয়া পরে কহিলা বচন॥
মাতৃবধ পাপ তাত দুষ্কর সংসারে।
দৈবযোগে সঞ্চারিল তোমার উপরে॥
নিরাহারী ব্রতী হয়ে এক সংবৎসর।
মান অহঙ্কার ত্যজি শিরে জটাধর॥
সংসারের যত তীর্থ করিবা ভ্রমণ।
তবে সে তোমার পাপ হইবে মোচন॥
পৃথিবীর যত তির্থ করিয়া ভ্রমণ।
যাইবা সকল শেষে কোশল ভুবন॥
বিষ্ণুযশা নামে দ্বিজ জগতে বিখ্যাত।
তাঁহার বাটিতে গিয়া হবে উপনীত॥
জিজ্ঞাসা করিবে তাঁরে ইহার প্রকার।
তবে সে হাতের টাঙ্গি খসিবে তোমার॥
শুনিয়া এ সব রাম না করি বিলম্ব।
করিলেন শীঘ্র তীর্থযাত্রা অবলম্ব॥

গয়া গঙ্গা বারাণসী করিয়া ভ্রমণ।
তদন্তরে প্রভাসেতে করিল গমন॥
তদন্তরে হরিদ্বারে গেলা মহামতি।
উত্তরিলা বদরিকা স্থানে শীঘ্রগতি॥
তদন্তরে মানসরঃ করিলা মগন।
বিন্দুক্ষেত্রে বিন্দুসর করিয়া ভ্রমণ॥
উত্তর পথেতে যত যত তীর্থগণ।
একে একে ভৃগুরাম করিলা ভ্রমণ॥
পশ্চিম দ্বারকা আদি যত তীর্থ আর।
প্রদক্ষিণ করিলেন তপস্বী কুমার॥
দক্ষিণ দিগেতে আসি হৈল উপনীত।
যত তীর্থ দক্ষিণেতে না হয় বর্ণিত॥
ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর সরযু কেদার।
গোদাবরী বৈতরণী রেবানদী আর॥
একেএকে সর্ব্ব তীর্থ করিয়া ভ্রমণ।
জনকের বাক্য পরে হইল স্মরণ॥
সত্বরে চলিয়া গেল কোশলনগরে।
উপনীত হইলেন বিষ্ণুযশা ঘরে।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি রামে দেখি দ্বিজবর।
জিজ্ঞাসা করেন আসি রামের গোচর।
হস্তেতে আয়ুধ কেন ভয়ঙ্কর কায়॥
অতি চিন্তাকুল কেন দেখি হে তোমায়।
বিশীর্ণ শরীর কেন মলিন বদন।
মেঘেতে আচ্ছন্ন যেন মিহির কিরণ॥
এত শুনি করিলেন রাম নিবেদন।
জননীরে যেই মতে করিলা নিধন॥
যেইমত স্বহস্তে কাটিলা ভ্রাতৃগণ॥
পুনশ্চ পাইল তাঁরা যেমতে জীবন॥
একে একে সকল করিলা নিবেদন।
শুনিয়া হইলা দ্বিজ সবিস্ময় মন॥
হৃদয়ে ভাবিয়া পরে বলিলা বচন।
খসিবে হস্তের টাঙ্গী শুন দিয়া মন॥
ব্রহ্মহ্রদে গিয়া স্নান করহ ত্বরিত।
তবে সে হস্তের টাঙ্গী হইবে স্খলিত॥
সে মহা হ্রদের কথা শুন দিয়া মন।
ব্রহ্মার সৃজন এই অদ্ভুত গঠন॥
চক্রাকার ঘুরে জল ঘূর্ণমান বায়।
সেই হ্রদে যেই স্নান করিবারে যায়॥
দৃষ্টিমাত্র জল তার উঠে উথলিয়া।
ডুবাইয়া মারিবারে ধায় খেদাড়িয়া॥
পুণ্যাত্মা যদ্যপি হয় পায় সেজীবন।
একারণে তথায় না যায় কোন জন॥

পুর্ব্বের বৃত্তান্ত আছে ব্রহ্মার নিয়ম।
নারদের মুখে শুনি বাড়িল সম্ভ্রম॥
ব্রহ্মঋষি সুতপা নামেতে তপোধন।
ব্রহ্মলোক গিয়া ঋষি দিলা দরশন।
বসিয়া ছিলেন ব্রহ্মা সভার ভিতর।
মেনকা অপসরা যায় শূন্যে করি ভর॥
পরমাসুন্দরী কন্যা মোহে ত্রিভুবন।
দেখি হেঁট মুখ ব্রহ্মা হইল তখন॥
সেইকালে সুতপা প্রমত্তা কামভাবে।
যুবতী বদন কুচ চাহিল স্বভাবে।
দেখিয়া সক্রোধ চিত্ত হৈয়া পদ্মাসন।
সুতপারে কহিলেন সক্রোধ বচন॥
মম লোকে আসিয়া করিলে অনাচার।
এই পাপে কুম্ভীরত্ব হইবে তোমার॥
এইক্ষণে মম হ্রদে হইবে পতন।
কত দিন পরে তবে হইবে মোচন॥
ভৃগুপতি যাবে মাতৃবধ খণ্ডিবারে।
তাবৎ থাকিবা সেই হ্রদের ভিতরে॥
টাঙ্গীর প্রহারে হৃদদ্বার করি চীর।
তথা স্নান যখন করিবা ভৃগুবীর॥
সেইক্ষণে গ্রাহরূপ ত্যজিয়া সম্প্রতি।
তদন্তরে জীব অংশে হইবে উৎপত্তি॥
যুগল নয়ন অন্ধ হবে কর্ম্ম দোষে।
শৃঙ্গারেতে রত হবে পশুর সদৃশে॥
এতেক বলিতে শীঘ্র হইল পতন।
গ্রাহরূপে সেই তীর্থে সেই তপোধন।
শীঘ্রগতি তথা তুমি করহ গমন।
তবে সে তোমার পাপ হইবে মোচন॥
এত শুনি ভৃগুরাম চলিলা ত্বরিত।
ব্রহ্মহ্রদ কূলেতে হইলা উপনীত॥
দেখি ভৃগুবরে জল উথলি চলিল।
পর্ব্বত প্রমাণ নীর ধাইয়া আইল॥
নিবারিল শোষক মন্ত্রেতে অস্ত্রপাণি।
হ্রদদ্বার মুক্ত কৈলা টাঙ্গ্যাঘাত হানি॥
হ্রদ স্নান করি পরে করিল তর্পণ।
খসিল হাতের টাঙ্গী আনন্দিত মন॥
হেনকালে কুম্ভীর দুরন্ত ভয়ঙ্কর।
রামের চরণে আসি ধরিলা সত্বর॥
হেনকালে কুম্ভীরে তুলিল ভৃগুমণি।
শাপে মুক্ত হৈয়া গ্রাহ ছাড়িল পরাণী॥
মৃত দেহ দেখি রাম সবিস্ময় মন।
দেশ গৃহে গেলা তীর্থ করিয়া ভ্রমণ॥

মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোক তরি॥
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
কহে কাশীদাস গদাধর দাসাগ্রজ॥

গয়াক্ষেত্রের উপাখ্যান।

বলিলেন রাজা কহ গঙ্গার নন্দন।
কি করিলা পরেতে কৌণ্ডিন্য তপোধন॥
বলিলেন ভীষ্ম গয়া গেল মুনিবর।
মহাপুণ্য সেই ক্ষেত্র বিখ্যাত অমর॥
গয়াসুর নামে ছিল দুরন্ত অসুর।
তাহার সৃজিত ক্ষেত্র খ্যাত তিনপুর॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন।
কহ শুনি পিতামহ ইহার কারণ॥
পশ্চাতে শুনিব সে কৌণ্ডিন্য উপাখ্যান।
আগে কহ শুনি দেব ইহার আখ্যান॥
অসুর সৃজিত ক্ষেত্র পুজ্য কি কারণ।
ভীষ্ম বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন॥
তমোগুণে জন্ম হৈল অসুর কুমার।
ত্রিপুর নামেতে দৈত্য বিখ্যাত সংসার॥
দেব দ্বিজ হিংসাদুষ্ট করে নিরন্তর।
তার ভয়ে পলাইল যতেক অমর॥
শিবের নিকটে গিয়া করিলেন স্তুতি।
প্রকারেতে ত্রিপুরে মারেন পশুপতি॥
ত্রিপুরে মারিয়া নাম হৈল ত্রিপুরারী।
ত্রিপুরের ভার্য্যা শুক দৈত্যের কুমারি॥
সতী গুণবতী কন্যা রূপে অনুপমা॥
ত্রিপুরের প্রিয়া ভার্য্যা প্রভাবতী নামা॥
গর্ব্ভবতী সেইকালে আছিলা সুন্দরী।
নারদ কহিলা আসি দৈত্যকে প্রচারি॥
তব এই ভার্য্যা গর্ব্ভে আছে এক সুত।
তার কর্ম্ম ভবিষ্যৎ হইবে অদ্ভুত॥
একছত্রা ত্রিভুবনে হইবে রাজন।
মহাপুণ্য ক্ষেত্রবর করিবে সৃজন॥
শীঘ্রগতি রাখ নিয়া জনকের ঘরে।
তবে শিব সহ তুমি প্রবেশ সমরে॥
এতবলি অন্তর্দ্ধান হন তপোধন।
পিতৃ গৃহে কন্যারে রাখিল সেইক্ষণ॥
পরে সে শিবের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভিল।
শিবের বাণেতে সেই জীবন ত্যজিল॥
প্রসবিল পিতৃ গৃহে কন্যা যে নন্দন।
গয়াসুর নাম হৈল বিখ্যাত ভুবন॥

সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ হয় মহাবীর।
তাহার সময়ে সব দেবতা অস্থির॥
এক দিন গয়াসুর মাতৃস্থানে গিয়া।
জননীরে জিজ্ঞাসিল বিরলে বসিয়া॥
শুনগো জননী মম এক নিবেদন।
বিবরিয়া কহ মোরে ইহার কথন॥
যখন পড়িতে আমি যাই গুরুস্থানে।
পিতৃহীন বলি মোরে বলে সর্ব্বজনে॥
শুনিয়া সে কথা আমি দুঃখিত অন্তরে।
পিতৃহীন কেন বিধি করিল আমারে॥
কহিবা জননী মোরে পুর্ব্বের কথন।
কোন বংশে জন্ম মম কাহার নন্দন॥
পিতৃহীন সুতের অসুখী সদা মন।
জল হীন নদী যেন নহে সুশোভন॥
চন্দ্র হীন রাত্রি যেন পদ্ম হীন সরঃ।
পিতৃহীন সন্তানের তেমতি অন্তর॥
এত শুনি কহে মাতা রোদন করিয়া।
পিতৃহীন বাপু তুমি বড় অভাগিয়া॥
ধন্য অসুরের বংশ ত্রিপুর নামেতে।
তোমার জনক সেই বিখ্যাত জগতে॥
আমার গর্ব্ভেতে তুমি আছিলা যখন।
নারদ আসিয়া দৈত্যে কহিল তখন॥
শিব সহ তোমার হইবে মহারণ।
অতএব আইলাম তোমার সদন॥
এই গর্ব্ভবতী যেই তোমার রমণী।
ইহাতে জন্মিবে এক মহাবীরমণি॥
জনকের ঘরে নিয়া রাখ এইক্ষণে।
তবে সে করিবে রণ ধুর্জ্জটির সনে॥
এত শুনি তব পিতা আনিয়া হেথাতে।
রাখিয়া করিল যুদ্ধ শিবের সঙ্গেতে॥
কপট প্রবন্ধ করি সর্ব্ব দেবগণ।
শিব হাতে তব তাত হইল নিধন॥
ভ্রাতৃ বন্ধু আদি যত ছিল দৈত্যগণ।
সকলের দেবগণ করিল নিধন॥
ত্রিপুরের বংশে তুমি এক বংশধর।
এত বলি তার মাতা কান্দিল বিস্তর॥
এত শুনি গয়াসুর সক্রোধ অন্তর।
মায়ে প্রবোধিয়া গেল শুক্রের গোচর॥
করযোড়ে প্রণমিল আচার্য্য চরণ।
নিজ পরিচয় দৈত্য দিল সেইক্ষণ॥
শুনি শুক্র দৈত্য গুরু আশ্বাস করিলা।
অস্ত্র শস্ত্র যত বিদ্যা সব শিক্ষাইলা॥

ত্রিভুবনে যত বিদ্যা কিছু নাহি শেষ।
গুরু প্রণমিয়া দৈত্য গেল নিজ দেশ ॥
আসিয়া মায়ের পায়ে প্রণাম হইল।
জননী বিস্তর তারে আশীর্ব্বাদ দিল ॥
অবশেষ যত দৈত্য ত্রিভুবনে ছিল।
গয়াসুর আসি তবে সত্বরে মিলিল ॥
তবে গয়াসুর বীর মহাকোপ ভরে।
বহু সৈন্য সাজি গেলা সুমেরু শিখরে ॥
ইন্দ্র আদি দেব যত অদিতি তনয়।
বাহুবলে সবারে করিল পরাজয় ॥
তদন্তরে শিব সহ যায় মহারণে।
একে একে জিনিল সকল দেবগণে ॥
এক ছত্রে দৈত্য রাজা হৈল ত্রিভুবনে।
উদাসীন হইয়া ফিরেন দেবগণে ॥
ইন্দ্র সহ যুক্তি করি যত দেবগণ।
ক্ষীরোদ উত্তর দিগে করিলা গমন ॥
ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর বিষ্ণু আদি সনাতন।
করযোড় করি সবে করিলা স্তবন ॥
জয় জয় জনার্দ্দন জয় জগৎপতি।
ত্রিভুবনে চরাচরে তোমার বিভূতি ॥
তুমি সৃজ তুমি পাল করহ সংহার।
এ মহা বিপদে দেব করিবে নিস্তার ॥
তোমার স্থাপিত দেব যত দেবগণ।
আপনি স্থাপিয়া কর আপনি নিধন ॥
এই রূপ স্তুতিবাদ যত দেবগণ।
সেইক্ষণে প্রত্যক্ষ হইলা নারায়ণ ॥
নবঘনশ্যাম তনু গরুড় বাহন।
শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম কিরীট ভূষণ ॥
চারু চতুর্ভুজ পীতবাস পরিধানে।
ডাকিয়া বলেন দেবগণে ভগবান ॥
দৈত্য অত্যাচারে দুঃখী আছে দেবগণ।
নির্ভয় হইয়া যাও আপন সদন ॥
আজি আমি গয়াসুরে করিব সংহার।
রহিবে অদ্ভুত কীর্ত্তি পৃথিবী মাঝার ॥
এত শুনি আনন্দিত যত দেবগণ।
প্রণমিয়া গেল সবে যে যার ভবন ॥
সত্বরে গেলেন প্রভু যথা গয়াসুর।
সাজিল মহেশ যেন মারিতে ত্রিপুর ॥
নানাবিধ দ্রব্য অস্ত্র লইয়া প্রচুর।
সংগ্রাম চাহিলা গিয়া যথা গয়াসুর ॥
শুনি গয়াসুর ক্রোধে হইলা বাহির।
গোবিন্দেরে ডাকিয়া বলেন মহাবীর ॥

জগতের নাথ তুমি ঘোষে সুরাসুর।
দেবতার বিবাদেতে মরিল ত্রিপুর ॥
ত্রিপুরের পুত্র আমি বিখ্যাত জগতে।
সহজে বাপের বৈরী দেবতা বধিতে ॥
সমতায় মম সহ যুঝিয়া আপনি।
মম কীর্ত্তি রহে যেন যাবৎ ধরণী ॥
এত বলি দিয়া অস্ত্র করিল বাহুর্ম।
হাসিয়া দিলেন অস্ত্র দেব চক্রপাণি ॥
দুই জনে অস্ত্রে অস্ত্রে হয় মহারণ।
দোঁহাকার অস্ত্র বৃষ্টি না হয় বর্ণন ॥
শেল শূল শক্তি জাঠি মুষল মুদ্গার।
পরশু ভূষণ্ডি গদা আদি অস্ত্রবর ॥
নিরন্তর চলে অস্ত্র দোহার উপর।
এই রূপ হয় যুদ্ধ শতেক বৎসর ॥
কেহ পরাজিত নহে সম দুই জনে।
ভাবিয়া ডাকিয়া দৈত্য বলে নারায়ণে ॥
তোমার সংগ্রামে তুষ্ট হইলাম আমি।
বর ইচ্ছা থাকে যদি মাগি লও তুমি ॥
হাসিয়া বলেন হরি শুন দৈত্যপতি।
মোরে বর দিতে যদি হয় তব মতি ॥
এই বর দেও মোরে দৈত্যের ঈশ্বর।
কভু হিংসা না করিবা দেব আর নর ॥
পাষাণ শরীর হয়ে থাকিবা শুইয়া।
অঙ্গীকার কৈলা দৈত্য প্রাক্তন স্মরিয়া ॥
হইলেন শুনি আনন্দিত নারায়ণ।
মোরে বর দিলে তুমি দৈত্যের নন্দন ॥
মোক্ষ বর মাগিয়া লইবা মম স্থানে।
তব কীর্ত্তি রহিবেক এ তিন ভুবনে ॥
এত শুনি হৃদয়ে ভাবিয়া দৈত্যবর।
প্রণমিয়া গোবিন্দেরে করিয়া উত্তর ॥
যদি কৃপা আমাকে করিলা চক্রপাণি।
ভক্ত জন বাক্য তুমি পালিবা আপনি ॥
পূর্ব্বেতে নারদ মুনি দিলা উপদেশ।
সেই বর আজ্ঞা মোরে কর হৃষীকেশ ॥
এই ক্ষেত্র মধ্যে মম যায় যেন প্রাণী।
শিলারূপ হয়ে থাকি আজ্ঞা তব মানি ॥
আমার মস্তকে পদ দেহ নারায়ণ।
মম নামে ক্ষেত্র এক হউক সৃজন ॥
গয়াক্ষেত্র বলি নাম হউক আমার।
সুখে ত্রিভুবন লোক করুক বিহার ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আদি জগতের জন।
আমার উপরে যেবা করিবে তর্পণ ॥

পিতৃলোক পিণ্ডদান করিবে যে জন।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হবে তার পিতৃগণ॥
চিরকাল বৈসে যেন তোমার নগর।
এই বর আজ্ঞা মোরে দেহ দামোদর॥
পিণ্ডদানে মুক্ত যেই দিনে না হইবে।
সেই দিন উঠি আমি সংসার নাশিবে॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া বর দিলা নারায়ণ।
দৈত্যের মস্তকে পদ করিল স্থাপন।
অসুর শরীর নাশ হৈল সেইক্ষণ।
আনন্দেতে নিজ স্থানে যান নারায়ণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে অবহেলে ভবসিন্ধু তরি॥

—

পঞ্চ প্রেতোপখ্যান।

বলিলেন ভীষ্ম শুন ধর্ম্মের নন্দন।
গয়াক্ষেত্রে করিল কৌণ্ডিন্য তপোধন॥
আর যত ক্ষেত্রে তীর্থ কথায় শুনিলা।
একে২ মুনি তাহা সকল ভ্রমিলা॥
কুরুক্ষেত্রে উত্তরে আইলা তপোধন।
লক্ষ লক্ষ শব তথা হইল দাহন।
শ্মশানের নিকটে আইল তপোধন।
দেখিল বসিয়া আছে প্রেত পঞ্চ জন॥
বিকৃত আকার সব বিকৃত বদন।
লম্ব ওষ্ঠ লম্ব কেশ লম্বিত দশন॥
স্থূল নাসা কূপবর সদৃশ নয়ন।
বিষ্ঠা মূত্র আদি সব অঙ্গেতে ভূষণ॥
দেখিয়া বিস্মিত চিত্ত হন তপোধন।
জিজ্ঞাসিলা কে তোমারা হও পঞ্চ জন॥
এতেক শুনিয়া তবে মুনির বচন।
কহিতে লাগিল তারা হয়ে হৃষ্টমন॥
প্রেত কুলে জন্মি মোরা অদৃষ্ট কারণ।
তার কথা কহি মুনি শুন দিয়া মন॥
নিজ কর্ম্মদোষে মোরা হইনু এরূপ।
তুমি কেবা মহাশয় কহিবা স্বরূপ॥
রবিচন্দ্র জিনি কান্তি দেহের বরণ।
শিরেতে পিঙ্গল জটা অতি সুলক্ষণ॥
রমণী মোহন তনু জিনি নবঘন।
মুখরুচি পূর্ণশশী জিনিয়া শোভন॥
করবীর ভূজবর পঙ্কজ নয়ন।
মধ্যদেশ মৃগ জিনি অতি সুগঠন॥
কণ্ঠ কম্বু জিনি রক্তবর্ণ গণ্ডস্থল।
রক্ত কোকনদ পদ অতি সুশীতল॥
চামরের পুচ্ছ জিনি দেখি গোঁপ দাড়ি।
পিঙ্গল বসন অঙ্গে যত সব বাড়ি॥
বলিলেন দ্বিজ আমি ব্রাহ্মণ নন্দন।
কৌণ্ডিন্য আমার নাম বিখ্যাত ভুবন॥
তীর্থযাত্রা করি আমি ভ্রমি এ সংসার।
গয়া গঙ্গা আদি তীর্থ ভ্রমিয়া অপার॥
জগতের হিত চিন্তু জগৎ নিস্তার।
কহ সত্য পঞ্চজন কাহার কুমার॥
কোথায় নিবাস কিবা নাম সবাকার।
কিবা হেতু দেখি মূর্ত্তি বিকৃতি আকার॥
এত শুনি এক প্রেত বলিল বচন।
অরণ্যে নিবাস করি শুন তপোধন॥
সুচিমুখ নাম মম কর অবগতি।
শীঘ্রক ইহার নাম শুন মহামতি॥
পর্য্যাষিত খ্যাত নাম তৃতীয় কথন।
লেখক পাঠান নাম অন্য দুইজন॥
এই পঞ্চজন মোরা অরণ্যেতে বসি।
এত শুনি পুনরপি জিজ্ঞাসিল ঋষি॥
এমত কুৎসিত নাম হৈল কি কারণ।
কোথায় আছিলা কিবা করহ ভক্ষণ॥
সত্য করি কহ ভাষা না ভাণ্ডিবে মোরে।
এত শুনি একে একে কহন্ত তাঁহারে।
সুচিমুখ বলে মুনি কর অবধান।
আমার পাপের কথা না হয় বাখান।
পূর্ব্বেতে ছিলাম আমি বৈশ্যের নন্দন।
মহাধনবান আর শাস্ত্রে বিচক্ষণ॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম রত চিত্ত প্রফুল্ল শরীর।
অতি উগ্রভাব আর সর্ব্বদা সুস্থির।
এক দিন অতিথি আইল মম ঘরে।
সম্ভাষা তাহাকে নাহি করি অহঙ্কারে॥
দিব্য অন্ন উপহারে ভার্য্যা পুত্র নিয়া।
করিলাম ভক্ষণ তাহাকে নাহি দিয়া॥
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সেই আকুল হইল।
মম অদৃষ্টের দোষে উঠিয়া যাইল॥
এই হেতু সুচীমুখ আখ্যান আমার।
প্রেতযোনী হইলাম বিখ্যাত সংসার॥
তদন্তরে শীঘ্রক করিল নিবেদন।
আমার পাপের কথা শুন তপোধন॥
পূর্ব্বজন্মে ব্যাধকুলে উৎপত্তি আমার।
হীন শূদ্রজাতি ছিনু বড় দুরাচার॥
পর দ্রব্য পরধন করি অপহার।
চুরী হিংসা করিয়া পোষিনু সুত দার॥

এই রূপ কত দিন করিনু যাপন ।
অতিথি আইল দৈবে আমার সদন ॥
ক্ষুধাতুর হয়ে অন্ন মাগিল আমারে ।
ক্রোধে বহু তিরস্কার করিলাম তারে ॥
পাপিষ্ঠ অধম তুই বড় দুরাচার ।
ভিক্ষায় জীবন রক্ষা এ কোন তোমার ॥
নিজ পরাক্রমে ধন করিয়া অর্জ্জন ।
উদর পুরিতে না পারিস কি কারণ ॥
এত বলি জ্যেষ্ঠপুত্রে কহিনু ক্রোধেতে ।
ধাক্কা মারি বাহির করহ বাটি হৈতে ॥
এত শুনি অতিথি হইল ক্রুদ্ধ মন ।
শাপ দিয়া দুষ্ট মোরে করিল তাড়ন ॥
মোরে অপমান কেন কৈলি দুরাচার ।
প্রেতযোনি জন্ম দুষ্ট পাইবি এবার ॥
ক্ষুধার্ত্ত অতিথি ঘরে করিলি বঞ্চন ।
বিষ্ঠামুখে হইবেক পশ্চাতে মরণ ॥
এত বলি দুঃখ চিত্তে করিল গমন ।
শীঘ্রক আমার নাম হৈল এ কারণ ॥
তদন্তরে আর প্রেত কহিল বচন ।
পূর্ব্ব জন্মে ছিনু আমি দ্বিজের নন্দন ॥
অযাজ্য যাজক ছিনু লুব্ধ অতিশয় ।
ধর্ম্মাধর্ম্ম করিয়া অর্জ্জিনু ধনচয় ॥
সুত দারা পরিবার করিনু পোষণ ।
ক্রূরমতি ছিনু অতি আশয় কৃপণ ॥
এক দিন বসি শাস্ত্র করিতে লিখন ।
হেনকালে আসে এক অতিথি ব্রাহ্মণ ॥
ক্ষুধাতুর আসি অন্ন মাগিল আমারে ।
ক্রোধে বহু তিরস্কার করিনু তাহারে ॥
সেই পাপে লেখক হইল মম নাম ।
শয়ন আসন মম অমঙ্গল ধাম ॥
অনন্তরে অন্য প্রেত বলিল বচন ।
কহিব আমার কথা শুন তপোধন ॥
পূর্ব্ব জন্মে ছিনু আমি বৈশ্যের নন্দন ।
মোর ঘরে অতিথি আইল এক জন ॥
ক্ষুধার্ত্ত হইয়া অন্ন মাগিল আমারে ।
কপট করিয়া আমি জিজ্ঞাসি তাহারে ॥
তিরস্কার করি অন্ন করি পর্য্যুষিত ।
অল্প অন্ন দিনু নহে উদর পূরিত ॥
সেই পাপে পর্য্যুষিত আখ্যান থুইল ।
অদৃষ্টের ফলে মম প্রেতত্ব হইল ॥
অন্য প্রেত বলে দ্বিজ শুনহে বচন ।
অল্প দোষে হৈল মম দুর্গতি লক্ষণ ॥

সঙ্গদোষে অল্প পাপ বাড়ে দিনে২ ।
আমাদের আশয় শুনহ মতিমানে ॥
বিষ্ঠা মূত্র শ্লেষ্ম আদিক সর্ব্বদা ভক্ষণ ।
শ্মশান স্থানেতে থাকি করিয়া শয়ন ॥
বিশেষ নিবাস মম শুন তপোধম ।
সন্ধ্যা বীজ মন্ত্র হীন যে হয় ব্রাহ্মণ ॥
তাহার শরীরে করি নিয়ত বিহার ।
আর যাহা কহি তাহা শুন সারোদ্ধার ॥
সন্ধ্যা হলে যই গৃহে দীপ নাহি রাখে ।
যাহার বাড়ির মধ্যে তুলসী না থাকে ॥
সেই সকল বাড়ি মোরা বসি অনুক্ষণ ।
ঐশ্বর্য্য সম্পদ সেই গৃহের মার্জ্জন ॥
যে যুবতী নিজ পতি করি পরিহার ।
অন্য পুরুষের সঙ্গে করে কদাচার ॥
বাসি বস্ত্র প্রক্ষালন আলস্যে না করে ।
বাসি ঘরে শোয় আর থাকে অনাচারে ॥
তাহার শরীরে আমি থাকি অনুক্ষণ ।
পূর্ব্ব জন্ম কথা বলি শুন দিয়া মন ॥
ভদ্রের কুলেতে জন্ম আছিল আমার ।
এক দিন কর্ম্ম আমি কৈনু দুরাচার ॥
আলস্য করিয়া গৃহে করিনু শয়ন ।
হেনকালে অতিথি আইল এক জন ॥
ক্ষুধায় আকুল হয়ে ডাকিল আমারে ।
জাগিয়া উত্তর আমি না দিনু তাহারে ॥
উত্তর না পায়ে শাপ দিল অতিশয় ।
জন্মান্তরে প্রেত দেহ হইবি নিশ্চয় ॥
এত বলি অন্য স্থানে করিল গমন ।
পাঠক আমার নাম হৈল এ কারণ ॥
এত শুনি হন মুনি সবিস্ময় মন ।
পুনরপি জিজ্ঞাসিল কহ প্রেতগণ ॥
কোন কর্ম্মে খণ্ডে হেন দুর্গতি লক্ষণ ।
প্রেতগণ বলে শুন কহি তপোধন ॥
নরযোনি পৃথিবীতে জন্মিয়া যে জন ।
জাতি মত কর্ম্ম যে করয়ে আচরণ ॥
জ্ঞাতি জ্ঞাতি বন্ধুগণে করি আবাহন ।
মিষ্ট অন্ন পান দিয়া করায় ভোজন ॥
পিতৃ যজ্ঞ দেব যজ্ঞ করে অনুক্ষণ ।
নানা রত্ন ধন দিয়া তোষয়ে ব্রাহ্মণ ॥
দরিদ্র ভিক্ষুকে যেই করে অন্নদান ।
তাহার পুণ্যের কথা না হয় ব্যাখ্যান ॥
ব্রত উপবাস করে গোবিন্দ উদ্দেশে ।
অনন্ত গোবিন্দ ব্রত আচারে বিশেষে ॥

অলস্য শয়ন নিদ্রা করিয়া বর্জ্জন।
সহস্তে করয়ে হরি মন্দির মার্জ্জন॥
গোবিন্দের উদ্দেশে করয়ে পুষ্পোদ্যান।
গোবিন্দের নাম যেই করে মতিমান॥
গৃহধর্ম্মচর্য্যা যেই জন পরিহরি।
একেশ্বর ভ্রমে তীর্থ পর্য্যটন করি॥
সর্ব্ব ভূতে সমভাব করে যেই জন।
শত্রুতে মিত্রতে যার সম আচরণ॥
মৃত্তিকাদি দিয়া গৃহ করিয়া নির্ম্মাণ।
যে জন স্থাপয়ে লিঙ্গরূপ ভগবান॥
এই সব নর প্রেতযোনি নাহি পায়।
সংসারেতে জন্মিয়া যে দুষ্কর্ম্মেতে যায়॥
পিতৃ মাতৃ নিন্দে যেবা নিন্দিত ব্রাহ্মণ।
অতিথিরে যেই জন না করে ভোজন॥
পিতৃ যজ্ঞে দেব যজ্ঞ বিমুখ যে জন।
সেই সব লোক মুনি হয় প্রেতারণ॥
বহু ছল করি যেই পরবৃত্তি হরে।
ব্রাহ্মণেরে প্রণাম না করে অহঙ্কারে॥
ব্রত যজ্ঞে উপহাস করয়ে যে জন।
বলে ছলে পরধন যে করে হরণ॥
দেবতা উদ্দেশে দ্রব্য আনিয়া যে জন।
লোভার্ত্ত হইয়া করে আপনি ভক্ষণ॥
হেলায় না করে যেই তীর্থ পর্য্যটন।
এ সব পাতকী করে প্রেতত্ব গমন॥
গুরু নিন্দা করে যেই বেশ্যা পরায়ণ।
প্রেতযোনি জন্ম হয় সেই সব জন॥
বলিলেন ভীষ্ম শুন ধর্ম্মের নন্দন।
ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রসঙ্গেতে প্রেত পঞ্চ জন॥
পূর্ব্বার্জিত পাপ যত ভস্ম হয়ে গেল।
প্রেত মূর্ত্তি ত্যজি পরে দিব্য মূর্ত্তি হৈল॥
স্বর্গ হৈতে পঞ্চ রথ আসি সেইক্ষণ।
মুনি নমস্করি রথে কৈল আরোহণ॥
ইন্দ্রের নগরে শীঘ্র করিল গমন।
দেখিয়া বিস্ময় চিত্ত হল তপোধন॥
পৃথিবীর যত তীর্থ করিল ভ্রমণ।
ত্রিভুবনে বিখ্যাত কৌণ্ডিল্য তপোধন॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
আমার কি শক্তি তাহা বর্ণিবারে পারি॥
শিরেতে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
কহে কাশীদাস গদাধর দাসাগ্রজ॥

শিবচতুর্দ্দশীর মাহাত্ম্য।

যুধিষ্ঠির বলিলেন কর অবধান।
ব্রতের মাহাত্ম্য কিছু করহ ব্যাখ্যান॥
ভীষ্ম বলিলেন তাহা কহিতে কে পারে।
সংক্ষেপেতে কিছু রাজা কহিব তোমারে॥
ইক্ষাকু বংশেতে রাজা চিত্রভানু নাম।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ গুণে গুণধাম॥
জম্বুদ্বীপে এক ছত্র সেই নরপতি।
কুবের সদৃশ যার ঐশ্বর্য্য বিভূতি॥
শীলতায় চন্দ্র যেন তেজে দিনকর।
প্রজার পালনে যেন রাম রঘুবর॥
দ্বিজ সেবা বিনা তার অন্য নাহি মনে।
যেই যাহা মাগে তাহা তোষয়ে ব্রাহ্মণে॥
শিব ব্রত রত সদা শিব পরায়ণ।
শিব চতুর্দ্দশী ব্রত ছিল আচরণ॥
ভার্য্যার সহিত রাজা উপবাস করি।
ধ্যান ধ্যান করিয়া বসিয়া অন্তঃপুরী॥
হেনকালে অষ্টবক্র সঙ্গে শিষ্যগণ।
সত্বরে চলিয়া যান রাজার সদন॥
দেখি আস্তেব্যস্তে উঠিলা নরপতি।
দণ্ডবৎ প্রণাম করিল শীঘ্রগতি॥
বসিবারে আনি দিল দিব্য কুশাসন।
একেক বসিল সকল মুনিগণ॥
সুপকারগণে আজ্ঞা দিল নরবর।
দিব্য উপহার দ্রব্য আনিল বিস্তর॥
যথাযোগ্য সবাকার হইল ভোজন।
ভোজনান্তে দ্বিজগণ করি আচমন॥
তাম্বূল কর্পূর আদি করিল ভক্ষণ।
নৃপে চাহি অষ্টবক্র বলিল বচন॥
ভ্রাতৃ মিত্র আদি সবে করিল ভোজন।
আমা সঙ্গে উপবাস কর কি কারণ॥
দ্বিতীয় প্রহর বেলা সুদৃশ্য ভাস্কর।
কোন হেতু উপবাসী আছ নরবর॥
কিবা চিত্তে দুঃখ তব না জানি কারণ।
আত্মকে যে দেও দুঃখ কোন প্রয়োজন॥
এক আত্মা জগতের এক নারায়ণ।
আত্ম তুষ্ট হৈলে তুষ্ট ব্রহ্ম সনাতন॥
ব্রত উপবাস লোক করে অকারণ।
আত্মকেই দেও দুঃখ অধর্ম্ম লক্ষণ॥
ষটচক্রের কথা রাজা শুন দিয়া মন।
সর্ব্বভূতে আত্মারূপে স্থিত নারায়ণ॥

চতুর্দ্দশ পদ্ম রাজা প্রথমে গণিয়া।
দ্বিতীয়েতে অষ্টদল উপরে গণিয়া॥
তৃতীয়েতে শতদল তাহার উপরে।
সুক্ষ্মরূপে বসি জীব তাহার ভিতরে॥
মাঝেতে কৈশব চতুর্দ্দিকে কর্ণিকার।
জীবাত্মার স্থিতি তথা পদ্মের আকার॥
তদন্তে অদ্ভুত চক্র চতুর্থ উপর।
অষ্টোত্তর শতদল তাহার ভিতর॥
পঞ্চ শতদল জীব মধ্যে কর্ণিকার।
কহিব তাহার কথা করিয়া বিস্তার॥
তদন্তরে শতচক্র দলের নির্ম্মাণ।
দেব মুনিগণে হয় যাহার ব্যাখ্যান॥
চতুর্দ্দিকে সুক্ষ্মরূপে দলের গাঁথনি।
স্বহস্তে বিধাতা তাহা নির্ম্মাণ আপনি॥
চতুর্দ্দিকে কর্ণিকার মধ্যেতে কেশর।
সুক্ষ্মরূপে তাহে উপবিষ্ট দামোদর॥
তার তিন ভাগমধ্যে বসি নারায়ণ।
সুসিদ্ধ সজ্ঞান ভক্তি লভে সেইজন॥
শরীরেতে আত্মরূপে স্থিত জনার্দ্দন।
তপঃ ব্রত ফলে তার কোন প্রয়োজন।
রাজা বলিলেন মুনি কহিলা প্রমাণ।
মম পুর্ব্ব জন্ম কথা কর অবধান॥
চতুর্দ্দশী মহাব্রত বিখ্যাত সংসারে।
ইহার পুণ্যের কথা কে কহিতে পারে॥
অজ্ঞানে বা সজ্ঞানে বা উপবাস করি।
সমাহিত হয়ে পূজা করি ত্রিপুরারি॥
বিল্লপত্র ধুস্তুর কুসুম রাশি রাশি।
রক্ত চন্দনাদি নানা গন্ধ বস্ত্রে তুষি॥
পূজা ভক্তি করি স্তব করি পঞ্চাননে।
তাহার পুণ্যের কথা কি কব বদনে॥
বৃষ্টি বিন্দু জল যদি পারয়ে গণিতে।
তথাপি তাহার পুণ্য না পারি কহিতে॥
পুর্ব্বে ব্যাধকুলে জন্ম আছিল আমার।
সুস্বর আছিল নাম অতি দুরাচার॥
পর দ্রব্যে পরবুদ্ধি করি অপহার।
অধর্ম্মেতে রত আমি বিখ্যাত সংসার॥
মৃগ ব্যাঘ্র পশু আদি নানা পক্ষীগণ।
করিয়াছি কত বধ না যায় লিখন॥
এই রূপে নির্ব্বাহিয়া কতেক দিবস।
এক দিন অরণ্যে গেলাম দৈববশ॥
কুজ্ঝটিতে অন্ধকার দেখিতে না পাই।
একেশ্বর ঘোর বনে ভ্রমিয়া বেড়াই॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে হৈল দিবা অবসান।
আসিতে না পারি গৃহে হইনু অজ্ঞান॥
ঘোর অন্ধকার নিশি চতুর্দ্দশী দিনে।
ক্ষুধা তৃষ্ণাযুত আমি ভ্রমি একা বনে॥
ভ্রমিতেহ তথা হৈল ঘোর নিশি।
বিল্লবৃক্ষে আরোহিনু মনে ভয় বাসি॥
নিত্য নিত্য মৃগয়া করিয়া যাই ঘরে।
নগরে বেচিয়া আনি দিই পরিবারে॥
তবেত ভক্ষণ করে ভার্য্যা পুত্রগণ।
উপবাসি রহে আজি দৈবের কারণ॥
মম মুখ চাহি আছে ভার্য্যা পুত্রগণ।
ধন হীন নর জন্ম হয় অকারণ॥
ধনহীন হৈলে কোথা পৌরুষ না হয়।
ভিক্ষা মাগি খায় যদি ভিক্ষা নাহি পায়॥
জলহীন নদী যেন ফলহীন তরু।
ধন হীন তেমন না মানে লঘু গুরু॥
ভ্রাতৃ বন্ধু অনেক আছয়ে জ্ঞাতিগণ।
সবে ধনবান আমি দরিদ্র দুর্জ্জন॥
উপবাসী গৃহে আছে ভার্য্যা পুত্রগণ।
কেহ না চাহিবে ধনহীনের কারণ॥
এইরূপ হৃদয়েতে করিয়া চিন্তন।
আকুল হইয়া বহু করিনু ক্রন্দন॥
নয়নের জলে মম ভাসে কলেবর।
পক্ক পত্র ছিল এক ডালের উপর॥
পত্র পড়ে মম অশ্রুজলের সহিত।
আচম্বিতে এক পত্র পড়িল ত্বরিত॥
তাহাতে সন্তুষ্ট হন দেব পঞ্চানন।
নিরাহারে সেই রাত্রি করিনু বঞ্চন॥
প্রাতঃকালে মৃগ মারি লইয়া ত্বরিত।
নিজ গৃহে গিয়া আমি হৈনু উপনীত॥
আমার বিহনে সব দুঃখিত আছিল।
মোরে দেখি তারা ক্ষুধা তৃষ্ণা পাসরিল॥
নগরেতে মৃগ মাংস শীঘ্রগতি নিয়া।
বেচিয়া ভক্ষ্য দ্রব্য আনিনু কিনিয়া॥
শীঘ্রগতি ভার্য্যা গিয়া করিল রন্ধন।
হেনকালে অতিথি আইল এক জন॥
সেই অতিথিরে আমি করাই ভোজন।
পারণের মহাফল পাই সে কারণ॥
এই রূপ কত দিন দুঃখে মম গেল।
আয়ু শেষে মৃত্যু আসি উপনীত হৈল॥
মহা ভয়ঙ্কর দুই যমের কিঙ্কর।
দৃঢ়পাশে মোরে আসি বান্ধিল সত্বর॥

যমের এ সব কর্ম্ম জানি পঞ্চানন।
দ্রুতগতি পাঠাইল দূত দুই জন॥
শিবের আকৃতি দোঁহে পরম সুন্দর।
কপটেতে বন্ধন মোচন করে মোর॥
দেখিয়া বিস্মিত যমদূত দুই জন।
জিজ্ঞাসিল কে তোমরা কহ বিবরণ॥
এতেক শুনিয়া তারা করিল উত্তর।
শিবের নিকটে থাকি শিবের কিঙ্কর॥
শিবের আজ্ঞায় ওরে করিনু মোচন।
কহ শুনি কে তোমরা বট দুই জন॥
বিকৃতি আকার মূর্ত্তি লোহিত লোচন।
কোথায় নিবাস কহ কাহার নন্দন॥
কিবা হেতু ব্যাধ পুত্রে করিলে বন্ধন।
এত শুনি যমদূত বলিল বচন॥
মোরা দুই জন ধর্ম্মরাজ অনুচর।
তার আজ্ঞা বহি মোরা ফিরি চরাচর॥
যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব চারণ নরগণ।
সংসারের মধ্যেতে মরয়ে যতজন॥
তাহাদিগে লয়ে যাই যমের সদন।
পাপ পুণ্য বুঝি দণ্ড করেন শমন॥
এই ব্যাধ মহাপাপী অধর্ম্মী দুর্জ্জন।
ইহার পাপের কথা না যায় খণ্ডন॥
যমপুরে গেলে পাপ হইবে খণ্ডন।
কি কারণে এই দুষ্টে করিলা মোচন॥
অবজ্ঞা ধর্ম্মের বাক্য করিয়া লঙ্ঘন।
না কর মোচন ছাড় এ ব্যাধ দুর্জ্জন॥
এত শুনি পুনঃ কহে শিবের কিঙ্কর।
তোমার ঈশ্বরে গিয়া কহরে বর্ব্বর॥
শিবের অনুজ্ঞা মোরা লঙ্ঘিতে না পারি।
এই ব্যাধপুত্রে লয়ে যাব মম পুরী॥
সর্ব্ব পাপে এই ব্যাধ হইবে মোচন।
শিব চতুর্দ্দশী ব্রত কৈল আচরণ॥
তোর অধিকার কিছু না দেখি ইহাতে।
এত বলি মোরে নিল শিবের সভাতে॥
তিন লক্ষ বর্ষ মম তথা হৈল স্থিতি।
দেব তুল্য নানা ভোগ ভুঞ্জি নিতি॥
অনন্তর ইন্দ্রলোকে হইল গমন।
তিন কল্প তথা সুখে করিনু বঞ্চন॥
অনন্তরে হৈল মম ব্রহ্মলোকে গতি।
চৌদ্দ মন্বন্তর তথা হইল বসতি॥
অনন্তরে বৈকুণ্ঠেতে করিনু পয়াণ।
লক্ষ্মী সহ বিরাজিত যথা ভগবান॥
তিন কোটি বর্ষ তথা সুখেতে বঞ্চিনু।
তার পরে এই রাজ বংশেতে জন্মিনু॥
অজ্ঞানেতে শিবচতুর্দ্দশী মহাব্রত।
আচরিনু হীন জাতি হয়ে ব্যাধসুত।
সেই পুণ্যে হেনগতি হইল আমার।
ইক্ষাকু বংশেতে জন্ম বিভব বিস্তার॥
শুদ্ধ চিত্তে এই ব্রত করি আচরণ।
এ কারণে উপবাসী আছি তপোধন॥
এত শুনি বিস্ময় ভাবিয়া তপোধন।
ভূপতিরে জিজ্ঞাসিল পুনশ্চ কারণ।
অপমান পায়ে দুই যমের কিঙ্কর।
গিয়া ধর্ম্মরাজে কিবা করিল উত্তর॥
রাজা বলিলেন মুনি কর অবধান।
বিস্ময় মানিল দূত হয়ে অপমান॥
ক্রোধে থর থর অঙ্গ সঘনে কম্পিত।
যমের সাক্ষাতে গিয়া হৈল উপনীত॥
ভীত মন দূতগণে দেখিয়া শমন।
জিজ্ঞাসিল কহ দূত কেন দুঃখ মন॥
আমার কিঙ্কর তোরা নির্ভয় অন্তরে।
কার শক্তি তোমা সবে হিংসিবারে পারে॥
তবে কেন দুঃখচিত্ত দেখি সবাকারে॥
বিশেষ করিয়া কথা কহিবা আমারে॥
দূতগণ বলে আর কি কহিব কথা।
দণ্ড ভয় আজি হৈতে হইলা সর্ব্বথা॥
আজি হৈতে জগতের হইল নিস্তার।
পাপ পুণ্য বিচার ঘুচিল সবাকার॥
সুস্বর নামেতে ব্যাধ মহা পাপাচার।
আজি হৈতে পরলোক হইল তাহার॥
তাহাকে আনিতে মোরা করিনু গমন।
পাশে বান্ধি নিয়া তারে করিয়া তাড়ন॥
হেনকালে আসি দুই শিবের কিঙ্কর।
পাশ হৈতে মুক্ত তারে করিল সত্বর॥
নানা কটূত্তর বলি আমা দুই জনে।
রথে তুলি তারে লয়ে গেল দূতগণে॥
এই হেতু চিত্ত দুঃখ হৈল মোসবার।
আজি হৈতে তোমার ঘুচিল অধিকার॥
এত শুনি হাসি যম বলিল বচন।
হেন কর্ম্ম আর না করিবে কদাচন॥
শিব নামে ব্রত যেই বিষ্ণু পরায়ণ।
বিষ্ণু শিব সমরূপে ভাবয়ে যে জন॥
ব্রত আচরিয়া যেই ভাবে পঞ্চানন।
চতুর্দ্দশী মহাব্রত যে করে সেবন॥

অনন্ত নামেতে ব্রত গোবিন্দ উদ্দেশে।
উপবাস করিয়া পুজয়ে হৃষীকেশে॥
ভূমিদান অন্নদান করয়ে যে জন।
বিষ্ণুভক্তি করি যেবা পুজয়ে ব্রাহ্মণ॥
একাদশী চান্দ্রায়ণ পূর্ণমাদি ব্রত।
সংসারের মধ্যে নর ইহাতে যে রত॥
তীর্থ পর্য্যটন করি পুজে দেবরাজে।
বারাণসী ক্ষেত্রে গিয়া যেবা প্রাণ ত্যজে॥
তার দেহে অধিকার না রহে আমার।
কদাচ না যাবি তোরা তাহে আনিবার॥
এত শুনি হৈল দূত সবিস্ময় মন।
কহিনু তোমারে আমি কথা পুরাতন॥
এত শুনি অষ্টাবক্র হন হৃষ্টমন।
আশীষ করিয়া নৃপে গেল তপোবন॥
তদবধি হৈল ঋষি শিবপরায়ণ।
শিবব্রত রত হৈল অচ্যুতনন্দন॥
বসন্ত প্রথমে ঋতু চতুর্দ্দশী দিনে।
এই উপবাস যেবা করে এক মনে॥
সর্ব্বকালে ফল লাভ না হয় সংশয়।
শিবচতুর্দ্দশী ব্রতে মহাফলোদয়॥
শান্তিপর্ব্ব ভারতের অপূর্ব্ব কথনে।
কাশীদাস দেব কহে গোবিন্দ চরণে॥

অনন্তব্রতের উপাখ্যান।

বলিলেন ভীষ্ম শুন রাজা যুধিষ্ঠির।
শোক দূর কর রাজা চিত্ত কর স্থির॥
আর কিছু ইতিহাস শুন দিয়া মন।
অনন্ত নামেতে ব্রত অপূর্ব্ব কথন॥
করিয়াছি নারদের মুখেতে শ্রবণ।
সেই ইতিহাস কহি শুন দিয়া মন॥
চিত্রাঙ্গদ নামে রাজা কোশলেতে স্থিতি।
সোমবংশ চূড়ামণি মহাধর্ম্ম নীতি॥
শীলতায় চন্দ্র যেন ধনে বৈশ্রবণ।
কীর্ত্তি ভগীরথ সম মহাবিচক্ষণ॥
মন্ত্রণাতে বৃহস্পতি গুণে গুণধাম।
প্রজার পালনে যেন ছিলেন শ্রীরাম॥
চিত্ররেখা নামে তার মুখ্য পাটেশ্বরী।
মহাসাধ্বী পতিব্রতা সুতের কুমারী॥
অনন্ত নামেতে ব্রত গোবিন্দ উদ্দেশে।
ভার্য্যা সহ নরবর করেন বিশেষে॥
বিচিত্র মন্দির এক করিয়া রচন।
দিব্যরূপ তাহাতে স্থাপিয়া নারায়ণ॥
রাজধর্ম্ম নিত্যকর্ম্ম ত্যজিয়া রাজন।
স্বহস্তে করেন সদা মন্দির মার্জ্জন॥
অনন্তরে স্নানদান করি নরবরে।
নানা উপহারেতে পুজেন দামোদরে॥
পূজা শেষে করাইল ব্রাহ্মণ ভোজন।
অবশেষে কুটুম্ব লইয়া পরিজন॥
আনন্দিত হয়ে সবে করেন ভোজন।
এইরূপে নিত্য নিত্য পুজি নারায়ণ॥
বাদ্য বাজাইয়া এই জানান নগরে।
অনন্ত নামেতে ব্রত বিখ্যাত সংসারে॥
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র চতুর্ব্বিধ জন।
এই ব্রত যেবা না করিবে আচরণ॥
সবংশে পাঠাব তারে শমনের ঘরে।
এই বলি নগরে বাজায় বাদ্যকরে॥
রাজভয়ে সর্ব্বলোক সযত্ন প্রকারে।
নিয়ম করিয়া এই শুভব্রত আচারে॥
ব্রত পুণ্য ফলে সবে নিষ্পাপ হইল।
যত সব ভূপতির অধিকার ছিল॥
যত লোক ছিল ভূপ তব অধিকারে।
ব্রত পুণ্য ফলে যায় বৈকুণ্ঠনগরে॥
সত্যকালে যেন লোক পুণ্যবান ছিল।
রাজার প্রতাপে তথা দ্বাপরে হইল॥
জানিয়া দ্বাপর যুগ এ সব কারণ।
চিন্তাকুল হইয়া ভাবিল মনেমন॥
পূর্ব্বে প্রজাপতি হেন করিলা বিচার।
সংসার উপরে দিলা মম অধিকার॥
কোটি লোক মধ্যে কেহ রাজ্যের ভিতরে।
ভাবিবেক নিয়ম করিয়া দামোদরে॥
সহস্রেক মধ্যে কেহ হবে মহাজন।
মহাব্রত আচারি ভজিবে নারায়ণ॥
সংসারে যতেক প্রজা হবে পাপাচারী।
অল্প আয়ু হবে যাবে যমের নগরী॥
এইরূপ নিয়ম করিয়া সৃষ্টিধর।
অধিকার দিল মোরে সংসার উপর॥
মহাধর্ম্মশীল এই দেখি নৃপমণি।
ব্রহ্মার নিয়ম ভঙ্গ করিলেন তিনি॥
কোনমতে ব্রতভঙ্গ হইলে রাজার।
তবে সে নিয়ম রক্ষা হইবে ব্রহ্মার॥
এইরূপে দ্বাপর ভাবিয়া মনেমন।
বিশ্বকর্ম্মা শিল্পকারে করিল স্মরণ॥
সেইক্ষণে বিশ্বকর্ম্মা আইল তখন।
করযোড়ে দ্বাপরে করিলা নিবেদন॥

কি হেতু আমায় দেব ডাকিলা আপনে ।
কোন কর্ম্ম সাধি দেব কহ নিজগুণে ॥
দ্বাপর বলিল মম কর এই কার্য্য ।
অনুগ্রহ করি এক করিবে সাহায্য ॥
দিব্য এক কন্যা দাও করিয়া রচনা ।
পৃথিবীর মধ্যে যেন হয় সুলক্ষণা ।
তার রূপ গুণ যেন মোহে সর্ব্বজন ।
এত শুনি বিশ্বকর্ম্মা করিল রচন ॥
পৃথিবীর যত রূপ করিয়া মোহন ।
মোহিনী নামেতে কন্যা করিল সৃজন ॥
দ্বাপরেরে কন্যা দিয়া হন অন্তর্দ্ধান ।
দেখিয়া দ্বাপর হন অতি হর্ষমান ॥
দ্বাপরের অগ্রে কন্যা কর যুড়ি রয় ।
কি কর্ম্ম করিব আজ্ঞা কর মহাশয় ॥
তুমি পিতা মাতা তুমি মম বন্ধুজন ।
আজ্ঞা কর সাধি দিব কোন প্রয়োজন ॥
শুনিয়া দ্বাপর হৈল আনন্দিত মন ।
কহে মর্ত্ত্যলোকে তুমি করিয়া গমন ॥
চিত্রাঙ্গদ নামে রাজা বিখ্যাত ভুবনে ।
আমার আজ্ঞায় তারে ভজিবা আপনে ॥
দিব্য পর্ব্বতেতে দ্রুত করহ গমন ।
এই সুনিয়ম চিত্ত রাখিবা স্মরণ ॥
অনন্ত নামেতে ব্রত আচরে যে জন ।
প্রকারেতে ব্রত তার করিবা ভঞ্জন ।
বিধির নির্ব্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডন ।
আজ্ঞা মাত্রে মোহিনী চলিল সেইক্ষণ ॥
মৃগয়া কারণে রাজা গেল সেই গিরি ।
দেখিল অনূঢ়া কন্যা পর্ব্বত উপরি ॥
করিলেন একদৃষ্টে কন্যা নিরীক্ষণ ।
ভুবনমোহিনী রূপ না হয় বর্ণন ॥
মুখরুচি কত শশী করয়ে গঞ্জন ।
কামধনু জিনি উরু অমল কাঞ্চন ॥
তিলফুল জিনি নাসা ভুরু করিবর ।
সুতপ্ত কাঞ্চন যেন গৌর কলেবর ॥
কুচযুগ মমপুগ গঞ্জি রসায়ন ।
কণ্ঠকম্বু জিনি শম্ভু অতি সুলক্ষণ ॥
রক্তবস্ত্র পরিধান অরুণ উদিত ।
দেখি স্মরশরে রাজা হইলা মোহিত ॥
ক্ষণেকে চৈতন্য তবে পাইল নৃপতি ।
জিজ্ঞাসিলা নিকটেতে গিয়া কন্যা প্রতি ॥
কি নাম ধরহ তুমি কোথায় বসতি ।
সত্য করি কহ মোরে না ভাণ্ডাবে সতী ॥
তোমার রূপের কথা না পারি কহিতে ।
ইন্দ্র আদি দেবগণ পারহ মোহিতে ॥
নিজ পরিচয় মম শুন গুণবতী ।
সোমবংশে জন্ম চিত্রাঙ্গদ নরপতি ॥
তোমাকে দেখিয়া মন মজিল আমার ।
মম ভার্য্যা হবে তুমি কর অঙ্গীকার ॥
কন্যা বলে হই আমি অযোনি উৎপত্তি ।
এই সুপর্ব্বত মধ্যে আমার বসতি ॥
অনূঢ়া যুবতী আমি বিবাহ না হয় ।
মোহিনী আমার নাম বিধির নির্ণয় ॥
এই সত্য কর রাজা আমার গোচরে ।
তবে আমি পরিণয় করিব তোমারে ॥
ইচ্ছামত তোমাকে কহিব যেই কথা ।
আমার সে কথা কভু না হবে অন্যথা ॥
যদি বা দুষ্কর হয় এ তিন ভুবনে ।
মম বাক্য কভু নাহি ফেলিবা হেলনে ॥
বলিলেন সত্য রাজা করি অঙ্গীকার ।
কভু না খণ্ডিবে কন্যা বচন তোমার ॥
করিলেন এত শুনি কন্যা অনুমতি ।
পুরোহিত বিপ্রেরে স্মরিলা নরপতি ॥
কণ্বায়ন নামে মুনি বিখ্যাত জগতে ।
পূর্ব্বাপর পুরোহিত সোমক বংশেতে ॥
রাজার স্মরণে দ্বিজ আইল তখন ।
প্রণমিয়া নৃপতি কহিল বিবরণ ॥
পুরোহিত উভয়ে বিবাহ করাইল ।
সেই রাত্রি নরপতি তথা নির্ব্বাহিল ॥
প্রাতঃকালে উঠি রাজা স্বসৈন্য সহিত ।
কন্যা লয়ে নিজ গৃহে আইল ত্বরিত ॥
মোহিনীকে করিলেন মুখ্য পাটেশ্বরী ।
ইন্দ্রের শোভয়ে যেন পুলোমা কুমারী ।
এই রূপে কত দিন রাজা বিহরয় ।
অনন্ত ব্রতের আসি হইল সময় ॥
চিত্ররেখা সহ রাজা ব্রত আচরিল ।
উপবাস করি ব্রত নিয়মে রহিল ॥
ভূমিদান গোদান করিলা দ্বিজগণে ।
অন্নদানে তুষিল যতেক দুঃখিজনে ॥
দৈবের লিখন কভু না হয় খণ্ডন ।
যুগ বাক্য মোহিনীর হইল স্মরণ ॥
ভূপতিকে চাহি কন্যা বলয়ে বচন ।
উপবাসে কি কারণে আছিহ রাজন ॥
এতেক দুষ্কর ব্রত কোন প্রয়োজন ।
আমার বচনে রাজা করহ ভোজন ।

আমার বচন রাজা কহ সবাকারে।
হেন পাপ ব্রত যেন কেহ না আচরে॥
কন্যার বচন রাজা শুনি বজ্রাঘাত॥
ক্রোধানলে নয়নে হইল অশ্রুপাত॥
ক্ষণে ক্রোধ সম্বরিয়া বলিলা বচন।
অবলা স্ত্রীজাতি তুমি না বুঝ কারণ॥
ইই যে অনন্তব্রত বিখ্যাত সংসারে।
হেন ব্রত বল মোরে ভঙ্গ করিবারে॥
অবলা স্ত্রীজাতি কেবা বলিল তোমারে।
এই ব্রত আচারিল সর্ব্ব দুঃখে মারে॥
স্বর্গভোগ মহাফল অবহেলে পায়।
কদাচিত যমের নগরে নাহি যায়॥
পূর্ব্বজন্ম কথা মম করহ শ্রবণ।
যেই হেতু এই ব্রত করি আচরণ॥
সত্যযুগে জন্মি আমি শ্বপচের বংশে।
সুষেণ আছিল নাম শূদ্র অবতংসে॥
বড়ই পাপিষ্ঠ আমি অধর্ম্মি দুর্জ্জন।
পর ধন চুরি হিংসা করি অনুক্ষণ॥
বেশ্যাতে ছিলাম ভক্ত মদ্যপানে রত।
পশু পক্ষী মৃগ বধ করি শত২॥
মম দুষ্টাচার দেখি ভ্রাতৃ বন্ধুগণ।
দূর করি দিল মোরে করিয়া তাড়ন॥
ক্রোধ চিত্তে ঘোর বনে করিয়া প্রবেশ।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় হইনু আকুল বিশেষ॥
ভ্রমিতে২ পাই কেশব মন্দির।
তাহাতে আশ্রয় করি হইয়া অস্থির॥
অনন্ত ব্রতের সেই দিন শুভক্ষণ।
উপবাসী রহিলাম করিয়ে শয়ন।
দৈবযোগে নিশা শেষে সর্প ভয়ঙ্কর।
আমার চরণে আসি দংশিল সত্বর॥
বিষের জ্বলনে মৃত্যু হইল আমার।
দুই যমদুত আসি বিকৃতি আকার॥
মহাপাশে শীঘ্র আসি করিল বন্ধন।
হেনকালে আসি বিষ্ণুদূত দুইজন॥
যমদুতে করিল অনেক তিরস্কার।
শীঘ্রগতি মুক্তি তারা করিল আমার॥
রথে করি দিল মোরে বৈকুণ্ঠ ভুবন।
অপমান পায়ে গেল যমদূতগণ॥
দুই লক্ষ বর্ষ বিষ্ণু লোকে হৈল স্থিতি।
অনন্তরে ব্রহ্মলোকে করিয়া বসতি॥
কত দিন ব্রহ্মলোকে সুখেতে বঞ্চিয়া।
তারপরে পুনরপি মর্ত্ত্যেতে আসিয়া॥

দুই মন্বন্তর হেথা করিয়া বিহার।
সেই পুণ্যে রাজবংশে উৎপত্তি আমার॥
হেন ব্রত করিবারে নিষেধ তোমার।
এমন কুৎসিত বাক্য না বলিবা আর॥
কন্যা বলে রাজা তুমি করহ স্বীকার।
না খণ্ডিবে কোনকালে বচন আমার॥
মিথ্যাবাদী হইতেছ না জানি কারণ।
মিথ্যা সম পাপ নাহি বেদে নির্দ্ধারণ॥
আপনার সত্য রাজা করিবে পালন।
মম বাক্যে এই ব্রত করিবা ভঞ্জন॥
এতেক শুনিয়া রাজা অতি ভীত মন।
কন্যাকে চাহিয়া রাজা বলিলা বচন॥
যে বলিলা কন্যা সত্য কভু নহে আন।
ত্যজিবারে পারি আমি আপনার প্রাণ।
তথাপি এব্রত আমি না পারি ত্যজিতে।
একারণে কহি শুন তোমার সাক্ষাতে॥
এইক্ষণে নিজ আত্মা করিব নিধন।
এত বলি জ্যেষ্ঠপুত্রে আনি সেইক্ষণ॥
ছত্রদণ্ড দিয়া তারে করিল নৃপতি।
ধর্ম্মজ্ঞান শিখাইলা যত রাজনীতি॥
যোগাসন করি পরে বসিলা রাজন।
দেহ ছাড়ি বৈকুণ্ঠেতে করিল গমন॥
রাজার মরণে সবে করিল ক্রন্দন।
অনেক কান্দিল পরে পাত্রমিত্রগণ॥
রাজার শরীর লয়ে করিলা দাহন।
নৃপতি বিচ্ছেদে সবে নিরানন্দ মন॥
শ্রাদ্ধ শান্তি করিলেন শাস্ত্রের বিধানে।
ভূমিদান গোদান করিলা দ্বিজগণে॥
ইহা দেখি কন্যা পরে স্বস্থানে চলিল।
বাদ্য বাজাইয়া সবে নগরে কহিল॥
নারী সহ সত্য না করিবে কদাচন॥
দারা বাক্য কদাচ না করিবে গ্রহণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

চন্দ্রায়ণ ব্রতোপলক্ষে চন্দ্রকেতু
রাজার উপাখ্যান।

ভীষ্ম বলিলেন রাজা করহ শ্রবণ।
আর কিছু ব্রত কথা কহিব এখন॥
চান্দ্রায়ণ ভক্তি করি যেই জন করে।
শ্রদ্ধা ভক্তি করি ব্রত যে জন আচরে॥
সর্ব্বকাল ফল পায় না হয় সংশয়।
পূর্ব্বে কহিয়াছি আমি এ সব নির্ণয়॥

কহি এক ইতিহাস শুন দিয়া মন।
পূর্ব্বে চন্দ্রকেতু রাজা ইক্ষ্বাকুনন্দন॥
চন্দ্রের নন্দিনী সেই পতিব্রতা সতী।
চম্পাবতী নামে কন্যা তাহার যুবতী॥
শাপ হেতু জন্ম নিল নীলধ্বজ ঘরে।
চম্পাবতী নামে হৈল বিখ্যাত নগরে॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন।
কহ শুনি পিতামহ ইহার কারণ॥
চন্দ্রের সে নন্দিনীকে শাপে কোনজন।
মর্ত্ত্যলোকে তাহার উৎপত্তি কি কারণ।
ভীষ্ম বলিলেন রাজা কর অবধান।
পড়িবারে যান চন্দ্র বৃহস্পতির স্থান॥
সর্ব্ব শাস্ত্র সিদ্ধ দ্বিজ অঙ্গিরাতনয়।
নানা শাস্ত্র চন্দ্রকে পড়ান সদাশয়॥
ব্যাকরণ শ্রুতি স্মৃতি আদি শাস্ত্রগণ।
কত দিন জীবস্থানে করিল পঠন॥
জীবের রমণী তারা বিখ্যাত নামেতে।
মোহিত হইলা চন্দ্র তাহার রূপেতে॥
কাম বশ হয়ে গুরুপত্নী না মানিলা।
প্রবন্ধ মায়ায় তারে হরিয়া আনিলা॥
তাহাকে লইয়া গেল আপন ভবন।
চিরকাল তারা সহ করিলা রমণ॥
মর্ত্ত্যলোকে গিয়াছিল গুরু বৃহস্পতি।
যজ্ঞ সাঙ্গ করিয়া আইল মহামতি॥
পুরলোক স্থানে শুনি এ সব কথন।
সুধাকর গুরুপত্নী করিলা হরণ।
ক্রুদ্ধ হয়ে গেলা গুরু চন্দ্রের সদন।
বলিলা পাপিষ্ঠ তুই বড়ই দুর্জ্জন॥
বৃথা শাস্ত্র মম স্থানে করিলা পঠন।
গুরুপত্নী হরি পাপ করিলা অর্জ্জন॥
মদগর্ব্বে নাহি দেখ আপন উপায়।
আজি হৈতে হইবে কলঙ্ক তব গায়॥
পরে মম আর বাক্য শুনরে অধম।
মম শাপে মর্ত্ত্যলোকে হইবে জনম॥
কুরুবংশে ধনঞ্জয় পাণ্ডুরকুমার।
তাহার ঔরসে জন্ম হইবে তোমার।
কৃষ্ণের ভাগিনা হবে সুভদ্রা গর্ভেতে॥
অল্প দিন শাপে মুক্ত হইবে তাহাতে।
এত শুনি চন্দ্র পরে হন ক্রুদ্ধমন।
বৃহস্পতি গুরুকে শাপিল সেইক্ষণ॥
নিজ বশ নহে আত্ম পরবশ হয়।
জানিয়া আমাকে শাপ দিলা মহাশয়॥

তোমাকেও শাপ আমি দিব এ কারণ।
হীন পক্ষী যোনি জন্ম করিবা গ্রহণ॥
গৃধিনী নামেতে পক্ষী অবশ্য হইবা।
চিরদিন ভোগ ভুক্তি মুক্তি যে পাইবা॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্ম নরপতি।
কি রূপেতে পক্ষিযোনি পান বৃহস্পতি॥
কত দিন গতে হৈল শাপ বিমোচন।
কহ শুনি পিতামহ ইহার কারণ॥
গাঙ্গেয় বলেন রাজা করহ শ্রবণ।
চন্দ্রের বচন কভু না হয় খণ্ডন॥
গৃধ্র পতঙ্গেতে জন্ম নিলা বৃহস্পতি।
বৃন্দারক গিরি তটে করিলা বসতি॥
পরম কৌতুকে তথা ভার্য্যার সংহতি।
কত দিনে পক্ষিনী হইল গর্ভবতী॥
চারি ডিম্ব কত দিনে তথা প্রসবিল।
ডিম্ব ফুটি চারি শিশু তাহাতে জন্মিল॥
দুই ডিম্বে দুই পুত্র দুই ডিম্বে সুতা।
স্বামি সহ পক্ষিনী হইল আনন্দিতা॥
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পরে দেখি চারিজন।
বাৎসল্য করিয়া দোঁহে করিল পালন॥
ক্ষণেক না ছাড়ে পুত্র দুহিতা সংহতি।
নানা উপহার ভোগে পালে নিতি২॥
এই রূপে কত দিনে আনন্দ কৌতুকে।
ভার্য্যা পুত্র সহ পক্ষী বঞ্চে নানা সুখে॥
এক দিন দৈববশে আহার কারণে।
একেশ্বর হইয়া চলিল ঘোর বনে॥
ভার্য্যাকে রাখিয়া ঘরে সন্তান রক্ষণে।
আহার কারণে গেল দণ্ডক কাননে॥
হেনকালে এক ব্যাধ আইল সে স্থানে।
পক্ষীকে দেখিয়া অস্ত্র মারিল সন্ধানে।
স্পর্শমাত্র অস্ত্র ক্ষত হইল শরীরে।
উড়িয়া পড়িল পক্ষী রেবানদী তীরে।
শূন্য এক দেবালয় ছিল সেই স্থলে।
তাহার ভিতরে গেল অঙ্গ যায় জ্বলে॥
পশ্চাতে দেখিয়া ব্যাধ আইল সত্বরে।
ত্বরা করি প্রবেশিল মন্দির ভিতরে॥
বাণেতে পীড়িত পক্ষী উড়িবারে নারে॥
ফিরি২ চলে পক্ষী ধরিতে না পারে॥
সাতবার প্রদক্ষিণ কৈল দেবালয়।
পরে ব্যাধে উপজিল ক্রোধ অতিশয়॥
পুনরপি দিব্য অস্ত্র করিয়া প্রহার।
বাণাঘাতে তনু ত্যাগ হইল তাহার॥

পক্ষী লয়ে গৃহে ব্যাধ গেল হরষিতে ।
বিষ্ণু প্রদক্ষিণ ফল পাইল নিশ্চিন্তে ॥
সেই পুণ্যে পাপে মুক্ত হয় সেইক্ষণ ।
দিব্য মূর্ত্তি হইয়া চলিল নিকেতন ॥
যাহা জিজ্ঞাসিলে রাজা কহিনু তোমারে ।
গুরু শিষ্য দোঁহে শাপ দিলেন দোঁহারে ॥
গর্ভবতী ভার্য্যা তবে দেখি বৃহস্পতি ।
ক্রুদ্ধ চিত্তে তাহারে বলিলা মহামতি ॥
অবলা স্ত্রী জাতি তুমি কি বলিব আর ।
মম বাক্যে এই গর্ভ করহ সংহার ॥
তবে সে তোমারে লব আপন ভবনে ।
শীঘ্রগতি গর্ভ ত্যাগ করহ এক্ষণে ॥
ভয়েতে আকুল প্রসবিল সেইক্ষণে ।
জন্মিলা দুহিতা এক একটি নন্দনে ॥
দেখি হরষিত জীব কহেন তখন ।
মম কন্যা পুত্র এই বিধির সৃজন ॥
নিশানাথ বলিলেন পুত্র কন্যা মম ।
আমার ঔরসে জন্ম জানি দ্বিজোত্তম ॥
কথায়২ দ্বন্দ্ব হয় দুই জনে ।
জানিলা এ সব তত্ত্ব দেব পদ্মাসনে ॥
শীঘ্রগতি সেই স্থলে করিল গমন ।
দ্বন্দ্ব নিবারণ হেতু করিল গমন ॥
আমার বচনে দ্বন্দ্ব কর নিবারণ ।
এই কন্যা পুত্রকে জিজ্ঞাস বিবরণ ॥
যাহার ঔরসে জন্মে কহিবে কাহিনী ।
এত শুনি জিজ্ঞাসা করিল নিশামণি ॥
ঔরসেতে কাহার জন্মিলা দুই জন ।
মিথ্যা না কহিবে সত্য কহিবা বচন ॥
নন্দিনী কহিল দেব কর অবধান ।
যার ক্ষেত্র তার পুত্র শাস্ত্রীয় বিধান ॥
এত শুনি ক্রোধেতে বলিল শশধর ।
মম শাপে নরলোকে হও লোকান্তর ॥
নরলোকে গিয়া জন্ম লইবে পাপিনী ।
নীলধ্বজ ঔরসেতে জন্মিবা নন্দিনী ॥
সেইক্ষণে লোকান্তর হইল তাহার ।
তবে চন্দ্র জিজ্ঞাসিল চাহিয়া কুমার ॥
কহ সত্য জন্ম তব কাহার ঔরসে ।
মিথ্যা না কহিবা সত্য কহিবা বিশেষে ॥
এত শুনি করযোড়ে বলয়ে বচন ।
তোমার ঔরসে জন্ম তোমার নন্দন ॥
এত শুনি পুত্রে চন্দ্র করিল চুম্বন ।
কোলে করি নিজ গৃহে লইল নন্দন ॥

বুধ বলি নাম তার ঘোষয়ে জগতে ।
তারাকে লইয়া গুরু গেল দৈর্য্য মতে ॥
সত্যলোকে প্রজাপতি করিল গমন ।
খণ্ডন না যায় কভু চন্দ্রের বচন ॥
নীলধ্বজ গৃহে কন্যা জন্ম আসি নিল ।
চন্দ্রাবতী নাম তার বিখ্যাত হইল ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী ।
কাশীরাম দাস কহে তরে ভববারি ॥

চন্দ্রকেতু রাজার মৃত্যু ।

বলিলেন ভীষ্মদেব শুন নরপতি ।
কত দিনে যুবতী হইল চন্দ্রাবতী ॥
ভুবনে বিখ্যাত নীলধ্বজ নরবর ।
কন্যার যৌবন দেখি দিলা স্বয়ম্বর ॥
পৃথিবীর রাজাগণে বরিয়া আনিল ।
ইন্দ্রের সদৃশ সভা শোভিত করিল ॥
একে২ সেই কন্যা দেখি রাজগণে ।
চন্দ্রকেতু ভূপে দেখি পীড়িত মদনে ॥
গলে মালা দিয়া তারে করিল বরণ ।
কন্যা লয়ে গেল রাজা আপন ভবন ॥
গুণে মহাগুণী রাজা প্রতাপে তপন ।
শীলতায় চন্দ্র যেন নরে বৈশ্রবণ ॥
এক ভার্য্যা বিনা রাজা অন্যে নাহি চান ।
উর্ব্বশী সহিত যেন বুধের সন্তান ॥
চান্দ্রায়ণ মহাব্রত করিল ভূপতি ।
নিরাহারে এক মাস ভার্য্যার সংহতি ॥
যেই দিনে হবে ব্রত সাঙ্গ সমাধান ।
সেই দিনে চন্দ্রাবতী করে ঋতু স্নান ॥
চন্দ্রাবতী রূপে দীপ্ত হয় ত্রিভুবন ।
দেখিয়া ভূপতি মনে পীড়িত মদন ॥
ব্রত ভঙ্গ করি রাজা করিল রমণ ।
বহুমতে চন্দ্রাবতী করিল বারণ ॥
কামে বশ হয়ে রাজা না শুনিল বাণী ।
সেই পাপে পঞ্চত্ব পাইল নৃপমণি ॥
স্বামীর মরণে কন্যা কান্দিল অপার ।
ধর্ম্ম কেতু নামে তার হইল কুমার ॥
পাত্র মিত্রগণ যত করিয়া সুমতী ।
ছত্রদণ্ড দিয়া তারে করিল ভূপতি ॥
বলিলেন ভীষ্ম শুন ধর্ম্মের নন্দন ।
চন্দ্রকেতু রাজা যদি ত্যজিল জীবন ॥
দুই যমদূত আসি করিল বন্ধন ।
চন্দ্রকেতু ভূপে নিল যমের ভবন ॥

কপট করিয়া যম জিজ্ঞাসিল তারে।
তোমা সম নাহি কেহ ধার্ম্মিক সংসারে॥
কিছুমাত্র অল্প পাপ আছয়ে তোমার।
ব্রত সাঙ্গ দিনে তুমি করিলা শৃঙ্গার॥
অগ্রে পাপ ভোগ তুমি করিবা পালন।
কিম্বা ধর্ম্মভোগ অগ্রে করিবা রাজন॥
এত শুনি কহিলেন রাজা নিজ মতে।
অল্প পাপ থাককে যদি ভুঞ্জিব অগ্রেতে॥
ধর্ম্মরাজ বলিলেন জন্ম গৃধ্র ঘরে।
হীন পক্ষী হয়ে জন্ম কৌশল্য নগরে॥
গৃধ্র পক্ষি হয়ে জন্ম হইল রাজন।
চন্দ্রাবতী শুনিলেন এসব কথন॥
পিতার বাড়িতে কন্যা গেল দুঃখ মন।
জনকেরে কহিল এসব বিবরণ॥
শুনি নীলধ্বজ রাজা হইল চিন্তিত।
করিলেন যুক্তি পুরোহিতের সহিত॥
যুক্তি করি চাহি তবে কহিল কন্যারে।
স্বয়ম্বর করি পুনঃ বর অন্য বরে॥
কন্যা বলে হেন বাক্য না বলিবা আর।
আপনার দেহ আমি করিব সংহার॥
কৌশল্য নগরে যদি না পাঠাও মোরে।
নারী হত্যা দিব তবে তোমার উপরে॥
শুনি রাজা ভৃত্যগণ দিলেন সংহতি।
কৌশল্য নগরে পুনঃ গেল চন্দ্রাবতী॥
গৃধ্র রূপ দেখি কন্যা আপন স্বামীরে।
বিলাপ করিয়া কান্দে অনেক প্রকারে॥
ক্রন্দন নিবর্ত্তি পরে বলয়ে বচন।
কি কারণে ব্রত ভঙ্গ করিলা রাজন॥
তার ফল ভুঞ্জ রাজা নাহবে খণ্ডন।
কেমনে তোমারে আমি পাইব রাজন॥
ধর্ম্মরাজ করিলেন তব হেন গতি।
আমি আজি শাপ দিব ধর্ম্মরাজ প্রতি॥
এতেক বলিয়া জল লইলেক হাতে।
শাপ ভয়ে ধর্ম্মরাজ আইল সাক্ষাতে॥
করযোড়ে কন্যা প্রতি বলয়ে বচন।
আমাকে শাপিতে মাতা চাহ কি কারণ॥
তব স্বামী চন্দ্রকেতু পাপে দিল মন।
ব্রতসাঙ্গ দিনে তোমায় করিল রমণ॥
এ কারণে হইল কলুষ অতিশয়।
যাহা করে তাহা ভুঞ্জে না হয় সংশয়॥
আমার বচনে কোপ কর নিবারণ।
শাপে মুক্ত তব স্বামী হইবে এখন॥
এই মূর্ত্তি ত্যজি শুন দিব্য মূর্ত্তি হবে।
না হবে সংশয় তব স্বামীকে পাইবে॥
এত শুনি স্বর্গে হৈল দুন্দুভি বাজন।
গৃধ্ররূপ ত্যজি রাজা দিব্য মূর্ত্তি হন॥
দেবাকৃতি হইল সে কন্যা চন্দ্রবতী।
দেবলোকে গমন করিল নরপতি॥
করিলেন দুই জনে স্বর্গে আরোহণ।
শুনহ পুরাণ কথা ধর্ম্মের নন্দন॥
চন্দ্রকেতু উপাখ্যান শুনে যেইজন।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় ব্যাসের বচন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

মহাষ্টমী ব্রতের মাহাত্ম্য সুবাহু রাজার উপাখ্যান।

ভীষ্ম বলিলেন শুন পাণ্ডুর নন্দন।
আর কিছু ব্রত কথা শুন দিয়া মন॥
অষ্টমী নামেতে ব্রত পার্ব্বতী সেবনে।
জন্ময়ে অক্ষয় পুণ্য বেদেতে বাখানে॥
আশ্বিনের শুক্লপক্ষ অষ্টমির দিনে।
শিব দুর্গা আরাধনা করে যেই জনে॥
সর্ব্ব দুঃখে তরে সেই না হয় সংশয়।
ইতিহাস কথা কহি শুন মহাশয়॥
কহিলেন পূর্ব্বে যাহা ব্যাস মুনিবর।
শুনিয়া বিস্ময় মম হইল অন্তর॥
সেই কথা কহি রাজা কর অবগতি।
সুবাহু নামেতে এক আছিলা নৃপতি॥
মহাধর্ম্মশীল রাজা দেব ধর্ম্মে রত।
ব্রাহ্মণেরে নানা দান দেন অবিরত॥
মণি দান রত্ন দান গোধন কাঞ্চন।
যেই যাহা মাগে তাহা দেন অনুক্ষণ॥
বিচিত্র আরাম এক করিয়া রচন।
বিপ্রে পূজা দিয়া মাল্য অগুরু চন্দন॥
এক মনে বহুদিন পূজিল ব্রাহ্মণ।
দৈববশে কতকালে পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে॥
কেটি২ ব্রাহ্মণ করিয়া নিমন্ত্রণ।
দিব্য ভোগে সবাকারে করিল ভোজন॥
যথোচিত দক্ষিণা দিলেন দ্বিজগণে।
আশীর্ব্বাদ করি সবে গেলা নিজ স্থানে॥
অন্তঃপুরে যান রাজা ভোজন কারণ।
হেনকালে দেখ এক দৈবের ঘটন॥
সেইকালে দেখ এক সুদেব নামেতে।
প্রার্থনা করিল আসি রাজার অগ্রেতে॥

যথোচিত দান মোরে দেহ নরবর।
কালবশে হন রাজা ক্রোধিত অন্তর॥
কালে যাহা করে তাহা কে খণ্ডিতে পারে।
অন্ন বস্ত্র আদি দান দিল রাজা তাঁরে॥
তাহা নিয়া সন্তোষে চলিল দ্বিজ ঘরে।
ক্রোধ চিত্ত নৃপতি চলিল অন্তঃপুরে॥
এই হেতু মহাপাপ করিল রাজন।
এত দিনে নৃপতি দেখিল পুষ্পবনে।
প্রতি দিন আসি পুষ্প গন্ধর্ব্ব হরয়।
ক্রোধ চিত্ত নরপতি পুষ্প নাহি লয়॥
অল্প পুষ্প বিকশিত প্রশস্ত কানন।
পুষ্পমাল্যে না পারেন করিতে তোষণ॥
ভাবিয়া ভূপতি তবে রক্ষক রাখিলা।
কোন জন তুলে পুষ্প লক্ষিতে নারিলা॥
মনুষ্যের শক্তি নহে জানিলেন মনে।
আপনি রহিল রাজা কুসুম রক্ষণে॥
পুষ্প তুলিবারে তথা গন্ধর্ব্বের পতি।
পুষ্পবনে অন্ন বৃষ্টি বরষয়ে অতি॥
অন্নবৃষ্টি দেখি রাজা সচিন্তিত মন।
সেই রাত্রি রহিলেন জানিতে কারণ॥
প্রাতঃকালে ভূপতি দেখিলা গন্ধর্ব্বেরে।
নিকটে আসিয়া রাজা জিজ্ঞাসিল পরে॥
কিবা নাম ধর তুমি কোথায় বসতি।
কোন হেতু পুষ্প আসি তোল নিতি২॥
আমার সম্ভ্রম কিছু নাহি বিদ্যমানে।
এখনি উচিত শাস্তি পাবে মন স্থানে॥
গন্ধর্ব্ব বলিল হয় স্বর্গেতে বসতি।
পুষ্পধর নাম মম বিদ্যাধর পতি॥
সুবেশ করিব যত বিদ্যাধরীগণ।
এই হেতু পুষ্প আমি করি আহরণ॥
আজি হৈতে মিত্র তুমি হইল আমার।
কোন কার্য্য সাধি দিব কহিবে সত্বর॥
কিন্তু এক বিস্ময় হইল মম মনে।
নিত্য২ পুষ্প হরি আসিয়া কাননে॥
এক অপরূপ বড় দেখি হে রাজন।
কালি হৈতে অন্ন কেন হয় বরিষণ॥
অদ্যাবধি অন্নবৃষ্টি হয় এইবনে।
রহিলাম রাত্রি আমি জানিতে কারণে॥
হেতু যদি জান রাজা কহিবা আমারে।
এত শুনি নরপতি কহিল তাঁহারে॥
কোথা হতে বৃষ্টি হয় না পাই দেখিতে।
মিথ্যা বলি কেন তুমি চাহ ভাণ্ডাইতে॥
বিদ্যাধর বলে মিথ্যা হইবে কেমনে।
দিব্য চক্ষু দিয়া তুমি দেখহ নয়নে॥
এত শুনি দিব্যচক্ষে চাহি নরনাথ।
অন্নবৃষ্টি কাননে করিল দৃষ্টিপাত॥
পূর্ব্বের কারণ তাঁর হইল স্মরণ।
গন্ধর্ব্বিকে বলিলেন শুন বিবরণ॥
এককালে দৈবে আমি পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে।
অন্ন বস্ত্র দানাদি দিলাম বিপ্রগণে॥
সেই হৈতে অন্নবৃষ্টি আরম্ভ কাননে।
যাহা দেয় তাহা পাই বুঝি অনুমানে॥
ইহলোক হেন রূপ দর্শন সাক্ষাতে।
পরলোক ততোধিক হইবে নিশ্চিতে॥
তার পর বিদ্যাধর শুন এক মনে।
যে কালেতে অন্নদান দিলাম ব্রাহ্মণে॥
ক্রোধ রূপে ব্রাহ্মণেরে করি অন্নদান।
এ পাপ নরক হৈতে নাহি পরিত্রাণ॥
করি এক নিবেদন শুন বিদ্যাধর।
এ পাপে যেমতে তরি কহিবা সত্বর॥
এত শুনি বিদ্যাধর গেল সুরপুরে।
কহিল রাজার বার্ত্তা ইন্দ্রের গোচরে॥
শুনিয়া হাসিয়া ইন্দ্র বলিল বচন।
কত পুণ্য করিয়াছে না যায় কথন॥
পুণ্য ফলে স্বর্গেতে আসিবে মতিমান।
করিয়াছি তার তরে সুন্দর উদ্যান॥
সুবর্ণ প্রাচীর দেখ সুবর্ণের ঘর।
সুবর্ণ পালঙ্ক শয্যা দেখ মনোহর॥
সে পুরী সম্মুখে গিরি দেখ বিদ্যমান।
ভক্ষণ সামগ্রী দেখ অদ্ভুত বিধান॥
এত শুনি বিদ্যাধর হেতু জিজ্ঞাসিল।
রাজভোগে হেম দ্রব্য কি হেতু হইল॥
কহিলেন ইন্দ্র শুন পূর্ব্বের কাহিনী।
মহাপুণ্য অর্জ্জিলা সুবাহু নরমণি॥
পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে এক ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণে।
অন্নদান করিলেন অত্যন্ত যতনে॥
একগুণে দিলে হেথা হয় সপ্তগুণ।
অন্নদান হেতু এই জানিবা নিপুণ॥
যাহা দেয় তাহা ভুঞ্জে না হয় এড়ান।
রাখিয়াছি তার ভুক্ত হেতু মতিমান॥
কিন্তু আর এক কথা শুন বিদ্যাধর।
যখন ব্রাহ্মণে দান দিল নরবর॥
ক্রোধ করি অন্নদান দিলেন ব্রাহ্মণে।
সে পাপ ভুঞ্জিতে হবে যমের সদনে॥

এত শুনি সবিস্ময় হয় বিদ্যাধর।
করযোড়ে কহে পুনঃ ইন্দ্রের গোচর ॥
সুবাহুর সঙ্গ মম মিত্রতা হইল।
বিনয় করিয়া রাজা আমারে কহিল ॥
এই পাপ ভোগ তুমি খণ্ডাবে আমার।
করিয়াছি তাহার অগ্রেতে অঙ্গীকার ॥
হেন পাপ ভোগ সখা ভুঞ্জিবে অপনে।
সাক্ষেত কেমনে আমি হেরিব নয়নে ॥
ইহার প্রকার মোরে কহ মহাশয়।
এতে মুক্ত নরপতি কি প্রকারে হয় ॥
ইন্দ্র বলিলেন তার আছয়ে উপায়।
শীঘ্রগতি গিয়া তুমি কহিবা রাজায় ॥
অষ্টমীর উপবাস পার্ব্বতীর সেবন।
রাজার নগর মধ্যে করে যেইজন ॥
তার অঙ্গ সেই দিন সংস্পর্শ করিবে।
স্নান করি ব্রতী হয়ে তপ আরম্ভিবে ॥
কাটিয়া অঙ্গের মাংস রাখিবে রুধিরে।
শিবদুর্গা আরাধিবে এক সম্বৎসরে ॥
বৎসর হইলে পূর্ণ ব্রত সাঙ্গ করি।
বেদবিজ্ঞ দ্বিজগণে আনিবে আদরি ॥
অন্নদান ভূমিদান দিবে দ্বিজগণে।
আত্মালয়ে পশ্চাতে সে করিবে পারণে ॥
তবে তার এই পাপ হইবে খণ্ডন।
এত শুনি গন্ধর্ব্ব হইল হৃষ্টমন ॥
কহিল এ সব গিয়া রাজার গোচর।
শুনি নরপতি পরে ভ্রমিল নগরে ॥
অষ্টমীর উপবাসী কারে না দেখিল।
অনেক ভ্রমিয়া রাজা চিন্তিত হইল ॥
নগরে পুরুষ এক ছিল বেশ্যা ঘরে।
স্ত্রীপুরুষে কোন্দল করিল বহুতরে ॥
নিরাহারে আছে তারা অষ্টমী দিবস।
তার অঙ্গ গিয়া রাজা করিল পরশ ॥
ব্রতী হয়ে সম্বৎসর পার্ব্বতী পুজিল।
মহাপাপ ভোগ হৈতে রাজা যে তরিল ॥
দান ধ্যান বহুতর করিয়া রাজন।
অন্তে তনু ত্যজি গেল বৈকুণ্ঠভুবন ॥
অষ্টমীর উপবাস পুণ্য ব্রত গণ।
কহিনু পুরাণ কথা শুন নরমণি।
শোক দূর কর রাজা স্থির কর মন।
স্বধর্ম্মেতে রাজকর্ম্ম করিবা পালন ॥
অষ্টমীর ব্রতকথা শুনে যেই জন।
সর্ব্ব দুঃখে তরে সেই ব্যাসের বচন ॥

মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি ॥

একাদশী ব্রতোপলক্ষে বক্ষমালীর উপাখ্যান।

কহেন গঙ্গার পুত্র ধর্ম্মের নন্দনে।
আর কিছু ব্রতকথা শুন সাবধানে ॥
একাদশী ব্রতকথা সর্ব্ব ব্রত সার।
অবধান করি শুন ধর্ম্মের কুমার ॥
কহিয়াছি পূর্ব্বে একাদশী অনুষ্ঠান।
পারণাদি অতঃপর বলি বুদ্ধিমান ॥
শুদ্ধচিত্তে এই ব্রত করে আচরণ।
সর্ব্ব দুঃখে তরে সেই পাপ বিমোচন ॥
প্রাতঃকালে স্নান করি একাদশী দিনে।
ধৌতবস্ত্র পরিধান তৈল গ্রহণ বর্জ্জনে ॥
সেই রূপ জনার্দ্দন করিয়া স্থাপন।
ত্রিকোণ করিয়া করি আসন রচন ॥
পূর্ব্বমুখ হয়ে ব্রতী বসিবে আসনে।
শুদ্ধচিত্তে আরাধিবে দেব নারায়ণে ॥
ন্যাস মন্ত্র পড়ি স্নান জপ নমস্কার।
মূলমন্ত্র ধ্যান তবে করি পুনর্ব্বার।
তদন্তরে নানা পুষ্প পূজিবে বিধানে।
হৃদয় কমলোপার রাখি নারায়ণে ॥
তদন্তরে নৈবেদ্যাদি নানা উপহারে।
তাহা দিয়া পুনরপি পূজিবে আচরে ॥
নৈবেদ্য তুলসী দিয়া করি নিবেদন।
পূজা অনুসারে পরে কর বিসর্জ্জন ॥
অবশেষে বাঁটিয়া দিবেক ভক্তগণে।
শিরে জল ধরি করি পূজা সমাধানে ॥
পরদিন প্রাতঃকালে স্নানদান করি।
নানাবিধ উপহারে পূজিবে শ্রীহরি ॥
পূজা সমাধান করি দিয়া বিসর্জ্জন।
তদন্তরে দ্বিজগণে করাবে ভোজন ॥
নিজ বন্ধু বান্ধব যতেক জ্ঞাতিগণ।
সবাকারে আনিবে করিয়া নিমন্ত্রণ ॥
পারণা করিবে তবে বন্ধুগণ লয়ে।
ব্রত সমর্পিবে পরে সাবধান হয়ে ॥
এইরূপে পূজা করি যে সেবে শ্রীহরি।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয়ে যায় বিষ্ণুপুরী ॥
কহিলাম তোমাকে পূর্ব্বের ইতিহাস।
একাদশী দিনে হয় যাতে উপবাস ॥
গালব মুনির পিতা পুত্রের সম্বাদ।
একাদশী করি তার ঘুচিল প্রমাদ ॥

চিত্ত গত ভ্রান্তি গেল শান্ত হয় তনু।
পুনর্ব্বাপি জিজ্ঞাসেন কুন্তী অঙ্গ জনু ॥
কোন প্রকারেতে ভক্তি সাধি দামোদর।
কিবা ভক্তি সাধিলে কি ফল পায় নর ॥
শ্রবণ কীর্ত্তন পূজা আত্ম নিবেদন।
দাস্যভাব সখ্যভাব স্মরণ বন্দন ॥
শ্রীবিষ্ণু মন্দির সেবা করয়ে মার্জ্জনে।
দাস্যভাব করিয়া যে ভজে নারায়ণে ॥
তাহার কি ফল হয় কহ মহাশয়।
নিতান্ত উদ্বেগ চিত্ত খণ্ডাও সংশয় ॥
বলিলেন তোয়া তবে শুন নৃপমণি।
অবধান কর কহি পূর্ব্বের কাহিনী ॥
বেদমালী নামে বিপ্র ছিল শান্তিপুরে।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ বিদিত সংসারে ॥
যজন যাজন কৃষি বাণিজ্য ব্যাপার।
করিল সঞ্চয় ধন বিবিধ প্রকার ॥
এই রূপে নানা সুখে বঞ্চি তপোধন।
অপত্য বিহীন দ্বিজ সদা দুঃখি মন ॥
এক দিন ভার্য্যা সহ বসি তপোধন।
পুত্রাভাবে করিলেন বিবিধ শোচন ॥
পুত্রহীন বৃথা জন্ম বেদের বচন।
ইহকালে দুঃখ অন্তে নরকে গমন ॥
দুগ্ধ হীন গাভী যেন পুত্রহীন জন।
এই রূপে দ্বিজ বহু করিল শোচন ॥
ভাবিতে২ তার যুবাকাল ক্ষয়।
তথাপি তাহার ভাগ্যে অপত্য না হয় ॥
পুত্রহীন চিন্তায় আকুল তপোধন।
নারদ জানিয়া দেখা দিলেন তখন ॥
নারদে দেখিয়া মুনি করি আবাহন।
পাদ্য অর্ঘ্যে করিলেন চরণ বন্দন ॥
জিজ্ঞাসিল দ্বিজেরে নারদ তপোধন।
মুনিবর কহে কেন বিরস বদন ॥
করযোড় করিয়া করিল নিবেদন।
সর্ব্ব তত্ত্ব জ্ঞাত তুমি মহা তপোধন ॥
হইয়াছে চরাচরে যেবা হইবেক।
ভূত ভাবি বর্ত্তমান গোচর প্রত্যক ॥
নারদ কহিল মন বুঝিয়া তাহার।
সন্দেহ না কর দ্বিজ হইবে কুমার ॥
অচিরে হইবে তব যুগল নন্দন।
এত বলি স্বস্থানে গেলেন তপোধন ॥
দেবমালী করিলেন যজ্ঞ আরম্ভন।
যজ্ঞ হৈতে হইলেক যুগল নন্দন ॥

পরম সুন্দর শিশু অতি সুলক্ষণ।
দেখি আনন্দিত মনে ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ ॥
যজ্ঞে জন্ম এই হেতু নাম যজ্ঞমালী।
কনিষ্ঠের নাম দিল বাছিয়া সুমালী ॥
যজ্ঞমালী জ্যেষ্ঠ পুত্র অতি ধর্ম্মশীল।
সুমালী কনিষ্ঠ পুত্র পাপিষ্ঠ কুশীল ॥
কত দিনে যোগ্য দুই হইল নন্দন।
তদন্তরে দেবমালী দৃঢ় করি মন ॥
সংসার বাসনা সুখ দিয়া বিসর্জ্জন।
আপনার সঞ্চিত যতেক ছিল ধন ॥
সমান করিয়া ভাগ দিল দুই সুতে।
অরণ্যে গেলেন দ্বিজ ভার্য্যার সহিতে ॥
জটাধারী পরিধানে হইয়া তপস্বী।
নর্ম্মদার তীরে গিয়া উত্তরিলা ঋষি।
জানহি নামেতে তথা মহাতপোধন।
ত্রিকালজ্ঞ সর্ব্ব শাস্ত্রে বিজ্ঞ মহাজন।
বিষ্ণু ভক্তি পরায়ণ হরিনামে রত।
চতুর্দ্দিকে শিষ্ট যত শিষ্য অগণিত ॥
তার কাছে গিয়া উত্তরিল তপোধন।
জানহি মুনিরে দেখি কৈল অভ্যর্থন ॥
অতিথি বিধানে পূজা করিল সত্বর।
পরে তারে জিজ্ঞাসিল মহামুনিবর ॥
কোথা হৈতে আইলেন কোথায় নিবাস।
কোন প্রয়োজনেতে আইলা মম পাশ ॥
শুনিয়া বলিল ঋষি করিয়া প্রণাম।
ভৃগুবংশে জন্ম মম দেবমালী নাম ॥
আইলাম যোগ সাধিবারে তব স্থান।
কৃপা করি মোরে দেব দেও তত্ত্বজ্ঞান ॥
কি রূপে তরিব আমি এ ভব সংসার।
কি হইতে সংসার বন্ধনে হব পার ॥
কহ কি আশ্রয় করি কেমনে তরিব।
কি রূপেতে পুনঃ জন্ম দোষ খণ্ডাইব ॥
কহ মুনিবর মোরে যদি কর দয়া।
তোমার প্রসাদে যেন তরি হরিমায়া ॥
এত শুনি কহিতে লাগিল তপোধন।
ত্রিদশের নাথ বিষ্ণু এক সনাতন ॥
আশ্রয় করিলে তারে সর্ব্ব পাপ খণ্ডে।
সংসার হইতে তরে ঘোর যমদণ্ডে ॥
তাঁহাকে আশ্রয় বিনা গতি নাহি আর।
তিনি ব্রহ্ম সনাতন সংসারের সার।
তাঁহাকে ভজনা কর তারে কর স্তুতি।
তাঁর সেবা কর তাঁরে ভাব সর্ব্বগতি ॥

নাম গুণ শ্রবণ করিয়া অনুক্ষণ।
সংসারে তরিতে এই জানিবা লক্ষণ॥
এত শুনি আনন্দিত হন দেবমালী।
প্রদক্ষিণ করি বিপ্রে আসিলেন চলি॥
ভার্য্যা সহ উত্তরিল যমুনার ধারে।
স্তুতি ভক্তি করিয়া পূজিল দামোদরে॥
একান্ত বাসনা করি কৃষ্ণে আরাধিলা।
যোগে তনু ছাড়ি বিষ্ণুপুরে প্রবেশিলা॥
চিন্তা করি তার ভার্য্যা জ্বালিয়া আগুনি।
পতি সঙ্গে বিষ্ণুপুরে চলিল আপনি॥
যজ্ঞমালী সুমালী যুগল পুত্র তার।
মহামতি যজ্ঞমালী ধর্ম্ম অবতার॥
পিতার সঞ্চিত ছিল যত কিছু ধন।
করিলেন দান দিয়া পুণ্য উপার্জ্জন॥
তড়াগাদি জলাশয় দিল স্থানে স্থানে।
বিচিত্র মন্দির ঘর দিল নারায়ণে॥
নানাবিধ ধ্যানে দেবগণে আরাধিল॥
দাস্যভাব করি কৃষ্ণ চরণ সেবিল॥
দেখিয়া সকল জীব সমান আপন।
নিজ হস্তে করি হরি মন্দির মার্জ্জন॥
এই রূপে যজ্ঞমালী পুণ্য উপার্জিল।
পুত্র পৌত্র বৃদ্ধিভাবে আনন্দে রহিল॥
সুমালী পাপিষ্ঠ বড় করি অনাচার।
পিতার সঞ্চিত ধন যত ছিল তার॥
অসৎপাত্রে মজাইল সুতে নাহি দিল।
দ্রুবলীর বশ হয়ে সব উড়াইল॥
অবশেষে চুরি হিংসা পরিবাদ করে।
যত ধন ছিল তাহা গেল অনাদরে॥
যার পায় তার ধন চুরি করি আনে।
পশু হিংসা জীব হিংসা করে অনুক্ষণে॥
তার দুষ্ট কর্ম্ম দেখি যত বন্ধু জন।
জ্যেষ্ঠ ভাই যজ্ঞমালী সহ জ্ঞাতিগণ॥
এক দিন যজ্ঞমালী নিভৃতে বসিয়া।
বিধিমতে বুঝাইল অনেক কহিয়া॥
না শুনিল তার বাক্য দুষ্ট দুরাচার।
চুলে ধরি জ্যেষ্ঠবর্গে করিল প্রহার॥
হাহাকার শব্দ হয় পুরীর ভিতরে।
যতেক নগরবাসী আইল সত্বরে॥
তার দুষ্ট কর্ম্ম দেখি সবে ক্রুদ্ধ মন।
মহাপাশে সুমালীরে বান্ধিল তখন॥
তর্জ্জন গর্জ্জন বহু করিল তাড়ন।
অনেক প্রকারে মারে নগরীয় জন॥

দয়াশীল যজ্ঞমালী দয়াতে ভুলিল।
ভ্রাতৃ স্নেহ হেতু তারে মুক্ত করি দিল॥
দুঃখিত দেখিয়া তারে ক্ষমা দিল চিত্তে।
কুলের বাহির পরে করিল দুর্ব্বৃত্তে।
এই রূপে কতকাল করিল বঞ্চন।
হেনকালে দোঁহাকার হইল নিধন॥
ধর্ম্মশীল যজ্ঞমালী ধর্ম্ম পরায়ণ।
পাঠাইয়া বিমান দিলেন নারায়ণ॥
দুই দূত আইলেক সুন্দর শরীর।
বিমান লইয়া তারা আইল শিবির॥
রথে তুলি যজ্ঞমালী নিল যেইক্ষণে।
গন্ধর্ব্বেতে গীত গায় নর্ত্তন নাচনে॥
এইরূপে বৈকুণ্ঠেতে করিল গমন।
পথে সুমালীর সঙ্গে হৈল দরশন॥
ভয়ঙ্কর যমদূত বিকৃতি আকার।
পাশে বান্ধি লয়ে যায় করিয়া প্রহার॥
পূর্ব্ব জন্মে যত পাপ করিল অর্জ্জন।
সে সব স্মরিয়া যায় করিয়া ক্রন্দন॥
দেখি চিত্তে যজ্ঞমালী হয়ে সবিস্ময়।
দূতগণে নিবেদিল করিয়া বিনয়॥
এই দুই দূত হয় কাহার কিঙ্কর।
কাহাকে প্রহার করে কেবা এই নর॥
কোথায় লইয়া যায় কিসের কারণে।
বান্ধিয়া লইয়া যায় কিবা প্রয়োজনে॥
যদি দূত জান তবে কহিবা আমারে।
এত শুনি বিষ্ণুদূত কহিল তাহারে॥
এই দুই জন হয় যমের কিঙ্কর।
এই পাপী দেখ হয় তব সহোদর॥
যতেক অর্জ্জিল পাপ না হয় এড়ান।
বান্ধিয়া লইয়া যায় যম বিদ্যমান॥
এত শুনি যজ্ঞমালী মানিল বিস্ময়।
পুনরপি জিজ্ঞাসিল করিয়া বিনয়॥
যদি জান দূতগণ কহ বিবরণ।
কোনরূপে হয় কিনা উহার মোচন॥
দূতগণ বলে এই পাপী দুরাচার।
আছয়ে উপায় এরে মুক্তি করিবার॥
তোমার সদনে আছে যদি কর দান।
পূর্ব্বের কাহিনী কহি কর অবধান॥
কোশলনগরে পূর্ব্বে কমলাক্ষ নর।
বৈশ্যকুলে জন্ম সেই ছিল দুষ্টতর॥
গো ব্রাহ্মণ বিনাশিয়া হয় পরে চোর।
তাহার পাপের কথা অতি ঘোরতর॥

চুরি হিংসা করে দস্যু বেশ্যা পরায়ণ।
নানারূপ কুকর্ম্মী অধর্ম্মী দুষ্টজন॥
তার দুষ্টকর্ম্ম দেখি যত বন্ধুগণ।
নগর বাহির করি দিল সেইক্ষণ॥
বন্ধুগণ তাড়নাতে ভয় পায়ে মনে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা যুক্ত হয়ে প্রবেশিল বনে॥
ভ্রমিতেং বনে সেই দুষ্ট বীর।
দৈবেতে পাইল এক কেশব মন্দির॥
মন্দির সমীপে এক সরোবর ছিল।
স্নান পূজা নিত্য কর্ম্ম তাহাতে করিল॥
শ্রম দূর গেল শান্ত হৈল কলেবর।
আশ্রম লইল সেই মন্দির ভিতর॥
যত ভস্ম অঙ্গার আছিল ভাঙ্গ ঘরে।
পরিস্কার সে সব করিল নিজ করে॥
শ্রমযুক্ত হয়ে তাহে শয়ন করিল।
আয়ু শেষে আসি কাল উপনীত হৈল॥
গৃহের ভিতরে মহাকাল সর্প ছিল।
দংশিয়া বৈশ্যেরে সর্প প্রাণ হরে নিল॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ খণ্ডে যোগ্যতা কাহার।
সর্পের দংশনে মৃত্যু হইল তাহার॥
দুষ্ট দূত সে স্থানে আইল সেইক্ষণ।
মহাপাপে বৈশ্যপুত্র করিল বন্ধন।
জানিয়া যমের দুষ্ট কর্ম্ম গদাধর।
আমা দোঁহা পাঠাইয়া দিলেন সত্বর॥
সেইক্ষণে করিলাম মোচন তাহার।
যমদূতে করিলাম বহু তিরস্কার॥
সেই পুণ্যে বিষ্ণুর সাহায্যে মুক্তি পায়।
পূর্ব্বের কাহিনী এই জানাই তোমায়।
গোচর্ম্ম প্রমাণ বিষ্ণুর মন্দির মার্জ্জনে।
উদ্ধারিলা সহোদরে সেই পুণ্যদানে।
এত শুনি বজ্রমালী আনন্দিত মন॥
সুমালীরে পুণ্যদান দিল সেইক্ষণ॥
গোচর্ম্ম প্রমাণ ফল অংশ করি নিল।
দয়া করি পুণ্যভারে বজ্রমালী দিল॥
পুণ্যের প্রভাবে সর্ব্ব পাপ হৈল ক্ষয়।
যমদূত প্রতি তবে বিষ্ণুদূত কয়॥
ভ্রাতৃ পুণ্য ফলে এই পাইল নিস্তার।
ছাড়িয়া দেওরে তোরা ওরে দুরাচার॥
ইহার উপরে আর নাচলে শাসন।
এত বলি মুক্ত করি নিল সেইক্ষণ॥
বজ্রমালী শুনে তবে শুদ্ধ চিত্ত হয়।
উপায়ে বৈকুণ্ঠে গেল বিমানে আশ্রয়॥

সুমালীর কথা যম দূত নিবেদিল।
শুনিয়া সকল যম দূতে প্রবোধিল॥
সেইক্ষণে বজ্রমালী নির্ব্বাণ পাইল।
বিষ্ণুর সাযুজ্য মুক্তি সুমালী হইল॥
কহিলাম সর্ব্ব কথা ধর্ম্মের নন্দন।
পূর্ব্বের কাহিনী এই ব্যাসের বচন॥
এক চিত্তে এক মনে শুনে যেইজন।
তাহার পুণ্যের কথা না যায় কথন॥
না হয় সংশয় এতে ব্যাসের বচন।
কাশী দাস কহে ভাবি গোবিন্দ চরণ।

বিষ্ণু প্রদক্ষিণ প্রস্তাবে বৃহস্পতি ও ইন্দ্রের সংবাদ।

এতেক শুনিয়া কথা ধর্ম্ম নরবর।
পুনরপি জিজ্ঞাসেন করি যোড় কর।
প্রদক্ষিণ করে যেবা দেব নারায়ণে।
প্রণিপাত আর স্তব করে দৃঢ় মনে॥
তাহার কি পুণ্য ফল কহ মহাশয়।
চিত্তের সন্দেহ মম ঘুচবে নিশ্চয়॥
ভীষ্ম বলিলেন ভাল জিজ্ঞাস তোমার।
গোবিন্দেরে প্রণমে যে জন অনিবার॥
তাহার পুণ্যের কথা কে কহিতে পারে।
পূর্ব্বের কাহিনী রাজা কহিব তোমারে॥
ব্রহ্মার প্রপৌত্র জীব অঙ্গিরাকুমার।
অমর পরম গুরু বিখ্যাত সংসার॥
শক্রের নগরে তার আলয় নির্ম্মাণ।
কাঞ্চন পুরিত পুর নানা ভোগবান॥
লীলারূপে তাহাতে প্রকাশ নানা মার।
তার মধ্যে দিব্য এক মন্দির সুন্দর॥
প্রাতঃ সন্ধ্যাকালে তব গুরু বৃহস্পতি।
প্রদক্ষিণ করিয়া করেন কৃষ্ণে স্তুতি॥
এইরূপে নিত্যং করিয়া বন্দন।
এক দিন গেলা ইন্দ্র গুরুর ভবন॥
প্রদক্ষিণে ছিলা গুরু দেব জনার্দ্দনে।
দণ্ডবৎ প্রণিপাতে অতি হৃষ্টমনে॥
চক্রবতে সপ্তবার মন্দির ফিরিয়া।
প্রণাম করয়ে কৃষ্ণে বেষ্টন করিয়া॥
হেনকালে গেল ইন্দ্র গুরুর সাক্ষাত।
বিস্ময়েতে জিজ্ঞাসিল করি প্রণিপাত॥
নানাবিধ ভক্তি কৃষ্ণে করি মুনিগণ।
স্তুতি পূজা ধ্যান আদি অর্চ্চন বন্দন॥
এ সব ছাড়িয়া তুমি প্রদক্ষিণ করি।
দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া পূজ হরি॥

ইহার কারণ গুরু কহিবা আমারে।
এত শুনি বৃহস্পতি কহিলা তাহারে॥
সম্যক প্রকারে ফল কহিতে না জানি।
অবধানে শুন কহি পুর্ব্বের কাহিনী॥
এক দিন গিয়া পিতামহ বিদ্যমানে।
দেখিলাম যোগে বসি আছেন মনে॥
ধ্যান অবশেষ তবে প্রদক্ষিণ হৈয়া।
প্রণিপাত করিলেন শিরে হাত দিয়া॥
দেখিয়া বিস্ময় মম হইল অন্তরে।
বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করি পশ্চাৎ ব্রহ্মারে॥
কৃপা করি পিতামহ কহিলা আমারে।
সেই কথা শুন ইন্দ্র কহিব তোমারে॥
পুর্ব্বে সত্যযুগে দ্বিজ সুদেব নামেতে।
দুষ্টাচার পাপ বুদ্ধি আছিল জগতে॥
বেশ্যা পরায়ণ লুব্ধ পাপী দুরাচার।
নিরন্তর পরদ্রব্য করে অপহার॥
তার কর্ম্ম দেখি সবে বিকার জন্মিল।
নগর হইতে তারে বাহির করিল॥
মহাবনে প্রবেশিল সে দুষ্ট ব্রাহ্মণ।
নর্ম্মদার তীরে গিয়া দিল দরশন॥
তথায় দেখিল তপস্যায় এক মুনি।
তারে বিড়ম্বন করে তত্ত্ব নাহি জানি॥
গৃধ্র পতঙ্গের পাখা করেতে আছিল।
সেই পাখা মুনির জটায়ে নিয়োজিল॥
হাস্য পরিহাস করি অনেক কহিল।
ময়ূরের পুচ্ছ তার শিরে আরোপিল॥
কহিল শোভন দেখ জটার উপর।
এত শুনি হন মুনি সক্রোধ অন্তর॥
না জানি আমাকে দুষ্ট করে বিড়ম্বন।
ইহার উচিত শাপ দিব এইক্ষণ॥
গৃধ্র পতঙ্গের পাখা মম শিরে দিলে।
হইয়া গৃধিনী পক্ষি জন্মিবি ভূতলে॥
এত শুনি পুনঃ দ্বিজ বলিল বচন।
স্মৃতি ভঙ্গ যেন মম না হয় কখন॥
এত বলি দুঃখ চিত্ত হন তপোধন।
তখন পঞ্চত্ব পায় সে দুষ্ট ব্রাহ্মণ॥
শরীর ত্যজিয়া দ্বিজ গৃধ্র রূপ হৈল।
নিবাস করিয়া সেই বনেতে রহিল॥
এইরূপে কত দিন আছয়ে নিশ্চিতে।
এক দিন ব্যাধ তারে দেখে আচম্বিতে॥
আকর্ণ পুরিয়া বাণ পক্ষিরে মারিল।
অত্যল্প বাজিল বাণ কিছু না হইল॥
উদ্ধ পক্ষে পক্ষী পাছে পলাইয়া।
পাছে২ ব্যাধ পুত্র চলিল ধাইয়া॥
কতদূর গিয়া পক্ষী নির্জ্জীব হইয়া।
উড়িয়া পড়িল এক দেবালয়ে গিয়া॥
বেগে গিয়া ব্যাধ সেই পক্ষীরে ধরিল।
প্রদক্ষিণ করি শীঘ্র শরীর ত্যজিল॥
সাতবার প্রদক্ষিণ দেবালয় করি।
পঞ্চত্ব পাইল পক্ষী দিব্য মূর্ত্তি ধরি॥
বিষ্ণুপুরে প্রবেশিল বিমানে চড়িয়া।
নিজ গৃহে গেল ব্যাধ মরা পক্ষী নিয়া॥
পাইল নির্ম্মল মূর্ত্তি দেব নারায়ণে।
প্রদক্ষিণ মহিমা কে কহিবারে জানে॥
ব্রহ্মার বচনে আমি ত্যজিয়া সংশয়।
সেই হৈতে প্রদক্ষিণ করি দেবালয়॥
দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বহু স্তুতি।
জানাই তোমারে ইন্দ্র পুর্ব্বের ভারতী॥
এই বাক্য অবধান করিয়া রাজন।
এত শুনি সবিস্ময় সহস্রলোচন॥
সেই হৈতে হন ইন্দ্র প্রদক্ষিণে রত।
কহিলাম ইহা রাজা পুরাণের মত॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
শুনিলে পবিত্র হয় জন্ম নাহি আর॥
ব্যাসের বচন এতে না হয় সংশয়।
শান্তিপর্ব্ব কথা কাশীদাস বিরচয়॥

সাধুসঙ্গ প্রসঙ্গে পলক্ষে উতঙ্ক
উপাখ্যান।

বলিলা বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
এতেক শুনিয়া তবে ধর্ম্মের তনয়॥
হইলেন মায়ামোহ ত্যজিয়া সুস্থির।
পুনরপি জিজ্ঞাসেন ভীষ্মে যুধিষ্ঠির॥
কি রূপে এ ঘোর মায়া ত্যজে জ্ঞানিজন।
কি রূপে বা জন্ম মৃত্যু করয়ে খণ্ডন॥
কি রূপেতে সাধু সঙ্গ করে জীবগণ।
সংসারের মায়াজাল করয়ে খণ্ডন॥
সাধু সঙ্গ করি কিবা ভক্তি পায় নর।
ইহার বৃত্তান্ত আজ্ঞা কর কুরুবর॥
ভীষ্ম বলিলেন ভাল জিজ্ঞাস রাজন।
ঈশ্বরের মায়া খণ্ডে আছে কোন জন॥
সর্ব্বত্র ঈশ্বর স্থিত সমভাব করি।
ছোট বড় যত সব আত্মভাব ধরি॥
সকলের আত্মা হবে এক ভগবান।
তার শত্রু মিত্র নাহি সর্ব্বত্র সমান॥

মায়ার প্রভাবে সব অখিল মোহয় ।
জ্ঞানিজন মায়াজাল জ্ঞানেতে ছেদয় ॥
জ্ঞানরূপ ভগবান মায়ার নিধান ।
কহিব তাহার কথা শুন মতিমান ॥
ঈশ্বরের মায়াতে মোহিত চরাচর ।
মায়া অবলম্বিয়া রহেন দামোদর ॥
মায়াতে হইয়া বন্দি মরে মূঢ়গণ ।
মম ঘর মম বাড়ী মম পরিজন ॥
এ সব সম্পত্তি মম মম ভ্রাতৃগণ ।
এ সব চিন্তিত হয় মায়ার কারণ ॥
মায়ার প্রভাবে কাম বাড়ে অতিশয় ।
চুরি হিংসা পরিবাদ ক্রোধ লজ্জা ভয় ॥
কখন মরিবে বলি চিন্তে নাহি করে ।
মায়াজালে বদ্ধ হয়ে ভ্রময়ে সংসারে ॥
ঈশ্বর নির্ম্মিত সব নাহি জানে জ্ঞানে ।
আমার আমার বলি মরে অকারণে ॥
পুত্র মিত্র ভার্য্যা কেহ সঙ্গ সাথি নয় ।
মরিলে সম্বন্ধ নাহি কারো কাছে রয় ॥
হরিনাম হরিগুণ শ্রবণ কীর্ত্তন ।
মায়াতে হইয়া বদ্ধ না করে স্মরণ ॥
এইরূপ ঈশ্বরের মায়ার নিদান ।
তরিবে ইহাতে যেই হবে মতিমান ॥
গৃহধর্ম্ম করিয়া করিবে সাধুসঙ্গ ।
হরিনাম হরিগুণ কীর্ত্তন প্রসঙ্গ ॥
সাধুমুখে কৃষ্ণ জ্ঞান অস্ত্র করে ধরি ।
মায়াজাল বন্ধন কাটিয়া ত্বরা করি ॥
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে করে সাধু দরশন ।
ঈশ্বরের মায়া তরে সেই মহাজন ॥
অজ্ঞানে বা জ্ঞানে করে অমৃত ভোজন ।
তথাপি অমর হবে বেদের বচন ॥
অবহেলে সংসার সাগর হয় পার ।
সাধুসঙ্গ হৈলে পুনঃ জন্ম নাহি আর ॥
পূর্ব্ব ইতিহাস কথা কহিব এক্ষণে ।
সাবধান হয়ে রাজা শুন একমনে ॥
কলিক নামেতে ব্যাধ ছিল শান্তিপুরে ।
বহু পাপ দুরাচার করিল সংসারে ॥
চুরি হিংসা পরদ্রোহি বেশ্যা পরায়ণ ।
পর দ্রব্য লোভে লুব্ধ হয় অনুক্ষণ ॥
গো ব্রাহ্মণ মিত্র হিংসা করে প্রতীক্ষণ ।
তাহার পাপের কথা না যায় কথন ॥
অনুক্ষণ পরদ্রব্য অপহার করে ।
এক দিন গেল ব্যাধ সৌভরি নগরে ॥
নগর ভিতরে গিয়া প্রবেশি সত্বর ।
বিচিত্র কাননে আছে রম্য সরোবর ॥
তথা গিয়া কলিক হইল উপস্থিত ।
দেবালয় সেই স্থানে দেখে আচম্বিত ॥
নানা ধাতু বিরচিত বিচিত্র গঠন ।
উপরেতে সুশোভন কলস কাঞ্চন ॥
দেখিয়া হইল ব্যাধ আনন্দিত মন ।
মন্দির নিকটে পরে করিল গমন ॥
দেখিল ব্রাহ্মণ এক আছয়ে বসিয়া ।
জিজ্ঞাসিল কহ দ্বিজ আছ কি লাগিয়া ॥
উতঙ্ক নামেতে দ্বিজ সর্ব্ব গুণান্বিত ।
বেদ শাস্ত্র বিজ্ঞ সাধু সর্ব্বত্র বিদিত ॥
নানাবিধ অলঙ্কারে স্বর্ণ পদ্মাসন ।
লিঙ্গরূপি মূর্ত্তি তথা দেব জনার্দ্দন ॥
পূজার ভাজন নানা সুবর্ণ রচিত ।
দেখি আনন্দিত ব্যাধ হৃদয়ে চিন্তিত ॥
ভাবিলেক নিশাযোগে এই ব্রাহ্মণেরে ।
মারিয়া লইয়া যাব দ্রব্য নিজ ঘরে ॥
এতেক ভাবিয়া মনে নিশ্চয় করিল ।
মন্দির সমীপে বনে গোপনে রহিল ॥
দিন অবসান নিশা হইল নিশ্চিন্ত ।
হাতে খড়্গ যায় ব্যাধ মুনিরে মারিতে ॥
বুকে জানু দিয়া তবে ধরে সেইক্ষণ ।
খড়্গ উঠা করিয়া হানিতে যবে মন ॥
খড়্গ ধরি হস্ত মুনি বলয়ে ব্যাধেরে
কি হেতু আমায় তুমি চাহ মারিবারে ।
কিছু অপরাধ নাহি করি তব স্থানে ।
নির্ব্বিরোধি আমি মোরে মার কিকারণে ॥
একাকী আসিলে বনে নিস্পৃহ লক্ষণ ।
তবে কোন হেতু বুদ্ধি দেখি কুলক্ষণ ॥
অহিংসা পরম ধর্ম্ম বেদেতে বাখানে ।
সাধু নাহি হিংসা করে অহিংসক জনে ॥
কালেতে কুবুদ্ধি যদি ঘটে কদাচিত ।
তথাপিও হিত করে না করে আহিত ॥
কালরূপী ভগবান এক সনাতন ।
কুবুদ্ধি সুবুদ্ধি তিনি করেন সৃজন ॥
সেই হেতু তোমারে দেখি যে অলক্ষণ ।
প্রায় বুঝি কুবুদ্ধি দিলেন নারায়ণ ।
অখিলপতির মায়ায় অখিল মোহয় ।
ঈশ্বরের মায়াজাল কেহ না বুঝয় ॥
মায়াতে করিয়া বদ্ধ যত জীবগণে ।
কালরূপী জনার্দ্দন ভ্রমেণ ভুবনে ॥

পুত্র মিত্র কলত্র বান্ধব পরিজন।
ভৃত্য আদি জন ধন এ সব কারণ॥
ব্যস্ত হয়ে করে লোক নানা পর্য্যটন।
নানা দুঃখ পেয়ে করে বিত্ত উপার্জ্জন॥
নানা দুঃখ ভোগ পেয়ে পোষে পরিবারে।
মোর ঘর দ্বার বলি অকারণে মরে॥
মরিলে সম্বন্ধ নাহি না বুঝে পামর।
একা হয়ে জন্মে জীব যায় একেশ্বর॥
পুত্র মিত্র পরিবার না যায় সঙ্গেতে।
আপনা না ভাবে লোক ঈশ্বর মায়াতে॥
সাধুসঙ্গ বিবর্জ্জিত লুব্ধক হইয়া।
না জানে ঈশ্বর মায়া তত্ত্ব না পাইয়া॥
যেই শ্রীকৃষ্ণের মায়া কি বলিব আর।
ব্রহ্মা ইন্দ্র না বুঝেন প্রভাব যাহার॥
যার নাম গুণের প্রভাব অবর্ণিত।
কেবা বুঝিবেক তত্ত্ব জগতে বিদিত॥
শঙ্কর যাহার মায়া তত্ত্ব নাহি পান।
মনুষ্য হইয়া কেবা জানিবে কি জ্ঞান॥
জ্ঞানরূপী ভগবান ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর।
জ্ঞানমাত্র জানে জ্ঞানী জ্ঞানের অপার॥
চরণারবিন্দ তার যে করয়ে সার।
আপনাকে দিয়া প্রভু বশ হন তার॥
যে জন পদারবিন্দ চিন্তে নিরন্তর।
দুঃসহ সঙ্কটে তারে রাখেন শ্রীধর॥
যার নাম স্মরণে অশেষ পাপ হরে।
পাপী হয়ে তত পাপ করিতে না পারে॥
বহু ক্লেশ করে লোক ধন উপার্জ্জন।
ধন দিয়া পোষয়ে বান্ধব পরিজনে॥
ঈশ্বরের কর্ম্মে কিছু নাহি করে ব্যয়।
অধর্ম্মের সঙ্গ অসৎপাত্রে তাহা দেয়॥
পরলোকে কি হইবে চিত্তে নাহি ধরে।
ঈশ্বরের নাম গুণ স্মরণ না করে॥
অন্তকালে হয় তার নরকে বসতি।
আপনারে না জানে দারুণ মন্দমতি॥
দেহ মদে মাতিয়া করয়ে অহঙ্কার।
গো ব্রাহ্মণ হিংসা করে দুষ্ট ব্যবহার॥
সাধু জন নিন্দা করে হিংসে সাধুজন।
অধোগতি হয় তার নরকে গমন॥
এইরূপে শাস্ত্র কথা অনেক কহিল।
শুনিয়া কালক মনে বিস্ময় হইল॥
সাধু সন্দর্শন মাত্রে পাপ দূরে গেল।
করযোড় করি তবে উতঙ্কে কহিল॥

অপরাধ কৈনু মুনি ক্ষম মহাশয়।
তোমার পরশে মম পাপ হৈল ক্ষয়॥
নমো নমঃ তোমার চরণে নমস্কার।
যাহার প্রসাদে তরি এ ভব সংসার॥
এই জন্মে কত পাপ না হয় গণন।
পূর্ব্বজন্মে কত পাপ কৈনু উপার্জ্জন॥
সব দূরে গেল মম তোমার পরশে।
উপজিল নিত্যানন্দ ভক্তি হৃষিকেশে॥
আপনি পরম গুরু হইলা আমার।
তোমার প্রসাদেতে হইব ভব পার॥
নমো নমো নারায়ণ অনাদি কারণ।
জয় জগন্নাথ নাম পতিত পাবন॥
সাধু সমাগম মাত্রে দুর্ব্বুদ্ধি খণ্ডিল।
তোমার চরণে দেব ভক্তি উপজিল॥
মোহ জ্ঞান দূরে গেল শুদ্ধ হৈল চিত্ত।
অর্পিলাম তোমার চরণে চিত্তবিত্ত॥
এইরূপে বহু স্তুতি কৈল নারায়ণে।
হৃদয়ে ভাবিয়া যুক্তি করিলেক মনে॥
এ দেহ রাখিয়া আর কোন প্রয়োজন।
পুনরপি পাপে পাছে যায় মম মন॥
ত্রিভুবনে জড়িত দেহ ক্ষণেকে চঞ্চল।
এ কারণে এ দেহ রাখিয়া নাহি ফল॥
এতেক ভাবিয়া ব্যাধ নিন্দে আপনাকে।
হেন বিধি আমাকে রাখিলা কোন পাকে॥
আমার সমান নাহি পাপী দুরাচার।
কেমনে পৃথিবী ভার সহিবে আমার॥
আমার যতেক পাপ আছে বল কার।
এইক্ষণে আয়ুক্ষয় হউক আমার॥
অন্তরে ভাবিতে অগ্নি উঠিল নয়নে।
অতি শীঘ্র পঞ্চত্ব পাইল সেইক্ষণে॥
ব্যস্ত হয়ে উতঙ্ক উঠিল সেইক্ষণ।
বিষ্ণু পাদোদক অঙ্গে করিল সেচন॥
বিষ্ণু পাদোদক স্পর্শে সাধু সমাগমে।
সর্ব্ব পাপ জানিল খণ্ডিল অনুক্রমে॥
প্রদক্ষিণ করিয়া করিলা বহু স্তুতি।
দিব্য রথ পাঠাইয়া দেন জগৎপতি॥
চতুর্ভুজ দিব্য মূর্ত্তি হৈল সেইক্ষণে।
প্রভু অনুক্রমে গেলা বৈকুণ্ঠ ভুবনে॥
দেখিয়া উতঙ্ক হৈলা সবিস্ময় মতি।
নানাবিধ বিনয়ে কৃষ্ণেরে করে স্তুতি॥
তুষ্ট হয়ে নারায়ণ দেন দরশন।
বর দিয়া যান কৃষ্ণ আপন ভবন।

কহিলাম পুর্ব্ব কথা ধর্ম্মের কুমার।
ঈশ্বরের মায়া বুঝে শক্তি আছে কার॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি॥
কাশীরাম দেব কহে রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার॥

ব্যাধের প্রতি উতঙ্ক মুনির উপদেশ ও শ্রীকৃষ্ণের স্তবন।

এতেক শুনিয়া কথা ধর্ম্ম নৃপমণি।
পুনরপি জিজ্ঞাসিল হয়ে যোড়পাণি॥
উতঙ্ক কিরূপে কৃষ্ণ করিল স্তবন।
কোন মূর্ত্তি ধরি কৃষ্ণ দিল দরশন॥
কি বর দিলেন কৃষ্ণ তুষ্ট হয়ে তায়।
কহিবে সকল কথা বিশেষ আমায়॥
কহিলেন ভীষ্ম তবে করহ শ্রবণ।
মহামুনি উতঙ্ক বিখ্যাত তপোধন॥
শিশুকাল হৈতে কৃষ্ণ পরিচর্য্যা করি।
বেদ শাস্ত্র শিক্ষাশীল সর্ব্ব গুণ ধরি॥
পাইল পরম গতি শ্রীকৃষ্ণে দেখিয়া।
করিল গোবিন্দে স্তুতি প্রণতি হইয়া॥
জয় জয় নারায়ণ অখিল কারণ।
জয় জগন্নাথ প্রভু ব্রহ্ম সনাতন॥
নমঃ কূর্ম্ম অবতার মন্দর ধারক।
নমঃ ভৃগুপতি রাম ক্ষত্রি কুলান্তক॥
নমঃ রাম অবতার রাবণ নাশন।
বলি মনোহর নমো নমস্তে বামন॥
নমঃ ধন্বন্তরি কায় অমৃত ধারক।
নমঃ যজ্ঞকায় হিরণ্যাক্ষ বিদারক॥
নমস্তে মোহিনী রূপ অসুর মোহন।
নমস্তে নৃসিংহ মহাদৈত্য বিনাশন॥
নমঃ রামকৃষ্ণ রূপ গোকুল বিহার।
নমো নমো নমঃ জয় বুদ্ধ অবতার॥
ভবিষ্যৎ অবতার নমো কল্কি রূপ।
নমঃ হরি অবতার নমো বিশ্বভূপ॥
নমঃ সচ্চিদানন্দ বিশ্ব পরায়ণ।
নমঃ নমো জগৎপতি ব্রহ্ম সনাতন॥
তুমি ইন্দ্র তুমি যম তুমি পশুপতি।
ত্রিজগতনাথ তুমি ত্রিজগত গতি॥
তুমি সূর্য্য বরুণ স্বরূপ কলেবর।
কুবের শমন তুমি ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর॥
তোমার মায়ায় বদ্ধ সব চরাচর।
ত্রিগুণ ঈশ্বর তুমি প্রকৃতির পর॥
তুমি যক্ষ তুমি রক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
তুমি জল তুমি স্থল তুমি কলেবর॥
অনন্ত তোমার রূপ গুণ জাতিহীন।
গুণেতে বর্জ্জিত তুমি গুণেতে প্রবীন॥
জ্ঞানের স্বরূপ তুমি তুমি মায়াধর।
নির্ম্মায়া নির্ম্মোহ তুমি মায়ার ঈশ্বর॥
তোমা বিনা আর কিছু না দেখি সংসার।
আত্মরূপে সর্ব্ব ভূতে করহ বিহার॥
অন্তরীক্ষ নাভী তব পাতাল চরণ।
আকাশ মস্তক তব অরুণ লোচন॥
দশদিক শ্রোত্র তব শশী বামেক্ষণ।
তোমার শরীরে ব্যাপ্ত চরাচরগণ॥
শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম শার্ঙ্গ ধনুধারী।
নানা অলঙ্কারে তনু ভূষিত মুরারি॥
পীতবাস পরিধান রাজীবলোচন।
বনমালা বিভূষিত গরুড় বাহন॥
ত্রিভঙ্গ ললিত রূপ বেশ মনোহর।
নবদল বিকশিত শ্যাম কলেবর॥
দেখিয়া উতঙ্ক মুনি হইল ব্যাকুল।
আনন্দ অশ্রুতে ভাসে অঙ্গের দুকুল॥
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িল ভূমিতলে।
দেখিয়া উতঙ্কে কৃষ্ণ করিলেন কোলে॥
আলিঙ্গন দিয়া মিষ্ট কহেন বচন।
তব মনোবাঞ্ছা পুর্ণ হোক তপোধন॥
একান্ত ভাবনা করি আমাকে যে ভজে।
সর্ব্বক্ষণ থাকি তার হৃদয়ের মাঝে॥
মনোমত যেই মাগে দেই আমি তারে।
এ কারণে শুন দ্বিজ কহি যে তোমারে।
যেইবর ইচ্ছা তব মাগ মম স্থানে।
অদেয় হইলে তবু দিব এইক্ষণে॥
শুনিয়া কহিল দ্বিজ করি যোড়পাণি।
অবধানে নিবেদন শুন চক্রপাণি॥
নিষ্কাম সাধক আমি বরে নাহি কায।
যদি বর দিবা তবে দেও দেবরাজ॥
কর্ম্মদোষে জন্ম মম যথা তথা হয়।
বাসনা একান্ত ভক্তি তব পদে রয়॥
কীট জন্ম হয় কিবা মনুষ্য কিন্নরে।
গন্ধর্ব্ব চারণ আদি যত চরাচরে॥
যক্ষ রক্ষ পিশাচ পন্নগ পক্ষীগণ।
মৃগ পতঙ্গাদি যত বিবিধ সৃজন॥
পর্ব্বত স্থাবর আদি ভূত প্রেতগণ।
যথা তথা জন্ম হয় অদৃষ্ট কারণ॥

তোমাতে নিতান্ত ভক্তি যেন মন রয়।
এই বর আজ্ঞা মোরে কর কৃপাময় ॥
অকারণে কর মোরে মায়াতে মোহিত।
নির্ম্মাইয়া হব আমি মায়া বিবর্জ্জিত।
তোমার মায়াতে বদ্ধ সবচরাচর।
কেবল বর্জ্জিত মায়া তোমার কিঙ্কর ॥
ঈশ্বরের মায়া তত্ত্ব বুঝিতে না পারি।
মায়া বিবর্জ্জিত বর দেও শ্রীমুরারি ॥
এত বলি দণ্ডবৎ করে প্রণিপাত।
দিলেন তাহারে ভক্তি জ্ঞান জগন্নাথ ॥
পুনরপি উতঙ্কে বলেন শ্রীনিবাস।
সর্ব্বত্র মঙ্গল হবে করিবেক আশ ॥
নরনারায়ণ স্থানে করহ গমন।
তপ যোগ সাধি কর মম আরাধন ॥
নরনারায়ণ স্থানে দিয়া উপদেশ।
একান্ত আমাকে ভক্তি করিবে বিশেষ ॥
অন্তেতে আমাকে তুমি পাইবে নিশ্চয়।
এত বলি স্বস্থানে গেলেন কৃপাময় ॥
তত্ত্ব উপদেশ লয়ে ভজিল শ্রীহরি।
অন্তকালে তনু ত্যজি গেল বিষ্ণুপুরী ॥
কহিলাম তোমাকে যে পুরাণ কথন।
ঈশ্বর নির্ণয় তত্ত্ব জানে কোন জন ॥
পৃথিবীর রেণু যদি গণিবারে পারি।
কলসিতে ভরি যদি সমুদ্রের বারি ॥
আকাশের তারা পারি সমস্ত গণিতে।
ঈশ্বরের তত্ত্ব তবু না পারি কহিতে ॥
করণ কারণ তিনি আপনি ঈশ্বর।
অন্য দিয়া অন্য সৃষ্টি হরেন শ্রীধর ॥
অন্য হাতে অন্য জনে সংহারে মুরারি।
তাহার প্রপঞ্চ মায়া বুঝিতে না পারি ॥
কহিতে না জানে তত্ত্ব এ তিন ভুবনে।
শোক ত্যাগ কর রাজা কৃষ্ণ স্মর মনে।
পিতা মাতা পুত্র বন্ধু কেহ কারু নয়।
মরিলে সম্বন্ধ নাহি বুঝ মহাশয় ॥
একা হয়ে আসে জীব একা হয়ে চলে।
আমার২ বলি মরয়ে বিফলে ॥
এ কারণে কহি শুন ধর্ম্মের নন্দন।
চিত্তে কৃষ্ণ রাখি শোক কর নিবারণ ॥
এত বলি গঙ্গাপুত্র নিঃশব্দ হইল
ধ্যানযোগে কৃষ্ণ মনে ধরিয়া রহিল।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস কহে সদা শুনে পুণ্যবান ॥

ভীষ্ম কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব।

বলিলেন সূত পারে শুন মুনিগণ।
এতেক শুনিয়া পরীক্ষিতের নন্দন।
যোগমার্গ কথা শুনি সানন্দ হৃদয়।
পুনরপি জিজ্ঞাসিল করিয়া বিনয় ॥
সে যোগ মার্গের কথা ভীষ্ম মুখে শুনি।
কোন কর্ম্ম করিলেন ধর্ম্ম নৃপমণি ॥
কিরূপে করেন ভীষ্ম স্বর্গে আরোহণ।
শুনিবারে ইচ্ছা হয় ইহার কথন।
বলেন মুনি তবে শুন নরপতি।
অনন্তরে গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম মহামতি ॥
যোগমার্গ ইতিহাস পুরাণের সার।
কহিলেন ধর্ম্মপুত্রে করিয়া বিস্তার।
পুনশ্চ বলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
রাজা হয়ে রাজ্য কর হস্তিনা ভুবন ॥
মহাযোগ করিয়া ভজিবে দয়াময়।
জ্ঞাতি বধ পাপ আদি সব হবে ক্ষয় ॥
মাঘ মাসে শীতাষ্টমী আজি শুভক্ষণে।
শরীর ছাড়িব আমি ভজি নারায়ণে ॥
শুন কৃষ্ণ তব হস্তে করি সমর্পণ।
পঞ্চ ভাই দ্রৌপদীরে করিবা পালন ॥
ইন্দ্রের ভবনে আমি করিব প্রস্থান।
এত বলি নিঃশব্দ হইল মতিমান ॥
করিয়া নিগূঢ় ধ্যান যোগ চিত্ত ধরি।
করেন কৃষ্ণের স্তব ভীষ্ম ভক্তি করি ॥
নমো নমো নারায়ণ ব্রহ্ম সনাতন।
সংসারের হেতু রূপ দেব নারায়ণ ॥
তুমি আদি তুমি মধ্য তুমি অন্তরূপ।
সকল জগত এই তব লোমকূপ ॥
নমো নমো আদি অবতার মৎস্যকায়।
নমঃ কূর্ম্ম বরাহ কংসারি মহামায় ॥
নমো দিব্য অবতার নমস্তে বামন।
নমো জগৎপতি ক্ষত্রকুল বিনাশন ॥
নমো রাম অবতার রাবণ নাশক।
নমো রাম অবতার রেবতী নায়ক।
নমো হরি অবতার গজেন্দ্র মোক্ষণ।
নমো বুদ্ধ অবতার ভুবন পাবন ॥
নমস্তে ঋষভ যোগমার্গ বিচারণ।
নমো পৃথু কলেবর পৃথিবী ধারণ ॥
নমো মন্বন্তরী কায় অমৃত হরণ।
নমস্তে মোহিনী রূপ অসুরমোহন ॥

নমঃ কৃষ্ণ অবতার গোকুল বিহার।
নমো নমঃ সঙ্কর্ষণ দিব্য অবতার॥
নমঃ কল্কি অবতার ম্লেচ্ছ বিনাশন।
নমোহ জয় জয় আদি নারায়ণ॥
তুমি ইন্দ্র তুমি চন্দ্র তুমি দিবাকর।
আকাশ পাতাল তুমি দীর্ঘ কলেবর॥
আত্মরূপে চরাচর জীবে তব স্থিতি।
তব তত্ত্ব জানিবারে পারে কার মতি॥
এ ভব সংসারে পার কর নারায়ণ।
এত স্তুতি করি ভীষ্ম ধ্যানে দিল মন॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
ইহা বিনা পৃথিবীর সুখ নাহি আর॥
কাশীদাস দেব কহে রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার॥

ভীষ্মদেবের স্বর্গারোহণ।

ধ্যানযোগে সাক্ষাতে দেখিলা নারায়ণ।
নবজলধর তনু অরুণলোচন।
পীতবাস পরিধান বনমালাধারী।
নানা অলঙ্কারে রূপ ভূষিত মুরারি॥
চারু চতুর্ভুজ রূপ মনোহর আকৃতি।
দেখি ভীষ্ম মনেহ করিলেন স্তুতি॥
সাক্ষাতে পদারবিন্দ দেখিয়া নয়নে।
শরীর ত্যজিলা ভীষ্ম দেখে সর্ব্বজনে॥
জয় জয় শব্দ হৈল ইন্দ্রের নগরে।
পুষ্পবৃষ্টি কৈল দেব ভীষ্মের উপরে॥
দিব্য রথ পাঠাইয়া দিলা সুরপতি।
পবনের গতি রথ মাতলি সারথি॥
রথেতে তুলিয়া স্বর্গ করিলা গমন।
বন্ধুগণ সহ গিয়া হইল মিলন॥
চিরদিনে বন্ধু সনে হইল দর্শন।
সম্ভ্রম খণ্ডিত পূর্ব্ব জন্মের কথন॥
মাঘমাস শুক্লাষ্টমী তিথি শুভক্ষণে।
তাজিলেন ভীষ্ম তনু চিন্তি নারায়ণে॥
শরীর ছাড়েন ভীষ্ম দেখি যুধিষ্ঠির।
রোদন করেন ভূমে লোটায়ে শরীর॥
ভীমার্জ্জুন কান্দিলেন মাদ্রীর নন্দন।
অনিরুদ্ধ প্রদ্যুম্নাদি যত বন্ধুগণ॥
দ্বিজ ক্ষত্র আদি যত নগরের প্রজা।
রণ অবশেষে আর যত ছিল রাজা।
ভীষ্মের মরণে সবে অনেক কান্দিল।
প্রলয়ের কালে যেন সিন্ধু উথলিল॥

ক্রন্দনের শব্দ বিনা কিছু নাহি শুনি।
যত নারীগণ কান্দে দ্রুপদ নন্দিনী॥
যুধিষ্ঠীর আদি পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।
হাহা ভীষ্ম বলিয়া করিলা হাহাকার॥
কোথা গেল পিতামহ ছাড়িয়া আমারে।
তোমার বিচ্ছেদে আত্মা ধরি কি প্রকারে॥
দুর্য্যোধন পাতক করিল অকারণ।
তাহার কারণে হৈল তোমার নিধন॥
আপনি মরিল দুষ্ট জ্ঞাতি বিনাশিল।
শোকসিন্ধু মধ্যেতে আমাকে ডুবাইল॥
এত বলি কান্দিলেন পাণ্ডুর কুমার।
আইলেন তথা ব্যাস জানি সমাচার॥
কুরুক্ষেত্র মধ্যে যথা ভীষ্মের পতন।
সেই স্থানে করিলেন ত্বরিত গমন॥
ব্যাস দেখি সম্ভ্রমে উঠিয়া পঞ্চজন।
সম্ভ্রমে করেন তাঁর চরণ বন্দন॥
ধুলাতে ধূষর তনু নেত্রে ঝরে বারি।
শান্তনা করেন ব্যাস সবাকে নিবারি॥
নিস্ফল তোমরা সব করহ ক্রন্দন।
কত না বুঝাল ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন॥
যোগমার্গ ইতিহাস পুরাণের সার।
তবু ভ্রম না ঘুচিল তোমা সবাকার॥
ভ্রম দূর কর রাজা শান্ত দেও মন।
অকারণে কর শোক ভীষ্মের কারণ॥
পুণ্য আত্মা ভীষ্মবীর বসু অবতার।
শাপে ভ্রষ্ট হয়ে কুরুবংশে জন্ম তাঁর॥
শাপে মুক্ত হয়ে ভীষ্ম গেলেন স্বস্থানে।
তার হেতু শোক রাজা কর অকারণে॥
দুর্য্যোধন আদি যত কৌরব আছিল।
ব্রহ্মার আজ্ঞায় কুরুবংশে জন্ম নিল॥
ব্রহ্মার মানস পূর্ণ পৃথিবীর ভরে।
হত হৈল যত জন ভারত সমরে॥
ব্রহ্মার কথায় কৃষ্ণ হয়ে অবতার।
পৃথিবীর ভার সব করিল সংহার॥
কিছুমাত্র অবশেষ আছে বিষ্ণু অংশ।
অল্প দিনে কৃষ্ণ তাহা করিবেন ধ্বংস॥
কত দিন রাজ্যভোগ কর নৃপমণি।
শোক ত্যাগ কর রাজা শুন মম বাণী॥
যদি বা সংশয় চিত্তে আছয়ে তোমার।
উপদেশ বলি রাজা শুন সারোদ্ধার॥
অগ্নিতে সংস্কার কর গঙ্গার নন্দনে।
অদাহিন পৃথিবী দেখহ যেইস্থানে॥

আপোড়া পৃথিবী যদি কোথাও পাইবা।
আমার বচন তুমি নিশ্চয় জানিবা॥
কত২ রাজগণ জন্ম এ সংসারে।
কেহ নাহি সবে গেল শমনের দ্বারে॥
চতুর্দ্দশ ভুবনের মধ্যে পৃথিবীতে।
অপোড় মৃত্তিকা নাহি পাইবা দেখিতে॥
এত বলি স্বস্থানে গেলেন ব্যাস মুনি।
বিস্ময় মানেন রাজা ব্যাস বাক্য শুনি।
করিলেন অর্জ্জুনেরে আদেশ রাজন।
কপিধ্বজে শীঘ্র তুমি কর আরোহণ।
পৃথিবী বুঝিতে চাহি ব্যাসের বচনে।
ভ্রমিয়া দেখিবা গিয়া সর্ব্বত্র ভুবনে॥
অদাহন পৃথিবী দেখিবা সেইস্থানে।
তথা নিয়া দাহ কর গঙ্গার নন্দনে॥
জানিয়া আইস ভাই যাও শীঘ্রতর।
এত শুনি ধনঞ্জয় চলিলা সত্বর॥
কপিধ্বজ রথ আরোহিয়া সেইক্ষণে।
অগ্রে উপনীত গিয়া ইন্দ্রের ভুবনে॥
কোন স্থানে স্বর্গেতে না দেখি অদাহন।
একে২ বিচারেন ইন্দ্রের নন্দন॥
সপ্ত স্বর্গ পুনরপি করেন বিচার।
পাতালে গেলেন পরে ইন্দ্রের কুমার॥
সপ্ত পাতালেতে সব দেখেন বিচারি।
অদাহন পাতাল কোথাও নাহি হেরি॥
অনন্তর আইলেন মর্ত্ত্যে ধনঞ্জয়।
সপ্ত দ্বীপ বিচারিয়া করিল নির্ণয়॥
অদাহন পৃথিবী না দেখি কোনস্থানে।
সুবিস্ময় হয়ে আসি কহিল রাজনে॥

শুনিয়া ধর্ম্মের পুত্র মানিল বিস্ময়।
ব্যাসের বচনে পূর্ব্ব ভ্রম দূর হয়॥
শোক ত্যাগ করি রাজা কার্য্যে দেন মন।
ভীমার্জ্জুনে আজ্ঞা তবে করেন রাজন॥
নানা কাষ্ঠ চন্দনাদি আনিয়া সত্বরে।
এক লক্ষ ঘৃত কুম্ভ সম্ভার বিস্তারে॥
কুরুক্ষেত্র মধ্যে শীঘ্র করিয়া সঞ্চয়।
চতুর্দ্দোলে করি আনে গঙ্গার তনয়॥
আজ্ঞামাত্রে ধনঞ্জয় মাদ্রীর কুমারে।
অগ্নি কার্য্য দ্রব্য সব আনিলা সত্বরে॥
শত শত ঘৃতকুম্ভ কাষ্ঠ রাশি রাশি।
আইলা ক্ষত্রিয়গণ পৃথিবী নিবাসি॥
চতুর্দ্দোলে তুলি নিয়া ভীষ্মের শরীর।
বিধিমতে অগ্নি দেন রাজা যুধিষ্ঠির॥
ভীষ্মের শরীর দহি ভাই পঞ্চজন।
গঙ্গাতে করিয়া স্নান করিল তর্পণ॥
শ্রাদ্ধ শান্তি করিলেন ক্ষত্রিয় বিধানে।
নানা রত্ন অলঙ্কার দিলেন ব্রাহ্মণে।
অন্নদান ভূমি দান অনেক প্রকার।
লেখা নাহি আর যত দানের বিস্তার॥
অতুল দক্ষিণা দিয়া তুষিয়া ব্রাহ্মণে।
শোক চিত্তে রহিলেন হস্তিনাভুবনে॥
ভীষ্মের ভাবনা বিনা অন্য নাহি মনে।
অন্ন জল নাহি রুচে দুঃখিত রাজনে॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
আমার কি শক্তি তাহা বর্ণিবারে পারি॥
হৃদয়ে করিয়া চন্দ্রচূড় পদ আশ।
পয়ার প্রবন্ধে বলে কাশীরাম দাস॥

শান্তিপর্ব্ব সমাপ্ত।

মহাভারত

অশ্বমেধপর্ব্ব।

যুধিষ্ঠিরের উদ্বেগ ও ব্যাসদেবের উপদেশ।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ তপোধন।
কি কি কর্ম্ম করিলেন পিতামহগণ ॥
বলিলেন মুনি শুন রাজা জন্মেজয়।
রাজ্যে রাজা হইলেন ধর্ম্মের তনয় ॥
কিন্তু উপরোধে রাজ্য নিয়া যুধিষ্ঠির।
প্রজাগণ পালন করিল ধর্ম্ম ধীর ॥
রামের পালনে যেন অযোধ্যার প্রজা।
সেইমত প্রজার পালনে মহাতেজা ॥
অশাসন রাজ্যে নাহি বসে প্রজাগণ।
প্রকৃতি ধার্ম্মিক রাজা বলে সর্ব্বজন ॥
রাজ্যভোগ যুধিষ্ঠীর না চাহেন মনে।
সদাই থাকেন ধর্ম্ম বিরস বদনে ॥
ভীমার্জ্জুন সহদেব নকুল সুমতি।
লইয়া করেন যুক্তি ধর্ম্ম নরপতি ॥
শুনহ অর্জ্জুন তুমি আমার বচন।
স্থির নহে চিত্ত মম জানিবা কারণ ॥
রাজ্যধন দেখিয়া আমার নাহি প্রীতি।
সতত চঞ্চল চিত্ত সদা হয় ভীতি ॥
কিবুদ্ধি করিব আমি জিজ্ঞাসিব কায়।
সর্ব্বদা ব্যাকুল চিত্ত না দেখি উপায় ॥
না হেরিয়া নয়নে আমার কালাচাঁদে।
চঞ্চল চকোর চিত্ত প্রাণ সদা কান্দে ॥
দ্বারকানগরে তিনি গেলেন সংপ্রতি।
কে আর করিবে দয়া পাণ্ডবের প্রতি ॥
অতএব উঠে চিত্তে অনেক জঞ্জাল।
সর্ব্ব শূন্য দেখি সঙ্গে না হেরি গোপাল ॥
অর্জ্জুন বলেন চিন্তা না কর রাজন।
আসিবেন কৃষ্ণ তুমি করিলে স্মরণ ॥
হইলেন যুধিষ্ঠীর স্থির সেই বোলে।
ব্যাসদেব তথায় আইল হেনকালে ॥
তাঁরে দেখি উঠিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
ভূমিতে বন্দিলা তাঁর যুগল চরণ ॥
আশীর্ব্বাদ করিলেন রাজা যুধিষ্ঠীরে।
জানিয়া সকল তত্ত্ব জিজ্ঞাসেন ধীরে ॥

কহ রাজা কি কারণে বিরস বদন।
তোমাকে দেখিয়া মম বিচলিত মন ॥
অকৌরবা পৃথিবী করিলে বাহুবলে।
তোমা সম রাজা নাহি এ মহীমণ্ডলে ॥
অনুজ অর্জ্জুন তব ভীম মহাবলী।
আর তাহে সভায় আপনি বনমালী ॥
তোমাকে বিষাদযুক্ত দেখি দুঃখ মন।
কহ শুনি মনস্তাপ কিসের কারণ ॥
এত যদি কহিলেন ব্যাস তপোধন।
বিনয়ে কহিল তাঁরে ধর্ম্মের নন্দন ॥
শুন মুনি আমাকে না করিবা প্রশংসা।
বড়ই নিন্দিত আমি মন্দ মম দশা ॥
অপকর্ম্ম করিয়াছি রাজ্যের কারণে।
আমার সমান পাপী নাহি ত্রিভুবনে।
লোভের কারণে ধর্ম্মপথ পরিহরি।
করিলাম অন্যায় কহিতে না পারি ॥
পিতামহ ভীষ্ম করি সমরে সংহার।
আমার সমান কেবা পাপী আছে আর ॥
গুরু দ্রোণাচার্য্য তিনি যথার্থব্রাহ্মণ।
করিলাম নাশ তাঁরে শুন তপোধন।
সহোদর কর্ণ বীরে দিলাম শমনে।
বধিলাম শতভ্রাতৃ সহ দুর্য্যোধনে ॥
আর যত সুহৃদ বান্ধবগণ ছিল।
রাজ্যলোভে আমা হৈতে যমদ্বারে গেল ॥
অভিমন্যু দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রগণ।
রাজ্য হেতু নাশিলাম শুন তপোধন ॥
এমন নিন্দিত কর্ম্ম কেহ নাহি করে।
না বুঝিয়া মহামুনি প্রশংস আমারে ॥
বলিলেন ব্যাস শুন ধর্ম্মের নন্দন।
শুনিলাম আমি যত তোমার কথন ॥
জ্ঞাতি গুরু ভ্রাতৃ বন্ধু মারিয়াছ তুমি।
কিন্তু ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম শুন গুণমণি।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র জাতিগণ।
এ সকল ব্রহ্মা দেহে জান উৎপাদন ॥
যথাযোগ্য ধর্ম্মে নিয়োজিল চারিজনে।
? সংগ্রাম ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম লিখিত পুরাণে ॥

তুমি বল নিন্দা কর্ম্ম করিলাম আমি।
কিন্তু ইহা শাস্ত্রমতে প্রাণী স্বর্গগামী॥
যুধিষ্ঠির পুনশ্চ কহেন মতিমান।
শুন প্রভু ক্ষত্রিধর্ম্ম কহিলা প্রমাণ॥
জ্ঞাতি বধ পাপে মম কান্দিতেছে প্রাণ।
কি করিব কহ মুনি ইহার বিধান॥
কি কর্ম্ম করিলে পাপ যাইবেক দূরে।
অনুকূল ভাবে মুনি কহিবা আমারে॥
কোন মন্ত্র জপিব করিব কোন ধ্যান।
কোন যজ্ঞ করি কহ মুনি বুদ্ধিমান॥
কিসে পাপ ক্ষয় হবে কহ মহামুনি।
ক্ষত্রধর্ম্ম রাখি পাপ আপনি সদা গণি॥
দ্রোণ জিজ্ঞাসিল করি আমাতে বিশ্বাস।
শুনি মুনি তারে আমি কহি মিথ্যাভাষ॥
কিমতে এ মহাপাপে পাব পরিত্রাণ।
এ নহে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম শুন মতিমান॥
বলিলেন ব্যাস রাজা দুঃখ ভাব কেন।
ক্ষত্রিয় প্রতিজ্ঞা ধর্ম্ম বিদিত পুরাণ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন মহাশয়।
পুণ্য কর্ম্ম ব্যতিরেকে পাপ নাহি ক্ষয়॥
জ্ঞাতি বধে পাপ ভয় মম নিরন্তর।
কি উপায় করিব বলনা মুনিবর॥
তবে ব্যাস কহিলেন শুনহ রাজন।
অশ্বমেধ যজ্ঞ কর ধর্ম্মের নন্দন॥
অশ্বমেধ যজ্ঞে হয় পাপের বিনাশ।
মন দিয়া শুন রাজা কহি ইতিহাস॥
মহাবীর ছিলা জমদগ্নির কুমার।
নিক্ষত্র করিলা ক্ষিতি তিন সপ্তবার॥
পিতার আজ্ঞায় বীর বধিলা মাতারে।
শুনিয়াছি বনপর্ব্বে সে কথা বিস্তারে॥
অশ্বমেধ যজ্ঞে তাঁর পাপ গেল দূরে।
এ সব শাস্ত্রের কথা শুনাই তোমারে॥
হইলেন ত্রেতা যুগে প্রভু অবতার।
আপনি শ্রীরাম দশরথের কুমার॥
পালিতে পিতার সত্য চলিলেন বনে।
ভ্রমিলেন বনে সীতা লক্ষ্মণের সনে॥
আদ্যোপান্ত রামায়ণ শুনিয়াছ তুমি।
অশ্বমেধ করিলেন রাম রঘুমণি॥
করিলেন আর অশ্ব মেধ পুরন্দর।
ব্রহ্মবধ পাপে মুক্ত তাঁর কলেবর॥
তুমিহ করহ রাজা অশ্বমেধ ক্রতু।
জ্ঞাতিবধ মহাপাপ এড়াবার হেতু॥

এত যদি কহিলেন ব্যাস তপোধন।
যোড়হস্তে বলিলেন ধর্ম্মের নন্দন॥
অশ্বমেধে পাপ দূর করিব আপনি।
করিয়াছিলেন যজ্ঞ যত জনে জানি॥
তাঁহাদের সম নহে আমার ক্ষমতা।
শুন মহামুনি ইহা না হবে সর্ব্বথা॥
নির্দ্ধন নৃপতি আমি নাহি এত ধন।
কি মতে হইবে মুনি যজ্ঞ সমাপন॥
দুর্য্যোধন সহ বাদে অর্থ গেল ক্ষয়।
কি মতে হইবে যজ্ঞ মুনি মহাশয়।
অশ্বমেধ হবে হেন না দেখি উপায়।
বিবরিয়া মহামুনি কহিবা আমায়॥
ফল হীন বৃক্ষ যেন ত্যজে পক্ষিগণ।
অর্থ হীন পুরুষেরে ছাড়ে সর্ব্বজন॥
নির্দ্ধন হইলে তারে কেহ না আদরে।
কি মতে হইবে যজ্ঞ কহিবা আমারে॥
ধন হীন পুরুষের ধর্ম্ম নাহি হয়।
ধন হৈতে সর্ব্ব ধর্ম্ম মুনি মহাশয়॥
হেন ধন নাহি মম কিসে যজ্ঞ হয়।
কিমতে তরিব আমি কহ মহাশয়॥
ব্যাস বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
কর্ম্মেতে হইলে বহু ধন প্রয়োজন॥
তবে ধনে ধর্ম্ম হয় এতে নাহি আন।
শুন রাজা কহি আমি ধনের সন্ধান॥
মরুত্ত নামেতে এক ছিল নরবর।
তাঁর যজ্ঞ কথা কহি তোমার গোচর॥
অশ্বমেধ কারণ মরুত্ত নরপতি।
অদ্যাপি তাহার যশ গায় বসুমতি॥
বিংশতি সহস্র বিপ্রে যজ্ঞেতে বরিলা।
সুবর্ণ আসন সব দ্বিজগণে দিলা॥
স্বর্ণ বাটি স্বর্ণথাল স্বর্ণময় ঝারী।
কাঞ্চন নির্ম্মিত পাত্রে অন্ন জল পুরি॥
হেন মতে মরুত্ত ব্রাহ্মণ সেবা করে।
প্রত্যহ নূতন পাত্র দিলা দ্বিজবরে॥
হেন যজ্ঞ করিলেন শতেক বৎসর।
মরুত্ত সমান ধর্ম্মী নাহি নৃপবর।
বহু ধন নিতে না পারিয়া দ্বিজগণ।
হিমালয় পার্শ্বেতে রাখিলা সর্ব্বজন॥
তথা হৈতে সেই ধন আনিলে সত্বর।
অশ্বমেধ হইবেক শুন নরবর॥
ব্যাসের বচন শুনি ধর্ম্মের নন্দন।
যোড়হাত করিয়া করিলা নিবেদন॥

শুন মহাশয় আমি যজ্ঞ না করিব।
সে ধন ব্রহ্মস্ব আমি কেমনে হরিব॥
পাপ বিনাশিতে চাহি যজ্ঞ করিবারে।
আনিব বিপ্রের ধন বল কি প্রকারে॥
শুন মহামুনি মম যজ্ঞে নাহি কায।
শুনিলাম হাসিবে সব নৃপতি সমাজ॥
ব্রহ্মস্বত্বে বংশনাশ হইবে কেমন।
কি মতে সে দ্রব্য আমি করিব গ্রহণ॥
যজ্ঞে মম কার্য্য নাহি নিবেদি তোমারে।
তবে না তরিব আমি পাপ পারাবারে॥
হাসিয়া বলেন ব্যাস শুনহ রাজন।
দোষ নাহি নৃপতি আনিতে সেই ধন॥
সে ধন ব্রাহ্মণগণে করিলেন ত্যাগ।
এতে দোষ না হইবে শুন মহাভাগ॥
ভয় না করিবা তুমি ধর্ম্মের তনয়।
অগ্নি জল পৃথিবী এ ধন কার নয়॥
শত শত রাজা পূর্ব্বে পৃথিবীতে ছিল।
তার অনন্তরে কত কত রাজা হৈল॥
বাহুবলে পৃথিবীর করিল পালন।
নানা যজ্ঞ করিল পাইয়া নানা ধন॥
সেই ধন জল অগ্নি হ্রাস নাহি হয়।
এবে কেন ভয় কর ধর্ম্মের তনয়॥
পূর্ব্বেতে দেবতাসুর ছিল দুই ভাই।
এ ধন ধরণী যত অমরেতে নাই॥
কত দেব অসুরে মারিল বাহুবলে।
এই ধন দিতে আজ্ঞা কৈল বহুকালে॥
এই ধনে যজ্ঞ দান করে বহুতর।
তবে সূর্য্যবংশে হন এক নরবর॥
সাবর্ণি নামেতে তিনি সূর্য্যের নন্দন।
পৃথিবী পাইলা রাজা তপস্যা কারণ॥
বশ করি বসুমতি পালিলেন প্রজা।
হেনমতে সূর্য্যবংশে হৈল কত রাজা॥
তাহাদের দান যজ্ঞ বিদিত সংসারে।
এসব তপস্যা তেজ জানাই তোমারে॥
হরিশ্চন্দ্র মহারাজা খ্যাত ত্রিভুবনে।
সকল পৃথিবী দান দিলেন ব্রাহ্মণে॥
ব্রহ্মস্ব হইল তবে সেই বসুমতী।
তবে কেন লইলেন ক্ষত্র নরপতি॥
ভক্ষস্ব বলিয়া তার নাহি ছিল ভয়।
প্রজার কারণে ধর্ম্ম দিলা ধনক্ষয়॥
তবে বিক্রোত্তম সুত বলি হয় রাজা।
ব্রাহ্মণেরে সপ্তদ্বীপ দিয়া করে পূজা॥
আপনি পাতালে গেলা না পাইয়া স্থান।
তুষ্ট দেখি বিড়ম্বিল তারে ভগবান॥
তবে জমদগ্নিসুত ভৃগুবংশপতি।
শুনিয়াছ যাঁর কথা ধর্ম্ম মহামতি॥
পৃথিবী জিনিয়া তিনি আনন্দিত মনে।
পৃথিবী দিলেন দান মরীচি নন্দনে॥
কশ্যপ পাইলা তবে সব বসুমতী।
আপন নন্দনে দিল করিয়া পিরীতি॥
ধন ধরা অগ্নি জল ইহা কার নয়।
শুন যুধিষ্ঠির রাজা শাস্ত্রে হেন কয়॥
পৃথিবী পালিয়া তাঁর হয় নানা ধন।
ভয় না করিবা তুমি ধর্ম্মের নন্দন॥
সে ধন আনিয়া রাজা যজ্ঞ কর সুখে।
এতে দোষ নাহি আমি কহিনু তোমাকে॥
আনন্দ পাইলা রাজা ব্যাসের বচনে।
পুনরপি জিজ্ঞাসেন আনন্দিত মনে॥
হইল ধনের তত্ত্ব শুন মহামুনি।
যজ্ঞ হেতু অশ্ববর কোথা পাব শুনি॥
কহিলেন মুনি আছে যুবনাশ্বপুরে।
আনিতে করিবা যত্ন সেই অশ্ববরে॥
পালিলেন যজ্ঞহেতু অশ্ব নরপতি।
শত কোটি সেনা আছে তাহার সংহতি॥
যতনে পালয়ে হয় যজ্ঞ নাহি করে।
সেই ঘোড়া আন রাজা জানাই তোমারে॥
পরাজিয়া যুবনাশ্বে হয় আন তুমি।
তবে যজ্ঞ সিদ্ধ হবে কহিলাম আমি॥
বলিলেন যুধিষ্ঠির শুন দিয়া মন।
হয় হেতু হইবে রাজার সঙ্গে রণ॥
কে আর করিবে যুদ্ধ নৃপতি সহিতে॥
মহাবল যুবনাশ্ব খ্যাত পৃথিবীতে।
বলিলেন ব্যাস রাজা চিন্তা কর কেনে।
হয় আনিবারে আজ্ঞা কর ভীমসেনে॥
ভীম আনিবেন ঘোড়া করিয়া সমর।
আপনি ভীমেরে আজ্ঞা কর নরবর॥
বক হিড়িম্বক আর কির্ম্মীর দুর্ব্বার।
কৈলাস মর্দ্দিলা ভীম যক্ষের সংহার॥
কীচকে মারিল বীর বিরাট নগরে।
শত ভাই দুর্য্যোধনে বধিলা সমরে॥
ভীম হৈতে হবে তব সিদ্ধ প্রয়োজন।
ভীম আনিবেন ঘোড়া করিয়া যতন॥
আমি জানি ভীমের অসাধ্য নাহি কর্ম্ম।
হয় হেতু চিন্তা না করিবা তুমি ধর্ম্ম॥

বলিলেন যুধিষ্ঠির শুন গুণধাম।
বড় দুঃখী আছে ভীম করিয়া সংগ্রাম॥
জর্জ্জর ভীমের অঙ্গ কৌরবের বাণে।
তুরঙ্গ আনিতে তারে কহিব কেমনে॥
বৃষকেতু মেঘবর্ণ যুগল বালক।
বিশেষ বাপের শোকে দহিছে পাবক॥
কিমতে বলিব তাতে তুরঙ্গ আনিতে।
শুন মহামতি বড় ভয় পাই চিতে॥
এত যদি বলিলেন ধর্ম্ম নৃপবর।
তাহা শুনি আনন্দিত বীর বৃকোদর॥
ভীম বলিলেন রাজা করহ শ্রবণ।
কহিলেন তুরঙ্গ আনিতে তপোধন॥
আনিব তুরঙ্গ আমি এ নহে আশ্চর্য্য।
পরাজিব যুবনাশ্ব কত বড় কার্য্য॥
ধন আনিবারে তুমি পাঠাও অর্জ্জুনে।
আমি আনি গিয়া অশ্ব জিনিয়া রাজনে॥
একবারে যাব আমি ভদ্রাবতী পুরে।
আনিবারে যজ্ঞের হয় জিনিয়া রাজারে॥
সবান্ধবে রাজারে পাঠাব যমঘরে।
অবশ্য আনিব ঘোড়া কারে ভীম ডরে॥
ইহা ভিন্ন আর নাহি আমার বিশ্রাম।
শতেক বৎসর পারি করিতে সংগ্রাম॥
কহিলেন যুধিষ্ঠির ভীমের বচনে।
একাকী দুর্গমে তুমি যাইবে কেমনে॥
বৃষকেতু বদন চাহিয়া যুধিষ্ঠির।
রাজার ইঙ্গিতে তাঁর পুলক শরীর॥
যোড়হাতে কহিলেন ধর্ম্মের গোচরে।
ভীম সঙ্গে যাই আমি আজ্ঞা কর মোরে।
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন প্রিয়তর।
আছিল তোমার পিতা এক ধনুর্দ্ধর॥
অর্জ্জুন বধিল তারে করিয়া বিক্রম।
পাইয়াছি তার বধে আমি মনোভ্রম॥
পরিচয় নাহি ছিল কর্ণের সংহতি।
সকলে বলিত তারে রাধার সন্ততি॥
সূতপুত্র বলি তারে বলে সর্ব্বজনে।
না চিনিয়া সহোদর বধিলাম রণে॥
বিনাশিল কর্ণ বীর অর্জ্জুন দুর্জ্জয়।
চাহিতে তোমার মুখ মনে পাই ভয়॥
বৃষকেতু বলিলেন পাণ্ডব ঈশ্বর।
ক্ষত্রিয় প্রধান কর্ম্ম করিতে সমর॥
তাহে মৃত্যু হৈলে হয় স্বর্গেতে বসতি।
বিষাদ না কর তাহে শুন নরপতি॥

বিপক্ষ হইলা পিতা ত্যজি সহোদর।
কৌরব সহিতে কৈলা মন্ত্রণা বিস্তর॥
দ্রৌপদীরে উপহাস হিংসিল তোমারে।
সেই পাপে মম পিতা গেল যমঘরে॥
তার অনুতাপ কর কিসের কারণে।
সে সকল কথা মম কিছু নাহি মনে॥
আজ্ঞা কর যাই আমি খুড়ার সংহতি।
আনিব যজ্ঞের ঘোড়া শুন নরপতি॥
ধর্ম্মরাজ বৃষকেতু বাক্যে হরষিত।
আজ্ঞা দেন ভীম সঙ্গে চলহ ত্বরিত॥
বৃষকেতু কথা শুনি ভীম হরষিত।
আলিঙ্গন দিল তারে মনের বাঞ্ছিত॥
তবে ঘটোৎকচ সুত মেঘবর্ণ নাম।
যুধিষ্ঠির অগ্রে কহে করিয়া প্রণাম॥
যদি আজ্ঞা কর তুমি ধর্ম্ম নরপতি।
পিতামহ সঙ্গে যাব পুরী ভদ্রাবতী॥
আনিব তুরঙ্গে আমি শুনহ রাজন।
অন্তরীক্ষে গতি মম শুনহ বচন॥
বুঝিতে আমার মায়া অমর না পারে।
আনিব তুরঙ্গ আমি হস্তিনানগরে॥
বৃষকেতু পিতামহ করিবে সমর।
তুরঙ্গ আনিব আমি শুন নরবর॥
এত যদি মেঘবর্ণ বলিল বচন।
অনুমতি করিলেন ধর্ম্মের নন্দন॥
যাও পুত্র তুরঙ্গ আনহ বাহুবলে।
মম আশীর্ব্বাদে ঘোড়া আনিবে কুশলে॥
তিন জন মিলিয়া করিবে মহারণ।
তবে সে জিনিবা তারে শুনহ নন্দন॥
সাজিলেন তিন বীর তুরঙ্গ আনিতে।
ব্যাস কহিলেন কথা রাজার সহিতে॥
অর্জ্জুন পাঠাও রাজা আনিবারে ধন।
তবে সে কহিব আমি যজ্ঞ বিবরণ॥
মুনি বাক্য অর্জ্জুনে কহেন নরপতি।
কিরীটি চাপিয়া রথে যান শীঘ্রগতি॥
হিমালয় পার্শ্বে যান পাণ্ডুর নন্দন।
আনিলেন রথেতে তুলিয়া সর্ব্ব ধন।
ধন দেখি যুধিষ্ঠির সানন্দ বিস্তর।
জিজ্ঞাসা করেন পুনঃ মুনির গোচর॥
যজ্ঞ বিবরণ তবে কহ মহামুনি।
আয়োজন কত চাই কহ তাহা শুনি॥
কতেক ব্রাহ্মণ যজ্ঞে করিব বরণ।
সে সকল কথা শীঘ্র কহ তপোধন॥

দ্রব্য গব্য কত চাহি কহ মহামুনি ।
ঘোড়ার কি মত রূপ কহ আগে শুনি ॥
আদ্যোপান্ত যজ্ঞ কথা জানাও আমারে ।
স্থির নহে চিত্ত মম কহিনু তোমারে ॥
ব্যাস বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন ।
অশ্বমেধ যজ্ঞ কর স্থির হবে মন ॥
যজ্ঞ বিবরণ কহি এক্ষণে তোমারে ।
আদ্যোপান্ত অন্ন জল দিবা সবাকারে ॥
বিংশতি সহস্র বিপ্রে যজ্ঞেতে বরিবা ।
নানা আভরণ দিয়া সবারে ভূষিবা ॥
আসন ভূষণ দিয়া কনক রচিত ।
আদরে পুজিবা সবে হয়ে হরষিত ॥
লক্ষ কুম্ভ ঘৃত নিত্য ঢালিব আগুনে ।
করিবা দেবতা পুজা কুঙ্কুম চন্দনে ॥
পাঁচ কুম্ভঘৃত এক ব্রাহ্মণে ঢালিবা ।
হেনমতে লক্ষ কুম্ভপ্রতি দিন দিবা ॥
ঘোড়ার লক্ষণ শুন ধর্ম্ম নরপতি ।
চন্দ্রমা জিনিয়া ঘোড়া মনোহর অতি ॥
পীত পুচ্ছ শ্যামবর্ণ অশ্ব মনোহর ।
সর্ব্ব সুলক্ষণ অশ্ব শুন নরবর ।
ভূষিত করিয়া ঘোড়া দিয়া আভরণ ।
পাদ্য অর্ঘ দিয়া তারে করিবে পুজন ॥
জয়পত্র অশ্বভালে করিয়া বন্ধন ।
আপনার নাম তাহে করিবা লিখন ॥
তাহাতে লিখিবা পত্র যেই ঘোড়া ধরে ।
নিজ বাহুবলে তুমি জিনিবা তাহারে ।
তুরঙ্গ ছাড়িবা মধু পুর্ণিমা দিবসে ।
পৃথিবী ভ্রমিবে ঘোড়া মনের হরিষে ॥
আপনি থাকিবা যজ্ঞে তুমি হও ব্রতী ।
আচরিবে অসিপত্র ব্রত মহামতি ॥
যুধিষ্ঠীরে বলিলে করি নিবেদন ।
অসিপত্র ব্রতের শুনিব বিবরণ ।
অসিপত্র ব্রত লোকে কেমন প্রকারে ।
কি নিয়মে থাকে তাহা বলিবা আমারে ॥
ব্যাস বলিলেন রাজা কর অবগতি ।
অসিপত্র ব্রত কথা শুন নরপতি ॥
যবৎ না আসে ঘোড়া নিবৃত্ত হইয়া ।
থাকিবেন একাসনে দ্রৌপদী লইয়া ॥
তার মাঝে খড়্গ এক রাখ নরপতি ।
কদাচিত অন্যমত না করিবা মতি ॥
মদন আবেশে যদি মজে তার মন ।
সেই খড়্গে কাটিয়া ফেলিবে সেইক্ষণ ॥

করিয়াছিলেন অশ্বমেধ সুরপতি ।
অসিপত্র ব্রত না করিলা মহামতি ॥
শতক্রতু নাম ইন্দ্র ঘোষয় পৃথিবীতে ।
অসিপত্র ব্রত তিনি নারিল করিতে ॥
সেই ব্রত কর রাজা আমার বচনে ।
তুমি নাহি করিলে নারিবে অন্যজনে ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞে না থাকিলে পাপ লেশ ।
অসিপত্র আচরিবা অশেষ বিশেষ ।
ঘুচিবে তোমার যত চিত্ত উচাটন ।
দুরে যাবে পাপচয় প্রীত হবে মন ॥
শুনিয়া বলেন রাজা ধর্ম্মের নন্দন ।
আচরিতে না পারিলা সহস্রলোচন ।
আচরিব হেন ব্রত আমি কোনমতে ।
মহামুনি শুনে বড় ভয় পাই এতে ॥
কহিলেন ব্যাস তব পক্ষ নারায়ণ ।
তোমার অসাধ্য ইহা না হবে রাজন ॥
হরি বিনা কেহ নাহি করিতে তারণ ।
চিন্তা না করিবা তুমি ধর্ম্মের নন্দন ॥
এতবলি চলিলেন ব্যাস নিকেতন ।
কৃষ্ণেরে করেন স্তব রাজা দৃঢ় মন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

যুধিষ্ঠীরের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের গমন ।

হা কৃষ্ণ দ্বারকানাথ যাদব নন্দন ।
মথুরেশ হৃষীকেশ ধাতা জনার্দ্দন ॥
এই নাম যুধিষ্ঠীর স্মরণ করিতে ।
আইলেন দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ ত্বরিতে ॥
একেশ্বর আইলেন কমললোচন ।
যুধিষ্ঠীর দ্বারেতে দিলেন দরশন ॥
হের দেখ ভক্তের অধীন ভগবান ।
শিব ব্রহ্মা ধ্যানে যারে দেখিতে না পান ॥
অনাহারে অহর্নিশি যত যোগিগণে ।
ভাবেন সম ধিযোগে সেই নারায়ণে ॥
দেখিতে না পান যারে নানা যত্ন করি ।
যুধিষ্ঠীর স্মরণেতে আসিলা সে হরি ।
দ্বারী গিয়া জানাইল ধর্ম্মের গোচরে ।
শুন রাজা হৃষীকেশ আইলেন দ্বারে ॥
শুনি হরষিত মনে পাণ্ডুর নন্দন ।
অগ্রে বাড়ি অনিবারে করিল গমন ॥
দ্রৌপদী সহিত রাজা ভ্রাতৃগণ লয়ে ।
তুরিতে গেলেন দ্বারে আনন্দিত হয়ে ॥

যুধিষ্ঠিরে প্রণাম করিলা নারায়ণ।
হরষিত হয়ে রাজা দিল আলিঙ্গন॥
নকুলেরে সম্ভাষা করিলা যদুরায়।
বসিলেন রুক্মিণীর বল্লভ সভায়॥
ভীমার্জ্জুন সহদেব নকুল কুমার।
বৃষকেতু আদি যত বসিলা অপর॥
করিলেন সভা সুশোভিত নারায়ণ।
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রে কৃষ্ণ আগমন॥
কহিলেন যুধিষ্ঠির করি যোড়হাত।
নিবেদন করি আমি শুন জগন্নাথ॥
অভিযুক্তি করি মোরে দিলা সিংহাসন।
তোমার আজ্ঞায় করি সমস্ত পালন॥
কিন্তু মম চিত্ত স্থির করহে মুরারি।
অন্তরে উদ্বেগ উঠে বলিতে না পারি॥
গুরু জ্ঞাতি নাশিলাম সংগ্রাম ভিতরে।
একারণে স্বাস্থ্য মম না হয় অন্তরে॥
বিষাদ বদনে আমি মনে মনে গণি।
হেনকালে আইলেন ব্যাস মহামুনি॥
যত দুঃখ নিবেদন করিলাম আমি।
কহিলেন অশ্বমেধ যজ্ঞ কর তুমি॥
বলিলাম হীন অতি করিব কেমনে।
ধনের সন্ধান মুনি কহিলা যতনে॥
অর্জ্জুন আনিবে ধন হিমালয় হৈতে।
উপদেশ কহিলেন তুরঙ্গ আনিতে॥
যুবনাশ্ব পুরে আছে অশ্ব মনোহর।
আনিবেক ভীম ঘোড়া করিয়া সমর॥
প্রতিজ্ঞা করিল তবে সভা বিদ্যমান॥
বৃষকেতু মেঘবর্ণ আর ভীমসেন॥
তবে যজ্ঞ বিবরণ কহিলেন মুনি।
অসিপত্র ব্রত শুনি ভয় মনে গণি॥
একারণে স্তুতি করি অন্তরে তোমারে।
ত্বরায় আইলা কৃষ্ণ আমার গোচরে॥
পাণ্ডবে আছয়ে কৃপা তব যদুরায়।
যজ্ঞ সিদ্ধি হেতু আমি জিজ্ঞাসি তোমায়॥
পারি কি না পারি আমি যজ্ঞ করিবারে।
বিচারিয়া কৃষ্ণচন্দ্র বলহ আমারে॥
শুনিয়া বলেন হাসি দেব নারায়ণ।
জলদ গভীর স্বরে মধুর বচন॥
শুন রাজা যুধিষ্ঠির আমার ভারতী।
ঘোটকে আনিবে ভীম হেন নহে কৃতী॥
যুবনাশ্ব মহারাজ মহাবলবান।
তার সঙ্গে যুদ্ধ করা সঙ্কটের স্থান॥

সংগ্রাম জিনিতে না পারিবে বৃকোদর।
ভীম হৈতে কর্ম্ম সিদ্ধি নহে নৃপবর॥
অপকর্ম্মান্বিত ভীম সর্ব্বলোকে জানে।
কামাতুর হয়ে মজে রাক্ষসীর সনে॥
রাক্ষস আকার তার রাক্ষস আচার।
মনুষ্যের রক্ত খায় রাক্ষস আহার॥
কোন গুণ নাহি দেখি ভীমের অন্তরে।
হেন জনে বল তুমি অশ্ব আনিবারে॥
ভীম হৈতে না হইবে সিদ্ধ প্রয়োজন।
নিশ্চয় জানিবা ইহা ধর্ম্মের নন্দন॥
ত্রেতাযুগে করিলেন যজ্ঞ রঘুনাথ।
ব্রহ্মবধ করেছিলা পূর্ব্বে তার তাত॥
নিয়োজিলা লক্ষ্মণেরে অশ্ব রাখিবারে।
আনন্দে ভ্রময় ঘোড়া পৃথিবী ভিতরে॥
অক্ষৌহিণী সঙ্গে করি সুমিত্রানন্দন।
অশ্ব লয়ে করিলেন পৃথিবী ভ্রমণ॥
দৈবযোগে গেল ঘোড়া বিষ্ণুপদী পুরে।
লব কুশ দুই ভাই ধরিল ঘোড়ারে॥
আনিতে নারিল ঘোড়া সুমিত্রানন্দন।
আনিতে গেলেন তথা কমললোচন॥
শ্রীরাম আনেন অশ্ব যজ্ঞ সাঙ্গ হয়।
এই সব কথা রাজা জানিবা নিশ্চয়॥
এত যদি কহিলেন দেব গদাধর।
তাহা শুনি কহিতে লাগিলা বৃকোদর॥
নিবেদন করি আমি শুন নারায়ণ।
কহিলা আমারে তুমি গর্ব্বিত বচন॥
তুমি যদি বল আমি কি করিতে পারি।
কিন্তু আপনার ছিদ্র না বল মুরারি॥
ডাগর উদর মম জান নারায়ণ।
তোমার উদরে দেখ এ তিন ভুবন॥
আমা সম কামাতুর না দেখ আপনি।
অষ্টোত্তর ষোল শত তোমার রমণী॥
তাহা লয়ে ক্রিয়া কর দিবস রজনী।
আমি কিসে কামাতুর বল গুণমণি॥
নিন্দিলা আমার আছে রাক্ষসী বনিতা।
তোমার গৃহেতে আছে ভল্লুক দুহিতা॥
আপনা না জানি কৃষ্ণ নিন্দা কর পরে।
কত কীর্ত্তি রাখিয়াছ গোকুল নগরে॥
পাসরিলা সেই কথা রাধার জীবন।
আমারে নিন্দিয়া কহ কুৎসিত বচন॥
ভয় নাহি করি আমি যুবনাশ্ব বীরে।
তুরঙ্গ আনিব আমি জিনিয়া অচিরে॥

তুমি যারে সুপ্রসন্ন আছ যদুরায়।
ইন্দ্রে পরাজিতে পারি এবা কোন দায়॥
আমাদের নাথ তুমি প্রভু নারায়ণ।
সত্য বলি এই কথা জানে সর্ব্বজন॥
আমার অসাধ্য নাহি এই চরাচরে।
শুন কৃষ্ণ কহিলাম তোমার গোচরে॥
ভীমের বচনে তুষ্ট হয়ে নারায়ণ।
যুধিষ্ঠীরে কহিলেন মধুর বচন॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ সিদ্ধ হইবে তোমার।
অসিপত্র আচরিবে ধর্ম্মের কুমার॥
অন্যমত না হইবে বলিলাম আমি।
তুরঙ্গ আনিবে ভীম স্থির জান তুমি॥
হরষিত কৃষ্ণ বচনে যুধিষ্ঠির।
পুনরপি কহিতে লাগিল ভীম বীর॥
শুনহ অর্জ্জুন ভাই আমার বচন।
সতত করিবে তুমি রাজারে রক্ষণ॥
পালিবা হস্তিনাপুরী প্রজার সহিতে।
তিনজন যাইতেছি তুরঙ্গ আনিতে॥
এতেক কহিল যদি পবন কুমার।
শুনিয়া অর্জ্জুন তাহা করিল স্বীকার॥
যুধিষ্ঠির পদে ভীম করিল প্রণাম।
আশীর্ব্বাদ দেন তারে ধর্ম্ম গুণধাম॥
যাও ভীম অশ্ব তুমি আনিবা ত্বরিতে।
বিলম্ব না কর ভাই এ কর্ম্ম করিতে॥
এত শুনি ভীমসেন চলিলা সত্বরে।
বৃষকেতু মেঘবর্ণ লইয়া দোঁহারে॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরি।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি॥

অশ্ব আনিতে ভীম ও বৃষকেতু এবং মেঘবর্ণের যাত্রা॥

জন্মেজয় কহিলেন কহ মহামুনি।
অপূর্ব্ব প্রস্তাব আমি তব মুখে শুনি॥
কেমনে আনিল অশ্ব বীর বৃকোদর।
বিবরিয়া সেই কথা কহ মুনিবর॥
যত কথা শুনি মুনি তত বাড়ে সুখ।
করিতে অমৃত পান কে হয় বিমুখ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
আনিবারে গেল বীর যুবনাশ্ব হয়॥
বৃষকেতু মেঘবর্ণ চলিল সংহতি।
গোবর্দ্ধন গিরিবরে গেলা শীঘ্রগতি॥
সেই গোবর্দ্ধন গিরি সুহস্র শিখর।
তাহে আরোহণ কৈলা তিন বীরবর॥
পর্ব্বতে বসিল বীর সহর্ষ হইয়া।
দেখিল রাজার পুরী দূরেতে রহিয়া॥
সুবর্ণ রচিত পুরী মণি মুক্তাময়।
পুরী দরশনে বীর মানিল বিস্ময়॥
বলিলেন ভীম বৃষকেতুকে বচন।
জিনিয়া কনক লঙ্কাপুরীর গঠন॥
মনোহর রাজপুরী অতি অনুপম।
কতেক বসতি পুরে না হয় নিয়ম॥
পুরীর বাহিরে দেখি রম্য সরোবর।
সলিলে করিছে শোভা অমর নগর॥
নানা বৃক্ষ শোভান্বিত সরোবর পাশে।
চম্পক মালতী যূথী মল্লিকা বিকাশে॥
মধুলোভে অলিগণ ভ্রমিয়া বেড়ায়।
কোকিলের কুহু স্বরে গুণ২ গায়॥
কল কল বিহঙ্গম শিখি শব্দ করে।
মনোহর উপবন সরোবর ধারে॥
হের দেখ বটের তলেতে রসরায়।
বসিতা বসিয়া তাহে নানা গীত গায়॥
কাখে হেমকুম্ভ করি যতেক অবলা।
সরোবর তীরে আসে যেন চন্দ্রকলা॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যেন দেবের রমণী।
উর্ব্বশী জিনিয়া রূপ আমি মনে গণি॥
এক আসে আর যায় সরোবর ধারে।
দৃষ্টি করি বৃষকেতু দেখহ অন্তরে॥
অমরনগর জিনি যুবনাশ্ব পুরী।
প্রবেশিব কোন পথে ভয় মনে করি॥
গড়ের পরীক্ষা দুই যোজন বিস্তার।
ভয় লাগে দেখিয়া রাজার সিংহদ্বার॥
রক্ষক সকল দেখ নানা অস্ত্র হাতে।
অগম্য রাজার পুরী যাইব কি মতে॥
পুরীর ভিতরে দেখ অশ্ব মনোহর।
কেমনে আনিব ঘোড়া বিষম দুষ্কর॥
ভীমের বচন শুনি কর্ণের নন্দন।
যোড়হাতে ভীমেরে করিল নিবেদন॥
রাজবাড়ী মনোহর অতি রম্য ধাম।
অমর নগর জিনি পুরীর সুঠাম॥
প্রবেশিতে না পারিব যুবনাশ্ব পুরে।
আসিবে যজ্ঞের ঘোড়া এই সরোবরে॥
আসিবে ঘোড়ার সঙ্গে বহু সেনাগণ।
ধরিয়া লইব ঘোড়া কারি মহারণ॥
ভীম বলিলেন যাহা কহিলা প্রমাণ।
নিতান্ত ধরিতে ঘোড়া করহ সন্ধান॥

তুরঙ্গ ধরিতে যুদ্ধ হইবে বিস্তর।
কি কর্ম্ম করিবে বল কর্ণের কোঙর॥
বৃষকেতু বলিলেন আমি করি রণ।
আমারে মারিতে পারে নাহি হেন জন॥
মেঘবর্ণ বলে পিতামহ বিজ্ঞবর।
ধরিয়া আনিব ঘোড়া মোরে আজ্ঞা কর॥
অশ্ব লয়ে থাকি আমি পর্ব্বত উপরে।
হইবে তোমরা দোঁহে প্রবত্ত সমরে॥
মেঘবর্ণ বাক্য শুনি ভীম হন প্রীত।
রহিলেন পর্ব্বতে হইয়া হরষিত॥
শিখরে বসিয়া তিনে করে নিরীক্ষণ।
জলপান করিতে আইল অশ্বগণ॥
অযুত২ ঘোড়া সরোবরে যায়।
আপনার সুখে ঘোড়া বহু জল খায়॥
জলপান করিয়া চলিল অশ্বগণ।
তাহে না দেখিল ঘোড়া সর্ব্ব সুলক্ষণ॥
শ্যামবর্ণ পীতপুচ্ছ তাহে না দেখিয়া।
পর্ব্বতে আছেন তিনে পথ নিরখিয়া॥
ভীম বলিলেন পরে হেন লয় মনে।
অন্তঃপুরে আছে ঘোড়া না আসে এখানে॥
বাহির না করে হয় ইহা জান স্থির।
আইল অনেক ঘোড়া খাইবারে নীর॥
কোন কর্ম্ম করিলাম প্রতিজ্ঞা করিয়া।
হস্তিনাতে যাব আমি কি বোল বলিয়া।
অব্যর্থ প্রতিজ্ঞা মম সর্ব্বলোকে জানে।
ঘোড়া না পাইয়া আমার দুঃখ বাড়ে মনে॥
বৃষকেতু বলিলেন শুন অবধানে।
এখনি আসিবে ঘোড়া দেখ জলপানে
শ্রীকৃষ্ণ দিলেন আজ্ঞা তুরঙ্গ আনিতে।
কার্য্যসিদ্ধ হবে দুঃখ কেন কর চিতে॥
এই দেখ নগরে বিচিত্র বাদ্য শুনি।
রবাব খঞ্জনী বাজে আর বাজে বেণী॥
খমক মধুর বাজে বাজিছে ঝাঝর।
তুরঙ্গ মধুর বাজে বিনাশ মাধুরী॥
জয়ঢাক বীরঢাক কাংস করতাল।
দামামা দগড় বাজে শুনিতে বিশাল॥
কোলাহল শুনি সব গড়ের বাহিরে।
অভিপ্রায় ঘোড়া আসে এই সরোবরে॥
রাজার গমনে যেন বাজে বাদ্যচয়।
শুন খুড়া জলপানে আনে সেই হয়॥
এক দৃষ্টি করি তুমি চাহ হয় পানে।
শব্দ কোলাহলে কিছু নাহি শুনি কানে॥

আগে পাছে গজবাজী কত শোভা করে।
সর্ব্ব সুলক্ষণ ঘোড়া দেখহ মাঝারে॥
চামর চঁদোয়া দেখ তার দুই পাশে।
পদধূল অন্ধকার উঠিল আকাশে॥
অশ্ব দেখি ভীম বীর আনন্দিত মনে।
ঘটোৎকচসুতে আজ্ঞা দিলা সেইক্ষণে॥
মেঘবর্ণ বলিলেন দেখনা বসিয়া।
সৈন্যের মাঝারে ঘোড়া আনিব ধরিয়া॥
এতবলি মেঘবর্ণ হইল বিদায়।
চন্দ্রকে ধরিতে যেন রাহুগ্রহ যায়॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

যুবনাশ্ব রাজার অশ্ব হরণ।

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

মেঘবর্ণ মহাবলী, হয়ে অতি কুতূহলী;
প্রণমিহ ভীমের চরণে।
ভীম বড় কুতূহলেঃ তাহাকে করিল কোলে
আশীর্ব্বাদ হরষিত মনে॥
প্রণমিয়া কর্ণ সুতে, মেঘবর্ণ আনন্দেতে,
অন্তরীক্ষে করিল গমন।
প্রকাশি রাক্ষস মায়া, দূর কৈল রবিছায়া,
অন্ধকারে না চলে নয়ন॥
আকাশে খেচর সব, করে মহাকলরব,
বরিষে মুষলধারে জল।
প্রচণ্ড মরুত বয়; ঘন শিলা বৃষ্টি হয়,
ঘূর্ণিত হইল ধরাতল॥
বাত হৈল অতি গুরু, ভাঙ্গিল অনেক তরু
পত্র পুষ্প পড়িল ভূতলে।
তাহা দেখি নৃপসেনা, হইলেক অন্যমনা
অশ্ব নিতে না পারিল পালে॥
মাহুতি রুধিলা বাট, আসির রাজার ঠাট,
পরস্পর কহে নানা কথা।
কিবা হৈল দুর দৃষ্টি, অকস্মাৎ অতিবৃষ্টি,
মায়া কৈল কেমন দেবতা॥
মনে উপজয়ে ভয়, এ কর্ম্ম অন্যের নয়,
ঘোড়া নিল বুঝি পুরন্দর।
শ্যামবর্ণ পীত পুচ্ছ হেন অশ্ব কোথা আছে
শিলাঘাতে শরীর জর্জ্জর॥
রাজসেনা হেনমতে, বিষাদিত নানামতে,
অন্ধকারে না দেখে সম্মুখে।
চাঁদোয়া চামর কোথা, খণ্ড হৈল ছাতা,
কারু দন্ত খসি পড়ে ভূমে॥

মেঘবর্ণ হেনকালে, ঘোটক লইয়া কোলে,
উঠিলেন পর্ব্বত উপরে।
বৃষকেতু বৃকোদর, আনন্দিত বহুতর;
আলিঙ্গন করিল তাহারে॥
ভারতের পুণ্যকথা, শুনিলে ঘুচিবে ব্যথা;
কলির কলুষ বিনাশন।
সেবি কৃষ্ণ পদাম্বুজ, কহে কৃষ্ণদাসানুজ;
কৃষ্ণপদে থাকে যেন মন॥

বৃষকেতু ও যুবনাশ্বের যুদ্ধ।

রাক্ষসের মায়া যত সর্ব্ব দূর হৈল।
শিলাবৃষ্টি বরিষণ ঝড় কোথা গেল॥
দূর হৈল অন্ধকার সুপ্রসন্ন তনু।
পরস্পর নিরীক্ষয়ে নিজ নিজ তনু॥
কেহ বলে আর ভাই অনর্থ হইল।
রাজার যজ্ঞের ঘোড়া কি জানি কি হৈল॥
কেহ বলে অশ্বকে ধরিয়া এক জন।
দেখিনু আকাশপরে করিল গমন॥
কি বলিয়া যাব মোরা নৃপ সন্নিধানে।
অশ্ব না পাইয়া রাজা বধিবেন প্রাণে॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর কিবা ঘোড়া নিল হরি।
পরে ধায় ভূপ সৈন্য পর্ব্বত উপরি॥
আকাশ পথেতে কেহ করে নিরীক্ষণ।
কেহ বলে ঘোড়া নিল সহস্রলোচন॥
কোলাহল করি সৈন্য যাইল পর্ব্বতে।
অগ্র হৈল ভীমসেন ধনুর্ব্বাণ হাতে॥
মেঘবর্ণ বলিলেন বীর বৃকোদর।
অশ্ব লয়ে যাই চল হস্তিনানগর॥
অগোচরে যাই যুদ্ধে নাহি প্রয়োজন।
তত্ত্ব নাহি পায় যেন নৃপ সৈন্যগণ॥
বলিলেন ভীম শুন কি কর বিচার।
শুনিলে হাসিবে কৃষ্ণ সংসারের সার॥
উপহাস করিবেন মোরে ধনঞ্জয়।
চুরি করি আনিলেন বৃকোদর হয়॥
এ সব নিন্দিত কর্ম্ম আমি না করিব।
বাহুবলে ভূপ সৈন্য সবে পরাজিব॥
বক হিড়ম্বক সৈল কির্ম্মির দুর্ব্বার।
শত ভাই কীচকের করিনু সংহার॥
নাশ করিলাম আমি ভাই দুর্য্যোধন।
লুকাইয়া লব অশ্ব এ আর কেমন॥
অপযশ থাকিবেক এই ভূমণ্ডলে।
পাণ্ডবের সখা কৃষ্ণ সর্ব্বলোকে বলে॥

এত যদি বলিলেন বীর বৃকোদর।
বলিলেন মেঘবর্ণ যুড়ি দুই কর॥
ঘোড়া লয়ে তোমরা থাকহ দুই জন।
আজ্ঞা কর যাই আমি করিবারে রণ॥
এত বলি ভীমসেনে করিয়া প্রণাম।
মেঘবর্ণ বীর যায় করিতে সংগ্রাম॥
উপাড়িলা পাথর লইয়া বীর করে।
সিংহনাদ করি যায় সংগ্রাম ভিতরে॥
এড়িলেক পাথর এক দিয়া হুহুঙ্কার।
পাথর চাপানে হৈল সৈন্যের সংহার॥
চারিশত সেনাপতি গেল যমঘরে।
দুই শত হস্তী মরে শিলার প্রহারে॥
শিলা বৃক্ষ আঘাতে পড়িল সৈন্যচয়।
একেলা করিল যুদ্ধ রাক্ষস দুর্জ্জয়॥
পরস্পর ভূপ সেনাগণে বিচারিল।
সঙ্কট সংগ্রাম দেখি ভয়ে ভঙ্গ দিল॥
উর্দ্ধশ্বাসে ধায়ে গেল পুরীর ভিতরে।
যোড়হাতে বার্ত্তা কহে ভূপতি গোচরে॥
শুন রাজা ঘোড়া নিল সহস্রলোচন।
শিলাবৃষ্টি ঘোরতর হইল বর্ষণ॥
অন্ধকারে কেহ নাহি চিনি আপনার।
ধরিয়া যজ্ঞের ঘোড়া নিল পুরন্দর॥
ঘোড়া লয়ে গেলেন পর্ব্বতে সুরপতি।
কুবের বরুণ যম আছেন সংহতি॥
করিলাম তার সহ যুদ্ধ প্রাণপণে।
শরীর জর্জ্জর হৈল দেবতার রণে॥
গজবাজী পড়িল বিস্তর সেনাগণ।
পলাইনু প্রাণ লয়ে পরিহরি রণ॥
শুনিয়া কুপিল যুবনাশ্ব নরবর।
সাজ সাজ বলি ঘন ডাকিলেন পর॥
ভূপ আজ্ঞা পাইয়া যতেক সেনাগণ।
হরষিতে গেল সবে করিবারে রণ॥
গজবাজী বিমানেতে আরোহণ করি।
পদাতিকগণ যায় হাতে খড়্গ ধরি॥
ধনুর্ব্বাণ লয়ে হাতে সাজে যত জন।
কোলাহল করি যায় নৃপ সেনাগণ॥
যুঝিতে চলিলা যুবনাশ্ব মহাবল।
ভুজঙ্গ নাগের ফণা করে টলমল॥
আপনি ভূপতি যান যুদ্ধ করিবারে।
বৃষকেতু কহিলেন ভীমের গোচরে॥
আজ্ঞা কর খুড়া আমি করি গিয়া রণ।
আজি যুবনাশ্বে আমি করিব নিধন॥

অনুমতি দিল ভীম বৃষকেতু বীরে।
কর্ণের নন্দন যান হাতে ধনু করে॥
আকর্ণ পুরিয়া বীর টঙ্কারিয়া ধনু।
সিংহনাদে কম্পমান ভূপতির তনু॥
সিংহনাদে ভূপতির মন উচাটন।
ডাক দিয়া বলিলেন শুন সেনাগণ॥
একেশ্বর কে আইসে সৈন্যের ভিতরে।
অসীম সাহসী বীর শঙ্কা নাহি করে॥
কিবা ইন্দ্রদেব কিবা শমন পবন।
মনুষ্যের রূপে যান করিবারে রণ॥
সাহস করিয়া সবে কর গিয়া রণ।
নৃপাদেশে সাহস করিল সেনাগণ॥
মার মার শব্দে সবে আরম্ভিল রণ।
নানা অস্ত্র বরিষয় না হয় গণন॥
রাজপুত্র সুবেগ নামেতে বীরবর।
করি পৃষ্ঠ আইলেন করিতে সমর॥
হংস ব্যূহ করি তিনি আরম্ভিল রণ।
ব্যূহ ভেদি বৃষকেতু করিল হনন॥
একত্র হইয়া যত ভূপতির সেনা।
বাণবৃষ্টি করিলেক না হয় গণনা॥
বৃষকেতু শিরে পড়ে লক্ষ লক্ষ বাণ।
তথাপি সহেন ভীম তুল্য বলবান॥
কাতর হইল বীর বাণের প্রহারে।
তাহা দেখি ভীম বীর কোপিল অন্তরে॥
বলিলেন ভীম মেঘবর্ণের বচন॥
একা গেল বৃষকেতু করিবারে রণ॥
পশ্চাতে থাকহ তুমি ঘোটকে লইয়া।
যুদ্ধ করিবারে আমি যাইব ধাইয়া॥
এত বলি ভীমসেন করিল গমন।
বৃষকেতু সম্মুখে আইল সেইক্ষণ॥
ভীম দেখি বৃষকেতু হরিষ অন্তরে।
যোড়হাত করি বীর নিবেদিল পরে॥
আপনি আইলা কেন সংগ্রাম ভিতর।
আমি যুদ্ধ জিনিতে পারিব একেশ্বর॥
বলিলেন ভীম দেখ বহুতর সেনা।
দরশনে হইলাম আপনি উন্মনা॥
একেলা করিছ যুদ্ধ ভয় বাসি মনে।
বিনাশিব নৃপ সেনা মিলি দুই জনে॥
এত বলি দুই জনে করিল সন্ধান।
হানিয়া এড়িল পরে শত শত বাণ॥
বৃষকেতু দেখিয়া বলিল নরবর।
কাহার তনয় তুমি হেন ধনুর্দ্ধর॥

কি নাম তোমার যে আইলে কি কারণ।
পরিচয় দেও অগ্রে তোমারা দুই জন॥
যুবনাশ্ব বচনেতে বৃষকেতু বীর।
পরিচয় দিলা ভূপ প্রফুল্ল শরীর॥
রবির তনয় কর্ণ জানে এ জগতে।
জন্মিয়াছিলেন তিনি কুন্তীর গর্ভেতে॥
কর্ণের তনয় আমি নাম বৃষকেতু।
তুরঙ্গ নিয়াছি যুধিষ্ঠির যজ্ঞ হেতু॥
তাহা শুনি যুবনাশ্ব আনন্দিত মন।
ধন্য২ মহাবীর কর্ণের নন্দন॥
এ নহে উচিত শুন সমর শোভন।
আমার বচনে কর রথে আরোহণ॥
তবে সে করিব দুই জনে মহারণ।
এত শুনি বলিলেন কর্ণের নন্দন॥
শুন রাজা মম রথে নাহি কোন কায।
তুমি রথে কর রণ শুন মহারাজ॥
বৃষকেতু বাক্যে রাজা দুঃখিত অন্তরে।
রথ ত্যজি নামিলেন ধরণী উপরে॥
দোঁহে যুদ্ধে বিশারদ কেহ নহে ঊন।
কাটিলেন দোঁহে দোঁহাকার ধনুর্গুণ॥
পুনরপি ধনুক লইল দুই জন।
বাণ বরিষণে দোঁহে পুরিল গগন॥
বাণে২ দোঁহে কৈলা অনেক সংগ্রাম।
কেহ কারে ন্যূন নহে দোঁহে অনুপম॥
তবে যুবনাশ্ব রাজা ক্রোধযুক্ত হৈয়া।
অগ্নিবাণ মারিলেন আকর্ণ পুরিয়া॥
জলবাণ এড়িলেন কর্ণের নন্দন।
জলবাণ দিয়া কৈল অগ্নি নিবারণ॥
বায়ু অস্ত্র নরপতি এড়িলেন রণে।
পর্ব্বতাস্ত্রে নিবারয়ে কর্ণের নন্দনে॥
সর্পবাণ যুবনাশ্ব কৈল অবতার।
গরুড়াস্ত্রে কর্ণ সুত করিল সংহার॥
হেনমতে দোঁহে কৈল অনেক সংগ্রাম।
বাণের উপরে বাণ ছাড়ে অনুপাম॥
তবে বৃষকেতু বীর কর্ণের নন্দন।
কোপযুক্ত হৈয়া বাণ করে বরিষণ॥
নিবারয়ে যুবনাশ্ব ধনু শর হাতে।
তাহা শুনি ভীমসেন দুঃখ ভাবে চিতে॥
তবে যুবনাশ্ব রাজা মারি দশ বাণ।
বৃষকেতু উপরেতে করিলা সন্ধান॥
মহাকোপে ভীমসেন গদা নিলা হাতে।
গজবাজি রথ সব মারে যুথে যুথে॥

ভীম গদাঘাতে সেনা হইল চঞ্চল ।
রণে ভঙ্গ দিল সবে করে কোলাহল ॥
সৈন্য ভঙ্গ দেখি বেগে সুবেগ আইল ।
আসিয়া ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভিল ॥
গজেন্দ্রকে বুভুক্ষিত সিংহ পায় যথা ।
গদা হস্তে ভীমসেন রণ মধ্যে তথা ॥
দেখিয়া সুবেগ বীর গদা নিল হাতে ।
আরম্ভিল গদাযুদ্ধ ভীমসেন সাতে ॥
সুবেগ মারিল গদা ভীমের উপরে ।
গদাঘাতে ভীমসেন সিংহনাদ করে ॥
সুবেগ উপরে ভীম করে গদাঘাত ।
হাহাকার করে সৈন্য সুবেগ নিপাত ।
চৈতন্য পাইল রাজপুত্র কতক্ষণে ।
পুনঃ গদাযুদ্ধারম্ভ বৃকোদর সনে ॥
যুবনাশ্ব সঙ্গে যুঝে কর্ণের নন্দন ।
দোঁহে মহাধনুর্দ্ধর হয় মহারণ ॥
এড়িল পঞ্চাশ বাণ বীর বৃষকেতু ।
যুবনাশ্ব নৃপতির বিনাশের হেতু ॥
অচেতন মহারাজ পড়িল ভূমিতে ।
তাহা দেখি বৃষকেতু অতি দুঃখিতে ।
ধনুর্ব্বাণ ভূমে রাখি কর্ণের নন্দন ।
যোড়হাতে নারায়ণে করিল স্তবন ।
পাণ্ডবে প্রসন্ন যদি হও চক্রপাণি ।
তবে যুবনাশ্ব রাজা বাঁচিবে এখনি ॥
যদি কিছু কর্ণের থাকয়ে পুণ্যবল ।
ভূপতিরে রক্ষা কর হে ভক্তবৎসল ॥
এত বলি বৃষকেতু মাগিলেন বর ।
চৈতন্য পাইয়া রাজা উঠিল সত্বর ॥
রাজার চৈতন্য দেখি হরষিত সেনা ।
মহাকোলাহল করি বাজায় বাজনা ॥
যুবনাশ্ব বলিলেন কর্ণের তনয় ।
তুমি মম পিতা সম আমি হে তনয় ।
বাপের সমান তুমি হও মহামতি ।
বৃকোদর সহ মম করাও পিরীতি ॥
আর যুদ্ধে কার্য্য নাহি কর্ণের নন্দন ।
লইলাম আমি এবে পাণ্ডব শরণ ।
মারিয়া জীবন দিলে কি আশ্চর্য্য কথা ।
পরম ধর্ম্মাত্মা ছিল কর্ণ তব পিতা ॥
তেমতি দেখিনু ধর্ম্ম তোমার অন্তরে ।
আমারে লইয়া চল ভীমের গোচরে ॥
ভীম সুবেগের যুদ্ধ অপূর্ব্ব কথন ।
গদাযুদ্ধে বিষাদ রাজার নন্দন ॥

বাহুবলে ভীম তারে তুলিল উপরে ।
আছাড়িয়া ফেলিলেন রাজার কুমারে ॥
রাজার নন্দন তাহে ভয় না পাইল ।
সিংহনাদ করি পুনঃ গদা হাতে নিল ॥
পুত্রের বিক্রম দেখি সুখি নরপতি ।
ডাক দিয়া বলিলেন আনন্দিত মতি ॥
শুন পুত্র দ্বন্দ্বে আর নাহি প্রয়োজন ।
প্রাণপণে লইলাম পাণ্ডব শরণ ॥
ত্যজহ সংগ্রাম পুত্র আমার বচনে ।
যুদ্ধে যোগ্য নহ তুমি ভীমসেন সনে ॥
ভীমের বিক্রম আমি করেছি শ্রবণ ।
পাণ্ডবের সহায় আপনি নারায়ণ ॥
পরাজয় পাণ্ডবের নাহি ত্রিভুবনে ।
সংগ্রাম ত্যজহ পুত্র আমার বচনে ॥
বাপের বচন শুনি সুবেগ কুমার ।
আনন্দিত হইয়া ত্যজিল মহামার ।
বৃষকেতু বলিলেন ভীমের সাক্ষাতে ।
যুবনাশ্ব পরিবারে ভজিল তোমাতে ॥
এই দেখ ভূপতি মানিল পরাজয় ।
অভয় প্রসাদ দেও পাণ্ডুর তনয় ॥
বৃষকেতু বচনেতে ভীম মহাবলী ।
ত্যজিলেন সংগ্রাম হইয়া কুতূহলী ॥
তবে রাজা যুবনাশ্ব আনন্দ পাইয়া ।
ভীমসেনে প্রণমিল যড়ঙ্গ হইয়া ॥
রাজারে তুষিল ভীম আলিঙ্গন দানে ।
সুবেগ প্রণত পরে ভীমের চরণে ॥
বৃষকেতু সহিত করিয়া সম্ভাষণ ।
করিলেন যুবনাশ্ব পরে নিবেদন ॥
নিবেদন করি শুন ভীম মহাশয় ।
আজি সে হইল মম তপস্যা উদয় ॥
পূর্ব্বপুণ্য মানিলাম তব দরশনে ।
পবিত্র হইল পুরী তব আগমনে ॥
ধন্য ধন্য বৃষকেতু কর্ণের কুমার ।
নয়নে দেখিনু আজি চরণ তোমার ॥
আমার কতেক ভাগ্য বলিতে না পারি ।
পবিত্র হইল আজি ভদ্রাবতী পুরী ॥
আমার পুরেতে তুমি চল এইক্ষণে ।
ঘোড়া লয়ে যাব আমি ধর্ম্ম বিদ্যমানে ॥
অনুমতি দিল ভীম রাজার বচনে ।
প্রীতি পায়ে যুবনাশ্ব গেল নিকেতনে ॥
সুবেগ কুমার যান বৃকোদর সনে ।
পুরে গিয়া ভূপতি ডাকেন পাত্রগণে ॥

পূর্ব্বে সুরাসুর বলি ছিল অনুমানে।
ভীম আগমন বলে প্রভবতী স্থানে॥
মঙ্গল সামগ্রী পূর্ণ কর প্রভাবতী।
মম পুরে আসিবেন ভীম মহামতি॥
পাণ্ডুর নন্দন তাঁরা ভাই পঞ্চজন।
যুধিষ্ঠির ভীম অর্জুন কুন্তীর নন্দন।
সহদেব শ্রীনকুল মাদ্রীর তনয়।
কৃষ্ণ হেতু পাণ্ডবের নাহি পরাজয়॥
যুদ্ধ বিবরণ যত সকলি কহিল।
তাহা শুনি রাজরাণী বিস্ময় মানিল॥
মঙ্গলায়োজন সবে করি দুই পাশে।
মেঘবর্ণ আসিলেক বৃকোদর পাশে॥
ঘোড়া লয়ে ঘটোৎকচসুত মহাবলী।
দাণ্ডাইল ভীম পাশে হয়ে কৃতাঞ্জলি॥
গজ পৃষ্ঠে চাপিলেন ভীম কর্ণসুত।
ভদ্রাবতী পুরে যান আনন্দবহুত॥
অগ্রে যায় মেঘবর্ণ ঘোড়া বাগ ধরি।
পিছে যায় সেনাগণ সিংহনাদ করি॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃতের ধার।
কাশী কহে যেই শুনে জন্ম নাহি তার॥

ভীমের রাজভবনে গমন।

রাজা হরষিত, অমাত্য সহিত,
করিলেন বিবেচনা।
আমার বৈভব, আর কত কব,
বিধি করিল ঘটনা॥
পাণ্ডুর তনয়, ভীম মহাশয়,
আসিবেন মম পুরে।
নগর শোভন, কর প্রজাগণ,
আনন্দ করি অন্তরে॥
পায়ে নৃপাদেশ, ঘুচে সর্ব্ব ক্লেশ,
করে পুরী সংস্কার।
ছড়াইল জল; করি সমস্থল,
ঘটে শোভে আম্রসার॥
নগর শোভন, কৈল প্রজাগণ,
চামর চান্দোয়া দোলে।
রাগ তাল ধরা, নাচিছে অপসরা,
শত শত কুতুহলে॥
কুসুম চন্দন, লয়ে দ্বিজগণ,
দাণ্ডাইল রাজপথে।
শঙ্খ বীণা বেণী; কাঁশী বাজে শানী,
আনন্দিত নগরেতে॥
ভূষা শোভে গায়, দেখিবারে ধায়,
বৃদ্ধ শিশু আর যুবা।
ভট্ট রায়বার, পড়িছে সুধার,
অমর নগর কিবা॥
পথেতে অম্বর, পাতি নরবর,
ভীম আগমন আশে।
ঘট বহুতর, রাখিলা সত্বর,
পথের উভয় পাশে॥
মূর্ত্তি যেন বিধু, যত কুলবধূ,
রহি গবাক্ষ মন্দিরে।
দেখি বৃকোদর, হরিষ অন্তর,
আর বৃষকেতু বীরে॥
হেথা নৃপজায়া; হবে পূর্ণ কায়া,
ডাকি সহচরীগণে।
সবাই সুবেশা, করি সবে ভূষা
যায় ভীম দরশনে॥
হাতে হেমমালা, ভূপতি মোহিলা,
শুভসজ্জা তদুপরি।
পুরনারী যত, চৌদিকে বেষ্টিত,
ত্যজি যায় অন্তঃপুরী॥
রহি দ্বিজ দ্বারে, শুভ সজ্জা করে;
হেথা যান বৃকোদর।
প্রবেশি পুরীতে, আনন্দ সহিতে,
দেখি পুরী মনোহর॥
অগ্রে দ্বিজ গণ, অগুরু চন্দন,
দিল ভীম মহাবীরে।
জিনি রতিপতি, ভীমের আকৃতি,
চক্ষুগতি স্থিরে স্থিরে॥
রামাগণ সনে, দেখি তিন জনে,
ভুর করে যত লোক।
রাম আগমনে; হরষিত মনে,
যেন অযোধ্যার লোক॥
রাজার মন্দিরে, তিন মহাবীরে,
বাজায় পটহ ধ্বনি।
মঙ্গলাচরণ; করি নির্ম্মঞ্ছন,
আনন্দ করিল রাণী॥
আপনি রাজন, আনি সিংহাসন,
বসাইল বৃকোদরে।
চামর ব্যজন, করে দাসীগণ;
ভীমসেন কলেবরে॥
কর্ণের নন্দনে, বসায় আসনে,
নির্ম্মঞ্ছন করে সুখে।

ঘটোৎকচ সুতে, হয়ে হরষিতে,
বসায় ভীম সম্মুখে ॥
পুজিয়া পাণ্ডবে, পরম গৌরবে,
যুবনাশ্ব নৃপবর ।
কহে কাশীদাস, কৃষ্ণ পদে আশ,
উক্ত কথা মনোহর ॥

যুবনাশ্ব রাজার হস্তিনা গমন ও
শ্রীকৃষ্ণের দর্শন ।

জন্মেজয় বলিলেন শুন তপোধন ।
এবে কহ যুবনাশ্ব রাজার কথন ॥
ভীমকে পুজিল রাজা অতি সমাদরে ।
গেলেন কিরূপে তিনি হস্তিনানগরে ।
কি কহিলা নরপতি যুধিষ্ঠীর স্থানে ।
শুনিব সে কথা প্রভু তব বিদ্যমানে ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয় ।
সিংহাসনে বসিলেন ভীম মহাশয় ॥
নানা উপহারে রাজা ভীমকে তুষিল ।
মহাসুখে বৃকোদর ভোজনে বসিল ।
যথাযোগ্য আসনে বসিল তিন জন ।
কর্পুর তাম্বুল শেষে করিল ভক্ষণ ॥
তবে যুবনাশ্ব বীর সম্প্রীত পাইয়া ।
রহিলেক ভীমের সম্মুখে দাণ্ডাইয়া ॥
কহিলেন শুন বীর পাণ্ডুর নন্দন ।
না বুঝিয়া করিলাম তোমা সহ রণ ॥
এই অপরাধ তুমি ক্ষমা কর মোরে ।
আমাকে লইয়া চল হস্তিনানগরে ।
তোমার প্রসাদে দেখি গোবিন্দ চরণ ।
যুধিষ্ঠিরের দরশনে পাপ বিমোচন ॥
গঙ্গাস্নান করিয়া দেখিব নারায়ণ ।
ভীমসেন শুন এই মম নিবেদন ॥
বলিলেন ভীম তবে চলহ সংহতি ।
যুধিষ্ঠির সহিত দেখিবা যদুপতি ॥
অপরাধ কিছু তব না লব রাজন ।
ক্ষত্রিয় প্রধান কর্ম্ম করিবেক রণ ॥
হরষিত ভীমের বচনে নৃপমণি ।
মহানন্দে যুবনাশ্ব বঞ্চিল রজনী ॥
প্রভাত সময়ে রাজা দিলেন ঘোষণা ।
কৃষ্ণ দরশনে সবে যাইব হস্তিনা ॥
আনন্দিত পাত্র মিত্র রাজার বচনে ।
ভূষিত করিল অঙ্গ নানা আভরণে ॥
তবে যুবনাশ্ব রাজা সানন্দ হইয়া ।
বলিলেন জননীকে প্রণাম করিয়া ॥

চলগো জননী যাব হস্তিনানগরী ।
গঙ্গাস্নান করি পরে দেখিব শ্রীহরি ॥
ঘুচিবে সকল পাপ কৃষ্ণ দরশনে ।
বিলম্ব না কর মাতা চল ভীমসনে ॥
এত যদি কহিলেন যুবনাশ্ব রাজ ।
কহিতে লাগিল মাতা বুঝিয়া অকায ॥
রাজার নন্দিনী আমি হই রাজরাণী ।
দেশান্তরে যাব আমি ভাল নাহি মানি ॥
ঘরের বাহির আমি না হই কখন ।
কি বুঝিয়া বল বাপু কুৎসিত বচন ॥
কহিলেন যুবনাশ্ব শুনগো জননি ।
থাকিলে অনেক ভাগ্য দেখে চক্রপাণি ॥
অনাহারে অহর্নিশি যত ঋষিগণ ।
নানা ক্লেশে দেখিতে না পান নারায়ণ ॥
দেখিব এমন প্রভু পাণ্ডব মিলনে ।
শুনগো জননি শীঘ্র চল মম সনে ।
যে চরণ হইতে আইল ভাগীরথী ।
যে চরণ পরশে সানন্দ বসুমতী ॥
দেখিব সে পদ আমি যুধিষ্ঠির পাশে ।
শুনগো জননী কার্য্য নাহি গৃহবাসে ॥
কত জন্ম ফলেতে করয়ে গঙ্গাস্নান ।
মরিলে গঙ্গার জলে পাইবে নির্ব্বাণ ॥
বধূগণ সঙ্গে লয়ে চলনা সত্বর ।
দেখিবে পরমানন্দে হস্তিনানগর ॥
শুভক্ষণে যে অশ্ব পালিয়াছি আমি ।
দেখিবা তুরঙ্গ হৈতে অখিলের স্বামি ॥
শুনিয়া পুত্রের কথা কহে পুনর্ব্বার ॥
এত ধর্ম্ম না করিল জনক তোমার ॥
এক ছত্র ভুঞ্জিলেন ভদ্রাবতী পুরী ।
নানা যজ্ঞ দান কৈল বলিতে না পারি ॥
আমা সবা লয়ে কভু না গেল বিদেশে ।
কৃষ্ণনাম শুনিলাম থাকি গৃহবাসে ॥
এ ধন সম্পত্তি বাপু রাখি যাবে কোথা ।
তোমার বচনে বাপু মনে পাই ব্যথা ॥
কৃষ্ণ দরশনে বাপু কিছু নাহি কায ।
পুরীর বাহিরে গেলে কুলে হবে লাজ ॥
কৃষ্ণ দরশনে বাপু না যাব আপনি ।
লোকমুখে গঙ্গা কথা শ্রবণেতে শুনি ॥
অধোমুখ হন রাজা শুনিয়া বচন ।
পাত্রেরে বলিল লহ করিয়া বন্ধন ॥
নৃপাদেশে পাত্র তারে বন্ধন করিল ।
দিব্য চতুর্দ্দোল করি তাহারে লইল ॥

বাহক লইল স্কন্ধেতুলি চতুর্দ্দোল।
রাজমাতা করিলেন ক্রন্দনের রোল॥
তবে যুবনাশ্ব রাজা হরষিত হইয়া।
চলিল হস্তিনাপুরী গোবিন্দ স্মরিয়া॥
কৃষ্ণ দরশনে বড় আনন্দ অশেষ।
রাজ্য ধন মায়া মোহ সব পাসরিল॥
কত অনুচর রাজা নিয়োজিয়া পুরে।
কৃষ্ণ দরশনে যান হস্তিনানগরে॥
গজ বাজি ত্যজি আর অপূর্ব্ব বিমান।
পদব্রজে যুবনাশ্ব করিল প্রয়াণ॥
অক্ষৌহিণী সেনাপতি করিয়া সংহতি।
হস্তিনা নগরে যান আনন্দিত মতি॥
দেখিয়া রাজার ভক্তি বীর বৃকোদর।
ধন্য ধন্য প্রশংসা করিল বহুতর॥
সেই অশ্ব লয়ে রাজা চলিল আপনি।
অগ্রে গেল বৃকোদর যথা ধর্ম্মমণি॥
বৃষকেতু মেঘবর্ণ নৃপতির সাথে।
প্রবেশ করিল গিয়া পুরী হস্তিনাতে॥
ধর্ম্ম দরশনে যান বীর বৃকোদর।
ভীমে দেখি যুধিষ্ঠির হরিষ অন্তর॥
একা ভীমে দেখিয়া কহিল নরপতি।
বৃষকেতু কোথা ভীম কহ শীঘ্রগতি॥
মেঘবর্ণ বীর কোথা কহ সমাচার।
কোথায় যজ্ঞের ঘোড়া না দেখি তোমার॥
ভীম বলিলেন রাজা শুন গুণধাম।
অশ্ব হেতু রাজা সঙ্গে হইল সংগ্রাম॥
পরাভব মানি রাজা লইল শরণ।
আমাকে লইল পরে করিয়া যতন॥
উৎসব করিল রাজা আমার গমনে।
মঙ্গল বিধান যত কে বলিতে জানে॥
ঘোড়া লয়ে যুবনাশ্ব আসিল আপনি।
কৃষ্ণ দরশন আশে শুন নৃপমণি॥
পরিবার সহিত আসিল নরপতি।
বৃষকেতু মেঘবর্ণ লইয়া সংহতি॥
আনন্দিত ভীমের বচনে যুধিষ্ঠির।
কোল দিয়া ভীমসেন চিত্ত নহে স্থির॥
তবে যুধিষ্ঠির কহিলেন ভীমসেনে।
কহ গিয়া এই কথা দ্রৌপদীর স্থানে॥
যুবনাশ্ব পূজ্য করি আনহ নগরে।
শুন ভীম এই ভার দিলাম তোমারে॥
আজ্ঞা প্রাপ্তে সত্বরে চলিল বৃকোদর।
কহিল সকল কথা দ্রৌপদী গোচর॥

কুন্তী যাজ্ঞসেনী আদি যত নারীগণ।
স্বর্ণথালে করিল মঙ্গল আয়োজন॥
ধূপ দীপ শঙ্খ ঘণ্টা আদি যত দ্রব্য।
কুসুম চন্দন আর নিল কব্য গব্য॥
ভূপতির অভিলাষ বুঝি নারায়ণ।
দিব্যাসনে বসিলেন প্রসন্ন বদন॥
নানামত বাদ্য বাজে হস্তিনা নগরে।
ভীমসেন গেল যুবনাশ্ব আনিবারে॥
আপনি চলিল আর অনেক ব্রাহ্মণ।
রথ পদাতিক নিল বহু সৈন্যগণ॥
হেনকালে যুবনাশ্ব আইল নগরে।
ভীম তারে আনিলেন মহাসমাদরে॥
অগ্রভাগে দ্রৌপদী করিতে নিমন্ত্রণ।
কুসুম চন্দন নিয়া নানা আয়োজন॥
রথ পদাতিক সব রাখিল দুয়ারে।
যুবনাশ্ব রাজা গেল পুরীর ভিতরে॥
পরিবার সহিত গেলেন নরপতি।
যুধিষ্ঠির চরণেতে করিল প্রণতি॥
যোড় হস্ত হয়ে রাজা করেন স্তবন।
দেখিলাম তোমা হৈতে দেব নারায়ণ॥
নানা দান যজ্ঞ করি যার দরশনে।
দেখিলাম নারায়ণ তোমার মিলনে॥
ধন্য ধন্য যুধিষ্ঠির পাণ্ডুর নন্দন।
তোমা হৈতে দেখিলাম গোবিন্দ চরণ॥
এত বলি যুবনাশ্ব গলে বস্ত্র দিয়া।
পড়িল গোবিন্দ পদে ভূমি লোটাইয়া॥
লক্ষ দণ্ডবৎ কৈল গোবিন্দ চরণে।
আনন্দেতে অশ্রু বহে রাজার লোচনে॥
সুবেগ রাজার পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়া।
কৃষ্ণপদ পরশিল দুই হস্ত দিয়া॥
পরে রাজরাণী আসি করিল প্রণাম।
আশীর্ব্বাদ সবারে দিলেন ঘনশ্যাম॥
তবে যুবনাশ্ব রাজা মাতাকে ধরিয়া।
কৃষ্ণ স্থানে কহিলেন বিনয় করিয়া॥
আমার মায়ের দোষ ক্ষম চক্রপাণি।
আপনার গুণে কৃপা করহ আপনি॥
জীবের জীবন তুমি সংসারের সার।
তুমি না করিলে কৃপা কে করিবে আর॥
পরম কারণ তুমি পতিত পাবন।
তোমা দরশনে যায় পাপ বিমোচন॥
উদ্ধারিলা অজামিলে শুনেছি পুরাণে।
পাতকী তারিতে কেহ নাহি তোমা বিনে॥

হিংসা করি পুতনাও পাইল তোমারে।
স্নেহগুণে তোমারে পাইল যুধিষ্ঠিরে॥
কামভাবে ব্রজবধূ পাইল তোমাকে।
শুনিয়াছি এ সকল কথা মুনিমুখে॥
মহাপাপকারি হয় আমার জননী।
আপনার গুণে কৃপা করহ আপনি॥
তবে কৃপা দৃষ্টিতে চাহিয়া নারায়ণ।
তাহার যতেক পাপ করেন মোচন॥
তবে যুবনাশ্ব রাজা সুপ্রীত হইয়া।
কৃষ্ণকে করেন স্তব যোড় হস্ত হৈয়া॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি ত্রিলোচন।
তুমি ইন্দ্র তুমি যম কুবের বরুণ॥
তুমি স্বর্গ তুমি মর্ত্য আপনি পাতাল।
তুমি জল তুমি স্থল দশদিক পাল॥
তুমি দিবা তুমি রাত্রি পর্ব্বত সাগর।
তুমি যোগ তুমি ভোগ তুমি চরাচর॥
তুমি মাস তুমি বার তিথি পঞ্চদশ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর তুমি আপনি তাপস॥
তোমার মহিমা প্রভু কে বলিতে পারে।
এক সত্য জানি আমি বিদিত সংসারে॥
এক সুবর্ণেতে হয় নানা অলঙ্কার।
একেলা করিলে কত শত অবতার॥
তোমার সকল সৃষ্টী সর্ব্ব সৃষ্টি তুমি।
ব্রহ্মাদি না পায় তত্ত্ব কি বলিব আমি॥
ধন্য যুধিষ্ঠির রাজা পাণ্ডুর নন্দন।
দেখিলাম যাঁহা হৈতে অভয় চরণ॥
ধন্য বৃষকেতু বীর কর্ণের নন্দন।
যাহা হৈতে দেখিলাম গোবিন্দ চরণ॥
আমার যতেক ভাগ্য বলিতে না পারি।
তোমার অভয় পদ দেখিনু মুরারি॥
এত বলি বাজি বাগ ধরি নরবর।
আনিল যজ্ঞের ঘোড়া কৃষ্ণের গোচর॥
আজি যজ্ঞ সাঙ্গ হৈল শুন ভগবান।
আনিলাম অশ্ব আমি তোমা বিদ্যমান॥
এত বলি যুবনাশ্ব করিল প্রণতি।
তাঁরে আলিঙ্গন দেন ভক্তপ্রিয়মতি॥
ঘোড়া লয়ে বৃষকেতু রাখিল যতনে।
যুবনাশ্ব রাজাকে তুষিল আয়োজনে॥
পরিবার সহ রাজা চলিলা নগরে।
রহিল পাণ্ডব পাশে যজ্ঞ দেখিবারে॥
অশ্ব দেখি বড় সুখি পাণ্ডুর নন্দন।
যজ্ঞ সাঙ্গ হবে বলি সুখী সর্ব্বজন॥
হরিষে আছেন যুধিষ্ঠির নরবর।
দ্বারকায় চলিলেন দেব দামোদর॥
দ্বারকায় গেলেন না কহিয়া পাণ্ডবেরে।
অপার মহিমা তাঁর কে কহিতে পারে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে যুধিষ্ঠিরের উদ্বেগ
ও শ্রীকৃষ্ণের আগমন।

হেথা যুধিষ্ঠির রাজা রজনী প্রভাতে
ডাক দিয়া অর্জ্জুনেরে আনেন সাক্ষাতে॥
একেলা অর্জ্জুন দেখি কহিল রাজন।
কিরীটি শুনহ কোথা বিপদ ভঞ্জন॥
অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ ছিলেন সভায়।
তত্ত্ব নাহি জানি তিনি গেলেন কোথায়॥
ধর্ম্ম বলিলেন কৃষ্ণ তোমার আগারে।
সতত থাকেন কত বিদিত সংসারে॥
না বলিলা গোবিন্দ গেলেন নিজালয়ে।
কি পাপ জন্মিল ভাই আমার হৃদয়ে॥
একারণে গেলেন আমারে না বলিয়া।
কেমনে রহিব আমি তাঁরে না দেখিয়া॥
এত বলি অধোমুখে আছেন ভূপতি।
ভীম সহদেব তথা আইল ঝটিতি॥
ধৃতরাষ্ট্র বিদুর আইল দুইজন।
হেনকালে আইলেন ব্যাস তপোধন॥
ব্যাস দেখি যুধিষ্ঠির করেন প্রণতি।
আশীর্ব্বাদ করিলেন ব্যাস মহামতি॥
ধৃতরাষ্ট্র আদি করি যত সভাজন।
সবাই বন্দিল উঠি মুনির চরণ॥
দিব্যাসনে বসিলেন ব্যাস তপোধন॥
যোড় হস্তে কহিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
অবধান করি শুন মুনি মহামতি।
আনিলেন অশ্ব ভীম করিয়া সুগতি॥
বৃষকেতু মেঘবর্ণ বিক্রম করিল।
সহ পরিবার রাজা আমরে ভজিল॥
আপনি আইল রাজা তুরঙ্গ লইয়া।
সংপ্রীতি পাইল রাজা আমাকে দেখিয়া॥
কহিলেন মুনি শুন আমার বচন।
আর ভয় নাহি যজ্ঞ কর আরম্ভণ॥
আমন্ত্রিয়া আন যত মুনি ঋষিগণে।
যজ্ঞ আরম্ভণ কর আজি শুভক্ষণে॥
উত্তম মধ্যম অধম এ তিন প্রকার।
সবাই পাইবে ধর্ম্ম যথা ভক্তি যার॥

না করিলে অশ্বমেধ হইবে ব্যাঘাত।
পরিণামে দুঃখ পাবে শুন নরনাথ॥
উত্তম যে লোক তার শুন ব্যবহার।
অহিংসা পরম ধর্ম্ম ধর্ম্মের কুমার।
লোভ মোহ ক্ষোভ ত্যজি কৃষ্ণে করে মতি।
উত্তম যে ভাগবত শুন নরপতি॥
শত্রু মিত্র বলি তত্ত্ব কিছুই না জানে।
মধ্যম যে ভাগবত বলে সর্ব্বজনে॥
পরনারী পরদ্রব্য হরিবার মন।
অধম বলিয়া তারে জানিবে রাজন॥
চণ্ডাল করয়ে যদি বৈষ্ণবের কায।
মহাজন বলিয়া জানিবা মহারাজ॥
ব্রাহ্মণ করয়ে যদি চণ্ডালের কর্ম্ম।
চণ্ডাল বলিয়া তারে জানিবে হে কর্ম্ম॥
যার যেই নিজ বৃত্তি করে যেই জন।
ধর্ম্মমত বলি তারে জানিবে রাজন।
নিজ বৃত্তি ছাড়ি যেবা পর বৃত্তি করে।
তাহাকে অধম বলি জানাই তোমারে॥
পিতৃকার্য্য দেবকার্য্য অতিথি সেবন।
যেজন করয়ে সেই হয় মহাজন॥
শুচি আর সত্যবাদী পালে নিজ ধর্ম্ম।
ইহার সমান আর নাহি কোন কর্ম্ম॥
কহিলাম সংক্ষেপে শুনহ নরপতি।
কৃষ্ণ আনি যজ্ঞ কর রাজা মহামতী॥
এবড় বিস্ময় মম উপজিল মনে।
তোমার সংহতি কৃষ্ণ ছাড়া দেখি কেনে॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন দেব চক্রপাণি।
দ্বারকা গেলেন কৃষ্ণ তত্ত্ব নাহি জানি॥
কৃষ্ণ না দেখিয়া মম উচাটন মন।
না কহিয়া আমারে গেলেন নারায়ণ॥
সেই হেতু আমি বড় ভয় করি মনে।
না বলিয়া শ্রীহরি গেলেন কি কারণে॥
ব্যাস বলিলেন রাজা শুনহ বচন।
দ্বারকা গেলেন হরি আছে প্রয়োজন॥
ভীমে পাঠাইয়া তুমি আনহ কৃষ্ণেরে।
আমি তপোবন যাই তপ করিবারে॥
এত বলি চলিলেন ব্যাস তপোধন।
ভীমেরে ডাকেন তবে ধর্ম্মের নন্দন॥
শুন ভাই বৃকোদর আমার ভারতী।
কৃষ্ণকে আনিতে তুমি যাও শীঘ্রগতি॥
কৃষ্ণ না দেখিয়া উচাটন মম মন।
কৃষ্ণ বিনা নাহি বাঁচে আমার জীবন॥

ভীম বলিলেন যাই কৃষ্ণ আনিবারে।
কি কারণে দুঃখ তুমি ভাবহ অন্তরে॥
এখনি আনিব কৃষ্ণ জানিবা রাজন।
এত বলি ভীমসেন করিল গমন॥
রথ আরোহিয়া গেল দ্বারকানগরে।
জানাইল গিয়া সব গোবিন্দ গোচরে॥
ভীম আগমন শুনি দেব নারায়ণ।
আনন্দে করেন স্নান করিয়া যতন॥
ভোজন করিতে সুখে ছিলেন শ্রীহরি।
ভীমে আনিলেন দূত সমাদর করি॥
ভোজন করেন বসি সুখে নারায়ণ।
হেনকালে উপনীত পবননন্দন॥
আইসহ বলি ডাকিল ভীমেরে।
দাসীগণ পাদ্যঅর্ঘ্য যোগাইল পরে॥
গোবিন্দ বলেন ভাই করহ ভোজন।
রুক্মিণী আনিয়া দিল দিব্যান্ন ব্যঞ্জন॥
ভোজন করেন ভীম মনের হরিষে।
যত দেন তত খান আঁখির নিমিষে॥
ভীমের ভোজন দেখি হাসে সত্যভামা।
ধন্য তব উদর না দিতে পারি সীমা॥
লজ্জিত হইয়া ভীম গোবিন্দ মায়ায়।
না শুনিয়া সেই কথা আঁচাইল তায়॥
কর্পূর তাম্বূল শেষে করিল ভক্ষণ।
বিচিত্র পালঙ্কোপরে করিল শয়ন॥
ভীম বলিলেন কৃষ্ণ নিবেদি তোমারে।
দ্বারকা আইলা তুমি না বলি রাজারে॥
তোমা না দেখিয়া রাজা দুঃখ পান মনে।
ব্যাস বলিলেন তারে যজ্ঞ আরম্ভনে॥
আপনি তথায় চল যজ্ঞ দেখিবারে।
আমাকে পাঠান রাজা লইতে তোমারে॥
গোবিন্দ বলেন ভাই বঞ্চ এ রজনী।
প্রভাতে ভেটিব গিয়া ধর্ম্ম নৃপমণি॥
এত বলি নারায়ণ করেন শয়ন।
নানা কথা অনুসারে রজনী যাপন॥
রজনী প্রভাতে কৃষ্ণ বিচারি অন্তরে।
ডাক দিয়া আনিলেন দেব হলধরে॥
অক্রূর উদ্ধব আর বিজ্ঞ সর্ব্বজনে।
গদ শাম্ব প্রদ্যুম্নাদি যত যদুগণে॥
কৃষ্ণ প্রণমিয়া সবে বসিল আসনে।
গোবিন্দ বলেন কথা সবা বিদ্যমানে॥
করিলেন অশ্বমেধ যজ্ঞ যুধিষ্ঠির।
আইলেন আমাকে লইতে ভীম বীর॥